আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ৪২ || সোমবার || শ্রাবন ০৯ || ১৪৩০ || মুহররম ০৬ || ১৪৪৫ || Vol. 27 || Issue 42 || July 24 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

সাবওয়েতে ভাড়া ফাঁকি বছরে ৬৯০ মিলিয়ন ডলার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্কের সাবওয়েতে যারা ভাড়া ফাঁকি দেয় তাদের ধরতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বসাতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। কৃত্রিম **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

নিউইয়র্কে যানজট টোল নিউজার্সী-স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের মামলা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ ম্যানহাটানে ট্রাফিকের চাপ বরাবরের। তবে এবার সেই চাপ কমাতে তথা সেই চাপ থেকে ফায়দা তুলে নিতে নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন ট্রানজিট অথরিটি নিয়েছে কনজেশন প্রাইসিং নামে এক নতুন উদ্যোগ। ম্যানহাটনের ৬০ স্ট্রিট কিংবা তার নিচের দিকে যেসব চালক তাদের গাড়ি নিয়ে ঢুকবেন তাদের দিতে হবে বাড়তি চার্জ। আর ক্যামেরা বসিয়ে সে চার্জ আদায় করে নেওয়া হবে। নিউইয়র্কের **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

নিউইয়র্কে বাস, ট্রেনের ভাড়া বাড়াচ্ছে এমটিএ, বাড়বে টোলও

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ সাবওয়ে, বাস, কমিউটার রেলের ভাড়া এবং টানেল ও ব্রিজের টোল বাড়ানোর প্রস্তাবে অনুমোদন দিলো নিউইয়র্কের ম্যাস ট্রানজিন অথরিটি-এমটিএ। গত ১৯ জুলাই বুধবার বোর্ড মিটিংয়ে সর্বসম্মতিক্রমে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন সিদ্ধান্ত বাস ও সাবওয়েতে বর্তমান ভাড়া ২ ডলার ৭৫ সেন্ট থেকে বাড়িয়ে ২ ডলার ৯০ সেন্ট করা হলো। আর সিঙ্গল রাইড টিকিট করা হলে তার দাম হবে ৩ ডলার ২৫ সেন্ট। সাত দিনের পাস এক সঙ্গে কিনলে তার দাম ৩৩ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৩৪ ডলার করা হয়েছে। আর ৩০ দিনের পাস বেড়ে ১২৭ ডলারের পরিবর্তে ১৩০ ডলার করা হবে। এক্সপ্রেস**(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

নিউইয়র্কে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ছে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ এবার গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন কনএডিসন। নিউইয়র্কারদের মাসিক খরচের তালিকায় নতুন ধাক্কা হয়ে এসেছে এই ঘোষণা। দুইদিন আগেই ঘোষণা এসেছে সাবওয়ে ও বাসের ভাড়া বাড়ানোর। এরই মধ্যে সাধারণের জীবন যাপন হয়ে উঠেছে কষ্টসাধ্য। তার ওপর খরচের খাতায় একের পর এক **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**

যুবলীগের 'তারুণ্যের জয়যাত্রা' সমাবেশ বৃহস্পতিবার

বিএনপি'র তারুণ্যের সমাবেশে নতুন কর্মসূচীর ঘোষণা



ঢাকা ডেস্কঃ আগামী ২৭ জুলাই মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। শনিবার (২২ জুলাই) বিকেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তারুণ্যের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর **(বাকি অংশ ১১**

আইনসভায় বাতিলের পর

এবার একক হাউজিং পরিকল্পনা ক্যাথি হোকুলের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ গত জানুয়ারীতে গভর্নর ক্যাথি হোকুল ঘোষণা করেছিলেন, নিউইয়র্ক স্টেট জুড়ে তিনি গৃহায়ন সুবিধা বাড়াবেন। যার মধ্য দিয়ে ৮০০০০০ নতুন আবাসন সৃষ্টি হবে আগামী ১০ বছরে। এতে বাড়ি কেনা বেচায় দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল স্টেট হিসাবে নিউইয়র্কের বদনাম কিছুটা ঘুচবে। কিন্তু সে পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। আইনসভায় তা বাতিল করে দিয়েছে। এ অবস্থায় মঙ্গলবার হোকুল **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

এনওয়াইপিডি'র কমিশনার হলেন এডওয়ার্ড ক্যাবান



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ পদে এই প্রথম কোনো হিসপ্যানিক স্থান করে নিলেন। তিনি হচ্ছেন এডওয়ার্ড ক্যাবান। মেয়র এরিক অ্যাডামস গত ১৭ জুলাই সোমবার **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

প্রশ্নবিদ্ধ এনওয়াইপিডি

হাতকড়া পরিয়ে সাত বার 'শক'

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ নিউইয়র্ক সিটির শহরতলীতে এক পুলিশ সার্জেন্টকে নাগরিক অধিকার ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। হাতকড়া পরা অবস্থায় এক ব্যক্তির ওপর তিনি স্টান বন্দুক ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, মানসিক **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে
একাউন্টিং
সার্ভিসেস
বাক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

ভারতের জয়পুরে আধা ঘণ্টার ব্যবধানে তিনবার ভূমিকম্প

ঢাকা, ২২ জুলাই : ভারতের জয়পুরে তিন দফায় আঘাত হেনেছে ভূমিকম্প। শুক্রবার ভোরে আধা ঘণ্টার ব্যবধানে এসব ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজস্থানের রাজধানী শহরটি। তবে ভূমিকম্পের জেরে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) একাধিক টুইটে জানায়, শুক্রবার ভোর ৪টা ৯মিনিটে প্রথম ভূকম্পন অনুভূত হয় জয়পুরে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৪। ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার। এর কিছুক্ষণ পর ভোর ৪টা ২২ মিনিটে আবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ৩ দশমিক ১। ভূপৃষ্ঠে এর গভীরতা ছিল ৫ কিলোমিটার। এরপর ঠিক ৩ মিনিটি পর ভোর ৪টা ২৫ মিনিটি তৃতীয় দফায় ভূকম্পন অনুভূত হয় জয়পুরে। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৪। এর গভীরতা ১০ কিমি ছিল। রাজস্থানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে টুইটারে লিখেছেন, জয়পুরসহ রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আশা করি সবাই নিরাপদে আছেন!

MIJAN REAL ESTATE LTD.

Reg. No. C-187784

মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050



USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

EXIT REALTY PRIME

ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo

Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050

Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসটেন্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড কেলাবে, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

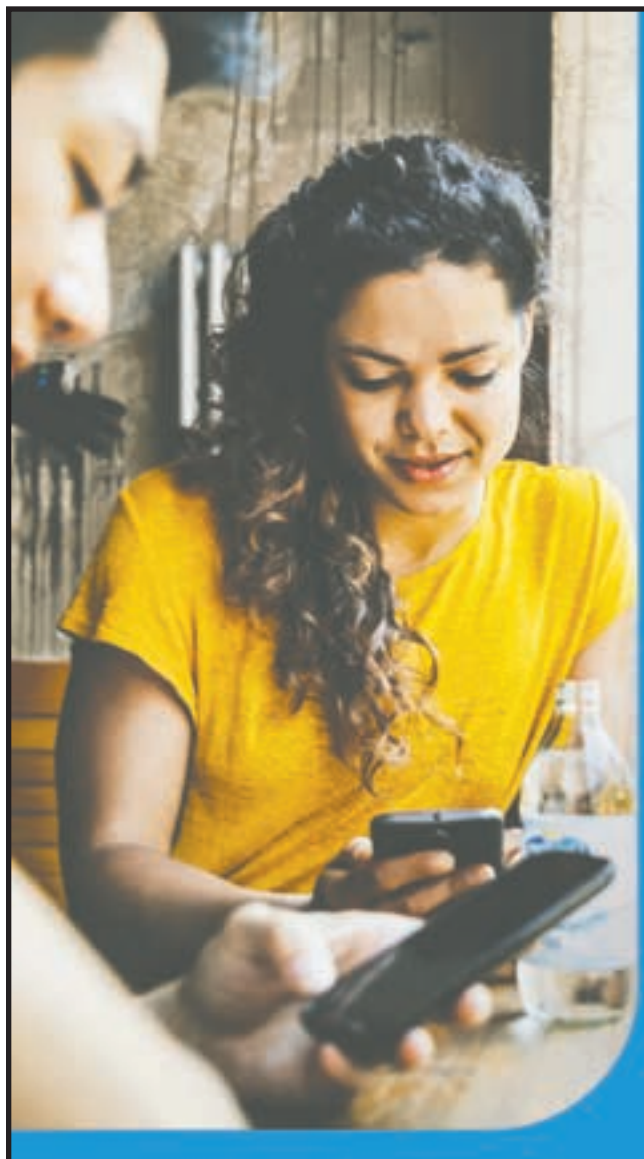
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেডফোর্ড এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৪৮৯ ফ্লাটবুশ এভিনিউ, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com



আপনার বিল ট্র্যাক, ম্যানেজ করা ও বিল বুঝে নেওয়া সব কিছু এক জায়গায় করতে পারেন।

যে কোনও সময় লগ ইন করে:

- মাস অনুযায়ী আপনার ব্যবহারে নজর রাখুন
- আপনার বাসার এনার্জীর স্ন্যাপশট নিন
- আমাদের হোম এনার্জী ক্যালকুলেটার ব্যবহার করুন
- ভয়েস অ্যাসিস্টেন্স সক্রিয় করুন
- যে কোনও সময় আমাদের সাথে চ্যাট করুন
- ফ্লেক্সিবল পেমেন্টের জন্য সাইন আপ করুন

অ্যাপ খুলুন বা
conEd.com/PaymentOptions দেখুন

conEdison

পরিবেশ হায়েনাদের বিরুদ্ধে গড়ি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ





(শেষের পাতার পর)

অংশ নিয়েছিলাম, মাউন্টেন ব্যাটালিয়ানের দায়িত্ব নিয়েছিলাম, স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার মধ্য দিয়ে সে যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল। তারপর বায়ান্ন বছর পেরিয়েছে। যুদ্ধের সকল পর্বই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে বেদনা ও ক্ষোভের সাথে প্রতিমুহূর্তেই দেখেছি আমার প্রিয় মাতৃভূমি শুধু ক্ষত বিক্ষত হয়েই চলেছে। প্রকৃতি, পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়েছে। গ্রাম, শহর, নগর নির্বিশেষে মানুষের বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পৌঁছে গেছে।

গত ত্রিশ বছর আমি বাংলাদেশ থেকে দূরে। শারিরীকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী নাগরিক হয়ে উঠলেও বাংলাদেশের জীবন বাস্তবতা থেকে এক মুহূর্তও বিচ্ছিন্ন হইতে পারিনি। আমার শেকড় বাংলাদেশে। পৃথিবীর এক নয়নাভিরাম প্রকৃতির কোলে আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বঙ্গোপসাগরের গর্জন শুনে আমার ঘুম ভেঙেছে। প্রকৃতির অসাধারণ শীতল ছায়ায় জীবনে প্রশান্তি অনুভব করেছি। দিনে দিনে নগর সংস্কৃতি সম্প্রসারিত হতে দেখেছি। কিন্তু ওই সম্প্রসারণের সঙ্গে কোনো সমৃদ্ধশীল পরিকল্পনার অভাবে সবখানে আজ এক বিপন্ন দশা দেখছি। আমাদের রাজনীতি, ক্ষমতার পালাবদল ও জনজীবনের দুর্দশার মতোই পরিবেশ প্রকৃতিও আজ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। আমরা যখন ক্ষমতা ও রাজনীতির সঙ্গে দখল ও লোপাটের প্রতিযোগিতা দেখতে পাই, একইভাবে দুবৃত্ত কবলিত হয়েছে পরিবেশ ও প্রকৃতি। বাংলাদেশের নদীনালা খালবিল তো বটেই বঙ্গোপসাগরও এই দুর্দশা থেকে মুক্ত নেই।

আজকের পৃথিবী জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি সংকটে। বৈরী জলবায়ুর অভিঘাত থেকে কেউই মুক্ত নয়। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষসৃষ্ট সংকটগুলো আমাদের দেশকে বেশি বিপন্ন করে তুলেছে। ষড়ঋতুর বাংলাদেশের ভূমিরূপ পাল্টে দিচ্ছে এক শ্রেনীর লুটেরা ও ঘাতকেরা। সকল পাহাড়ি এলাকায় পাহাড় কাটার মহোৎসব চলছে। ক্ষমতার ছায়ায় একটি শ্রেনী একদিকে পাহাড় কেটে ভবন, রাস্তা নির্মাণ থেকে শুরু করে মাটির ব্যবসা পর্যন্ত করছে। আরেকটি শ্রেনী পাহাড়ের পাদদেশে প্রাচীনকাল থেকে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করে পাহাড়ের সর্বশেষটুকু গিলে খাবার পথ করে চলেছে। একই গতিতে শহর নগরের পানি নিষ্কাশনের খাল ও জলাশয় ভরাট করা গেছে। নালা নর্দমাগুলোর আবর্জনা অপসারণ না করতে করতে সেগুলোও এখন রাস্তা ও সমতল ভূমির সঙ্গে একাকার। যত্রতত্র দখল ও অবৈধ স্থাপনা প্রতিটি শহরের পানি নিষ্কাশনের পথগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। দেশের অধিকাংশ শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহমান নদীর শাখা, প্রশাখা ও ক্যানেলগুলিও ভরাট করে ফেলা হয়েছে। এখন বাংলাদেশের যেকোনো শহরই সামান্য বৃষ্টিতে প্লাবিত হয়। মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগে পড়ে। জলাবদ্ধতায় সড়ক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব মৌসুমেই শুধু মানুষসৃষ্ট কারণে দুর্ভোগ, দুর্দশা ও জানমালের ক্ষতি অবধারিত হয়ে উঠেছে।

আমরা বঙ্গোপসাগর নিয়ে অনেক বড়াই করি। এই সাগর-পাড়ের সন্তান বলেই বলতে পারি, আমরা বিপুল সম্পদে ভরপুর সাগরের মর্যাদা দিতে জানি না। সাগর থেকে পরিকল্পিতভাবে মাছসহ অন্যান্য সম্পদ আহরণ করতে যেমন পারি না, একইভাবে সাগরের পানিকে দুষণমুক্ত রাখতেও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছি। বঙ্গোপসাগর থেকে মৎস্য আহরণের নামে হাজারো মাছ ও জলজ প্রাণির রেনুপোনা ধ্বংস করে চলেছি। এগুলো নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে কথা শুনেছি। বিজ্ঞানীরা সেমিনার করেন, নীতি নির্ধারকরা অনেক বড় বড় বক্তব্য রাখেন, কিন্তু কাজটি সেখানেই থেমে থাকে।

আমাদের হাওড়াঞ্চলের পরিবেশও আগের মতো নেই। হাওড়ে প্রতিবছর ফসলহানী ঘটে। প্রতি বছর একই মৌসুমে হাওড়ের অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ দেশের মানুষের বিপুল অংকের টাকা লোপাট করা হয়। পরিবেশ ঘাতকরা যোগসাজশ করে কাজটি করে থাকে। এর কোনো প্রতিকার নেই। বছরের পর বছর এসব অনিয়মের বিষয়গুলো খবরে আসে। জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানাও যায়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। অন্যায় আরো বাড়তে থাকে। যার পরিণতিতে পরিবেশ ও প্রকৃতির অবস্থা এখন ভয়াবহ। যা মনুষ্যবসবাসের অনুপযোগী হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের খোদ রাজধানী ঢাকাকে যে বুড়িগঙ্গা নদী বেষ্টনী করে রেখেছে, সে নদীর ভেতর প্রবাহিত হচ্ছে এক গাঢ় কালো অভিশাপ। ওই তরল বর্জ্যরে প্রবাহ যে শহরে প্রবাহিত হয়, সেই শহরে বসেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন ক্ষমতাধররা। ওই শহরে বসেই মানুষকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে গত বায়ান্ন বছর। কিন্তু বাস্তবতায় সেই স্বপ্নগুলোর চিহ্নমাত্র নেই।

পরিবেশ দিনকে দিন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। মানুষসহ সব প্রাণির জন্যই শ্বাসপ্রশ্বাসে বিষাক্ততা হজম করে চলতে হচ্ছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই। এখন ১ শতাংশ মানুষ যেমন ৯৯ শতাংশ মানুষের সম্পদের অধিকারকে কুক্ষিগত করে চলেছে। ওই এক শতাংশ মানুষের মধ্যেই রয়েছে ভূমি দস্যু, বন দস্যু, নদী দস্যুসহ পরিবেশের দুষমণ, হায়েনার দল। হায়েনা যেভাবে রক্তপান করতে করতে একটি প্রাণিকে তিলে তিলে হত্যা করে, এরাও তেমনি পরিবেশের ক্ষতি করতে করতে আমাদের জনজীবনকে হত্যা করছে। এরা হত্যাকারী। এরা ঘাতক।

পরিবেশ নিয়ে যারা কথা বলেন, যারা স্বপ্ন দেখান ও স্বপ্ন দেখেন, সারা পৃথিবীর পরিবেশ বিষয়ক বড় বড় সিদ্ধান্ত ও কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গণমাধ্যমে বড় বড় বক্তৃতা ছাড়েন, তাদের কেউই পরিবেশের কল্যাণে এক বিন্দু ভূমিকা রাখতে পেরেছেন কি-না আমি সন্দেহ পোষণ করি। শুরুতেই বলেছি পরিবেশের জন্য যে আন্দোলন, সে আন্দোলন প্রচলিত কথামালা আর চিন্তা প্রনয়ণের মধ্যে সীমিত রাখলে হবে না। এই আন্দোলনকে পরিণত করতে হবে প্রতিরোধের আন্দোলনে। পরিবেশ প্রকৃতির ঘাতকরা গণহত্যাকারী। এদের ভয়াল নিষ্ঠুরতা থেকে দেশ জাতিকে নিরাপদ করার শাসন জরুরি। পরিবেশের হত্যাকারী হায়েনাদের প্রতিরোধের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য চাই রাষ্ট্র, সরকার ও জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। বিগত পঁচিশ বছর ধরে 'বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক' পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে মানুষকে জাগ্রত করে চলেছে, এটি ধন্যবাদ পাবার দাবি রাখে। আরো যারা পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে কাজ করছেন তারা আরো বেগতবান হোক জন্য শুভকামনা।

লেখক: আবু জাফর মাহমুদ, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, প্রেসিডেন্ট, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস ও জয় বাংলাদেশ ইনক্। প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্।



নতুন সভাপতি শাহ নেওয়াজের উদ্যোগে 'মিট এন্ড গ্রিট' পার্টি

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠানটি লায়ন্সদের গন্ডি পেরিয়ে এটি কমিউনিটির গ্রিটিংসে পরিনত হয়। পুরো অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন লায়ন্সের নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল'র সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। গত ২১ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানের শুরুতে লায়ন শাহ নেওয়াজ স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আজ আমাদের শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, আনন্দ আর খাওয়া-দাওয়া হবে, আর কিছু নয়। এরপর তাকে ও সংগঠনের নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জেএমএম রাসেলকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান অনেকেই। ফলে অনুষ্ঠানস্থলে উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানের মুল পর্বে শাহ নেওয়াজ ঘোষণা করেন যে, আগামী ২৬ আগষ্ট কুইন্সের লার্গোডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে লায়ন্সের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, 'মিট এন্ড গ্রিট' পার্টি সফল করতে ক্লাবের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক হাসান জিলানী-কে আহবায়ক, সারোয়ার খান বাবু-কে সদস্য সচিব ও রফিকুল ইসলাম ডালিম-কে চীফ কো-অর্ডিনেটর করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ক্লারে বিদায়ী আহসান হাবিবের সভাপতিত্বে মূল পর্বের অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তোলোয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন এমএস আলম। এরপর বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ফুলের তোড়া দিয়ে বরন করে নেন ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি শাহ নেওয়াজ ও সাধারন সম্পাদক জেএফএম রাসেলকে। এরপর নতুন কমিটির সফলতা কামনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মতিউর রহমান এবং ক্লাবের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাপ্তাহিক প্রবাসের সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ সহ এটর্নি মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নাসির আলী খান, মোহাম্মদ হোসেন খান, এবিএম ওসমান গনি, ফিরোজ আলম, কাজি আযম, সাইফুল ইসলাম, সারওয়ার চৌধুরী সিপিএ, রেজা রশীদ, একেএম রশীদ, মশিউর রহমান মজুমদার, রকি রায়ান, আব্দুর রশীদ বাবু, আবুল কাশেম, মোহাম্মদ নমি, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ ও মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সারোয়ার খান বাবু।

অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ বলেন, আমাদের মধ্যে মতামতের ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে লায়ন্স ক্লাবকে গনমুখী আর কমিউনিটির আস্থার সংগঠনে পরিনত করতে হবে। ক্লাব কাজ করবে এক ছাতার নীচে। মনে রাখতে হবে, এই ক্লাব দিনদিন মানুষের আস্থার যায়গাটি দখল করে নিচ্ছে। ঐক্যই আমাদের শক্তি। তিনি বলেন, সবার সহযেগিতা পেলে আগামীতে ঐক্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতায় ক্লাব এগিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রথম নারী নৌপ্রধান

(শেষের পাতার পর)

একজন নারী অ্যাডমিরালকে বেছে নিয়েছেন। লিসা ফ্রাঞ্চেতি সাউথ কোরিয়ায় আমেরিকান ষষ্ঠ নৌবহর এবং বিমানবাহী রণতরী স্ট্রাইক কমান্ডার হিসেবেও কাজ করেছেন।

বিবিসি জানায়, 'এক বিবৃতিতে জো বাইডেন বলেন, লিসা ফ্রাঞ্চেতি পরিচালনামূলক এবং নীতি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক দক্ষতা এবং তিনি এই দায়িত্বের জন্য নির্বাচিত হলে আবার ইতিহাস তৈরি করবেন।' আমেরিকান সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রাঞ্চেতি আমেরিকান প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিনের প্রথম পছন্দ ছিলেন না, যিনি তার পরিবর্তে স্যামুয়েল পাপারোকে পরবর্তী নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পাপারোকেও পদোন্নতি দিয়েছিলেন, তাকে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর কমান্ডার হওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন। ফ্রাঞ্চেতি বর্তমান নৌ প্রধানের চার বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আগামী আগস্ট মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তবে সিনেট থেকে সময়মতো লিসার মনোনয়নের অনুমোদন পাওয়া যাবে কিন্তু এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ বাইডেনের বিরোধী দল রিপাবলিকানের এক আইনপ্রণেতা প্রায় ২০০ উচ্চপদস্থ সামরিক মনোনয়ন আটকে রেখেছেন। যেসব আমেরিকান সেনা গর্ভপাত করাতে চান তাদের সহায়তা করার ঘোষণা নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন। আর তাদের এ সিদ্ধান্তের কারণে ২০০ মনোনয়ন আটকে রেখেছেন তিনি। এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সিনেটরের সমালোচনা করে বলেছেন, 'সিনেটর টিউবারভিল যা করছেন তা কেবল ভুল নয়, তা আগামীর জন্য বিপদ'।

সাবওয়েতে ভাড়া ফাঁকি বছরে ৬৯০

(প্রথম পাতার পর)

বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থায় তাদের ধরা হবে। সাবওয়ে স্টেশনগুলোতে বসানো হবে এই বিশেষ ব্যবস্থা। তবে এরই মধ্যে নিউইয়র্কের ৭টি স্টেশনে বসানো হয়েছে যা নিরবে কাজ করছে। থার্ড-পার্টি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে ভাড়া ফাঁকি দেওয়া মানুষগুলোকে চিহ্নিত করার কাজ।

মেট্রোপলিটন ট্রানজিট অথরিটি জানিয়েছে, গত মে থেকে এই পদ্ধতি চালু রয়েছে ৭টি সাবওয়ে স্টেশনে। এমটিএ আশা করছে, এ বছরের শেষ নাগাদ আরও অন্তত দুই ডজন স্টেশনে এই বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা বাড়াতে পারবে। এবং ধীরে ধীরে তা আরও বাড়ানো হবে। রিপোর্ট বলছে কেবল ২০২২ সালেই সাবওয়ে যাত্রীরা ফাঁকি দিয়েছে ৬৯০ মিলিয়ন ডলার। এমটিএ'র মুখপাত্র জোয়ান ফ্লোরেস বলেছেন এই এআই পদ্ধতি নিউইয়র্ক পুলিশিং পদ্ধতির জন্য কোনো বার্তা দেবে না। তবে কোনো ধরনের নীতি পরিবর্তন হচ্ছে কি-না সে ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হন নি জোয়ানা। ওদিকে পুলিশের মুখপাত্রও এ ব্যাপারে মন্তব্য করেনি। এমটিএর কমিউনেকশন ডাইরেক্টর টিম মিনটন এই সিস্টেমে বের হয়ে আসবে সাবওয়ে প্রতিবছর কত অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়। আর প্রাথমিকভাবে আমরা একটি কাউন্টিং টুল হিসেবেই এটি ব্যবহার করছি। মূল লক্ষ্য হচ্ছে কতজন মানুষ ভাড়া না দিয়ে ভ্রমন করে এবং কোন কোন পদ্ধতিতে তারা ভাড়া এড়িয়ে যায়। এডবিউএএআইটি নামে একটি স্প্যানিশ কোম্পানি এই সার্ভিস দিচ্ছে।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

খাদ্য মূল্যস্ফীতি

আন্তর্জাতিক বাজারদরের সঙ্গে সমন্বয় জরুরি

আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বৃদ্ধি পেলে স্থানীয় বাজারে দ্রুত এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু কোনো পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে হ্রাস পেলে স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব পড়ে দেরিতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে কমলেও দেশের বাজারে বৃদ্ধি পায়। বৈশ্বিক মন্দায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছিল।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণের মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদা কমানো হয়। পণ্যের দাম কমানোর লক্ষ্যে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি আমদানিও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ফলে বহু দেশে বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার কমতে শুরু করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশে এ হার বাড়ছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। উল্লেখ্য, ওই সময়ে বাংলাদেশও সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করেছে, আমদানি নিয়ন্ত্রণ করেছে, উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ঊর্ধ্বমুখী।

গত ১৮ জুলাই মঙ্গলবার প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সম্প্রতি বাংলাদেশ, মিসর, পাকিস্তান, জাপান, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনায় খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার বেড়েছে। আর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রাজিল, মালদ্বীপে এ হার কমেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বেশি এমন সব দেশেও এ হার কমতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা অজুহাত দিচ্ছেন, বেশি দামে ডলার কিনে পণ্য আমদানি করায় এবং দেশে জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের দামসহ বিভিন্ন সেবার মূল্য ও ফি বাড়ানোয় উৎপাদন খরচ বেড়েছে; এসব কারণে পণ্যের দাম কমানো যাচ্ছে না।

আমরা জানি, দেশে ডলারের দাম বৃদ্ধির কারণে আমদানি খরচ কিছুটা বেড়েছে। প্রশ্ন হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে যেভাবে পণ্যের দাম ও জাহাজ ভাড়া কমেছে, এর প্রভাব দেশের বাজারে পড়ছে না কেন? ভোক্তারা মনে করেন, বাজার তদারকির দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলোর অবহেলার কারণেই তাদের দুর্ভোগ ক্রমে বাড়ছে। বস্তুত আন্তর্জাতিক বাজারদরের সঙ্গে দেশের বাজারের দাম সমন্বয়ের কাজটি কঠিন নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্যের দাম কমার প্রভাব দেশে না পড়ার মূল কারণ কার্যকর বাজার ব্যবস্থাপনার অভাব। যেসব পণ্য দেশে উৎপাদন হয়, ভরা মৌসুমে সেসব পণ্যের বাজারেও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিলেই বাজার তদারকির দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলোর দক্ষতা স্পষ্ট হয়। অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। বাজার তদারকি সংস্থার অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীদের আঁতাতের বিষয়টি বহুল আলোচিত। কাজেই সরষের ভেতরের ভূত তাড়ানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

লক্ষ করা যায়, রাজধানীসহ সারা দেশের হাটবাজারে খুচরা পর্যায়ে প্রায় সব ধরনের পণ্য বেশি দামে বিক্রি হয়। গত কয়েক মাস ধরে মসলাসহ বিভিন্ন নিত্যপণ্যের বাজারে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। পণ্য ও সেবার দাম যাতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে, সেজন্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। জীবনযাত্রার বাড়তি ব্যয়ের কারণে দিশেহারা হয়ে পড়েছে মানুষ; সবচেয়ে বেশি চাপে রয়েছে সীমিত ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী। এ অবস্থায় কেউ যাতে অতিরিক্ত মুনাফা করার সুযোগ না পায়, কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিদেশি চাপ বনাম আমাদের দায়বদ্ধতা

॥ ড. বদিউল আলম মজুমদার ॥

গত ১৫ জুলাই যুগান্তরের প্রথম পাতায় একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'চাপ নেই, লাভই দেখছে আওয়ামী লীগ'। পাশেই আরেকটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'চাপ বাড়বে মনে করে বিএনপি'।

গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর র‍্যাবের সাত কর্মকর্তার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর থেকেই দেশীয় রাজনীতিতে বিদেশিদের আগ্রহ দৃশ্যমান হয়। গত ২৪ মে বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি ঘোষণার পর বিদেশি চাপের আলোচনা সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে।

এসব কি আসলেই বিদেশিদের চাপ? নাকি এগুলোর কারণ আমাদের নিজেদের ঘর নিজেদের সামলাতে ব্যর্থতা? আমাদের দায়বদ্ধতাহীনতা? আমাদের নির্বাচন নিয়ে কেনই বা বিদেশিদের এমন আগ্রহ?

এটি ভুললে চলবে না যে, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সাংবিধানিকভাবেই অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী : 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধি নির্বাচিত না হলে এ মূলনীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার মূল ভিত্তিই হলো জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, যার জন্য আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ দিয়েছিলেন।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবেও অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' একটি আন্তর্জাতিক আইন এবং এটি মানতে আমরা বাধ্য। এছাড়া 'ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটসে'র মতো আরও অনেক চুক্তিতে আমরা স্বাক্ষরদাতা, যা মানার ব্যাপারেও আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ২১ ধারা অনুযায়ী, 'সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তি হবে জনগণের ইচ্ছা এবং এটির প্রকাশ ঘটবে সময়মাফিক ও বৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে, যা হবে সর্বজনীন, গোপন ব্যালট বা মুক্তভাবে ভোট প্রদানসমৃদ্ধ।'

অন্যদিকে ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটসের ২৫(খ) ধারায় বলা হয়েছে, সময়মতো অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট প্রদান ও প্রার্থিতা হতে হবে সর্বজনীন, সমতার ভিত্তিতে ও গোপন ব্যালটের মারফত, যা ভোটারদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার বিধান করে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদের এসব আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি মেনে চলতে এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে।

নির্বাচন একদিনের বিষয় নয়-এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যেটি হতে হবে যথাযথ, স্বচ্ছ ও কারসাজিমুক্ত। আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী সুষ্ঠু নির্বাচনের কতগুলো মানদন্ড রয়েছে। একটি মানদন্ড হলো ভোটারদের সামনে বিকল্প থাকা, যা থেকে তারা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নিতে পারে। কারণ, সংজ্ঞাগতভাবেই নির্বাচন হলো বিকল্পের-যথার্থ বিকল্পের-মধ্য থেকে বেছে নেওয়া। যেখানে যথার্থ বিকল্প থাকে না, তাকে নির্বাচন বলা চলে না। যেমন পান করার জন্য ট্যাপের পানি মিনারেল ওয়াটার বা সেদ্ধ পানির বিকল্প নয়, কিন্তু মিনারেল ওয়াটার সেদ্ধ পানির যথার্থ বিকল্প, কারণ উভয়ই নিরাপদ পানীয়। তাই নামকাওয়াস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কিংবা একতরফা নির্বাচনকে নির্বাচনই বলা যায় না। এগুলোকে ভোটাভুটির একটি অনুশীলন বলাই শ্রেয়।

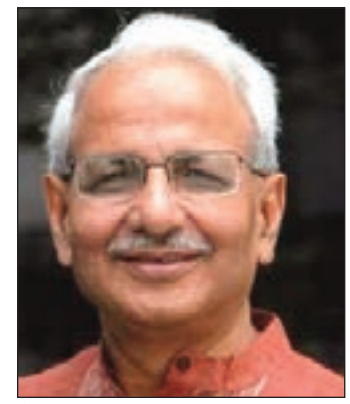
গত ৫২ বছরেও জনগণের সম্মতিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা রদবদলের সমস্যার আমরা সমাধান করতে পারিনি। গত এক দশকে এ অপারগতা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের সঙ্গে সংলাপে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয় : 'রাজনৈতিক হয়রানির মামলা আমরা করি না, করব না...নির্বাচনে আসেন। অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে যারা জয়ী হবে, তারা ক্ষমতায় আসবে। নির্বাচনে কোনো হস্তক্ষেপ হবে না' (প্রথম আলো, ৮ ডিসেম্বর ২০১৮)। সেই অঙ্গীকার তো রক্ষা হয়ইনি, বরং নির্বাচনের নামে এক প্রহসন মঞ্চস্থ করা হয়েছে।

সব ব্যর্থতার মধ্যেও একটি আশার আলো জ্বালিয়েছিল সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী, যা আমাদের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক ধরনের 'রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' সৃষ্টি করেছিল। এ বন্দোবস্তের ফলে নির্বাচনি মাঠ সমতল হয়েছিল এবং দুই দল সমসুযোগ পেয়েছিল, যার সুফলও জাতি হিসাবে আমাদের ঘরে উঠেছিল। আমাদের দেশে পরপর তিনটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছিল।

কিন্তু প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের নেতৃত্বে ১০ মে ২০১১ তারিখের আপিল বিভাগের এক সংক্ষিপ্ত বিভক্ত আদেশের এক গুরুতর অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়, যার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অপব্যাখ্যাটি ছিল যে, আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করেছেন, তাই আইনের শাসনের খাতিরে ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলুপ্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে (প্রথম আলো, ১ জুন ২০১১)। বাস্তবে আদালত ক্রান্তিকালীন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর 'প্রসপেক্টেভলি' তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের আদেশ দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে বিচারপতিদের বাদ দেওয়ার বিষয়টি সংসদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে যে পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ হয়েছে, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে প্রয়াত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ড. জহিরের বক্তব্য থেকে : 'আগামী দশম ও একাদশ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায়। কিন্তু বিচারকদের না জড়ানোর জন্য সংসদ সংশোধনী আনতে পারবে বলে রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে' (বাংলা নিউজ, ১০ মে ২০১১)। প্রয়াত ব্যারিস্টার রফিক-উল হকের ভাষায় : 'দুটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নয়, আদালতের আদেশ' (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২ জুন ২০১১)। গবেষক ব্যারিস্টার ড. আদিবা আজিজ খানের মতে, 'বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ এবং ভোটারদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সংসদে তার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী দুই জাতীয় নির্বাচনের সময়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকার আদালতের নির্দেশ অমান্য করেছে।' অর্থাৎ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশ করা হয়েছে আপিল বিভাগের সংক্ষিপ্ত আদেশ অমান্য করে, অসাংবিধানিকভাবে। পঞ্চদশ সংশোধনী অসাংবিধানিক হওয়ার আরও অনেক কারণ রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে সংযোজিত গণভোটের বিধান অমান্য করা।

শুধু অসাংবিধানিকভাবে সংবিধান সংশোধনই নয়, গত দেড় দশকে আমরা রাজনীতি এমন অধঃপতনে গিয়েছি যে, লগি-বৈঠা দিয়ে আমরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে পিটিয়ে মারতেও



দ্বিধান্বিত হইনি। পেট্রোলবোমা মেরে সাধারণ মানুষকে খুন করতেও আমাদের বিবেকে বাধেনি। গুম-খুন করতেও আমরা পিছপা হইনি। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কারণে হিরো আলমের মতো একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দিবালোকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনে মারধর করতেও আমরা ভয় পাইনি। এসবই নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতিরই নগ্ন প্রতিফলন, যে রাজনীতি আমরা অনেক দিন থেকেই চর্চা করে আসছি। ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত, মনুষ্যত্ববিবর্জিত এসব কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই সভ্য আচরণের পর্যায়ে পড়ে না। অসাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাদ দিয়ে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করার ফলেই প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ হয়েছে এবং রাজনীতি চর দখলের স্তরে নেমেছে।নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতির বর্তমান হাতিয়ার হলো দলীয় সরকার বনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের একদফা দাবিতে আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক জোটের অনড় অবস্থান। এরই মধ্যে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা 'যুদ্ধের' দামামা বাজিয়ে দিয়েছে। ফলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। গায়েবি মামলা রুজু হওয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। সহিংসতা সহিংসতারই জন্ম দেয়, তাই বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতি বেসামাল পর্যায়ে চলে যেতে পারে। মনে রাখা আবশ্যক যে, অতীতের নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতি সফল হয়নি, বরং যাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য টার্গেট করা হয়েছে, তারা পরবর্তীকালে আরও শক্তিশালী হয়েছে। তাই ভবিষ্যতেও নিশ্চিহ্ন করার রাজনীতি সফল হবে না। তবে এ অর্বাচীন আচরণ জাতি হিসাবে আমাদের খাদের ভেতরে ফেলে দিতে পারে।

এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের নিজেদের নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আমরা আমাদের দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করতে পারিনি। আমরা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছি। বরং আমরা আত্মঘাতী সংঘাতে জড়িত হয়ে পড়েছি। এ সংঘাত দীর্ঘমেয়াদিভাবে কারও জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে না। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা চরম হুমকির মধ্যে পড়বে। জাতির ভবিষ্যৎই অন্ধকারের চোরাগলিতে হারিয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় আমাদের নিজেদেরই নিজেদের থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের বন্ধুদের সহায়তা প্রয়োজন। তবে এ সহায়তা যেন আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপে পরিণত না হয়।

আমাদের বর্তমান আত্মঘাতী আচরণের প্রেক্ষাপটেই আমাদের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের আগ্রহ, বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলোর আগ্রহের বিষয়টি আমরা দেখতে পারি। কারণ, আমরা সবাই এখন এক 'গ্লোবাল ভিলেজে'র বাসিন্দা, প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে যা আরও ছোট হচ্ছে। তাই আমাদের দেশে যা ঘটে, তার প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ে। যেমন-আমাদের দেশে সহিংসতা বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছলে পশ্চিমা দেশে অভিবাসীর চাপ বেড়ে যেতে পারে, যা অনেক দেশেই একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ইস্যু। এ ছাড়া পরিস্থিতি চরম অস্থিতিশীল হলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম বিপথগামী হয়ে উগ্র পথে পা বাড়াতে পারে, যা সারা বিশ্বের কারও জন্যই মঙ্গলকর হবে না।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও অনেক দেশের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক দেশ। তারা আমাদের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী দেশও। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জন্য দ্বিতীয় বৃহত্তম-সাম্প্রতিক সময়ে সর্বাধিক-রেমিট্যান্সের উৎস। তাই আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া গণতন্ত্র ও মানবাধিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির অন্যতম স্তম্ভ। তাই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে তাদের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। আর আমাদের ঘর নিজেদের সামলাতে অপারগতার জন্যই এ আগ্রহকে আমরা চাপ মনে করি।

লেখক: সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
ফজর	৪.১২	৪.১৪	৪.১৫	৪.১৬	৪.১৭	৪.১৯	৪.২০
সূর্যোদয়	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৯
জোহর	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০৩	১.০৩
আসর	৬.০৯	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬
মাগরিব	৮.২১	৮.২০	৮.১৯	৮.১৮	৮.১৭	৮.১৬	৮.১৫
এশা	৯.৫৩	৯.৫২	৯.৫১	৯.৫০	৯.৪৮	৯.৪৭	৯.৪৫

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নষ্ট রাজনীতির চাবিকাঠি!

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কাহিনী দিয়ে আজকের নিবন্ধ শুরু করতে চাই। কেবল ভারতবর্ষ নয়- তামাম দুনিয়ার মধ্যযুগের ইতিহাসের সফলতম শাসকদের শিরোমনি গিয়াসউদ্দিন বলবনকে সুলতান না বলে সম্রাট বলাই উত্তম। বজ্রকঠিন শাসন- ন্যায়বিচার, সাম্রাজ্যের উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং দক্ষতা-অভিজ্ঞতা দিয়ে দিল্লির সালতানাতে তিনি এমন এক বিস্ময়কর বিজয়চিহ্ন অঙ্কন করে গেছেন যা ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারেননি। কিন্তু তার সেই বিশাল সাম্রাজ্য রাজসিংহাসন, রাজকোষ ইত্যাদি সব কিছু কর্পূরের মতো কিভাবে উড়ে গিয়েছিল সেই কাহিনী বলার আগে দুটো প্রসঙ্গ আলোচনা করা দরকার।

প্রথমত, কর্তৃত্ববাদী শাসনের কুফল হলো- এ ধরনের শাসনে উপযুক্ত উত্তরাধিকার পয়দা হয় না। ইতিহাসের সব সফল রাজা-বাদশাহ-সম্রাট যারা কি না অতিমাত্রায় কঠোর ও কর্তৃত্ববাদী ছিলেন তাদের জীবনাবসানের পর তাদের সব কিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব, তৈমুর লং, সুলতান মাহমুদ, নাদির শাহ প্রমুখ দুনিয়া কাঁপানো শাসকদের উত্তরাধিকারীদের হাতে কিভাবে সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন-পরবর্তী শাসক যিনি সম্পর্কে বলবনের পৌত্র অর্থাৎ নাতি ছিলেন সেই মুইজউদ্দিন কায়কোবাদের জীবনীতে।

দ্বিতীয়ত, মুইজউদ্দিন কায়কোবাদের শাসনামলে তিনি ছিলেন মূলত ক্রীড়নক বা পুতুল। তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে বসেন এবং চার বছর ইতিহাসের নির্মম শাসনে ভারতবাসীকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে নিজে নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ডের শিকার হন সপরিবারে এবং তার মৃত্যুর সাথে সাথে দিল্লির বিখ্যাত দাস পরিবারের শাসনের সমাপ্তি ঘটে যা শুরু হয়েছিল সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের মাধ্যমে। সুলতান কায়কোবাদ শুরু থেকেই ছিলেন পুতুলশাসক। কিন্তু তার পরবর্তী খিলজি বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ছিলেন দুনিয়ার সফলতম শাসকদের অন্যতম। তার অতি বাড়াবাড়ি, যুদ্ধনীতি, কর্তৃত্ববাদী শাসন এবং সীমাহীন নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি বন্ধুহীন হয়ে পড়েন এবং শেষ বয়সে সেনাপতি মালিক কাফুরের ক্রীড়নকে পরিণত হন। কথিত আছে, মালিক কাফুর বৃদ্ধ সুলতানকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাজদরবারে আনতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিয়ে আবার অন্দরমহলে নিয়ে বন্দী করে রাখতেন। সেনাপতি কাফুর বৃদ্ধ সুলতানকে রাজ অন্তঃপুরে নিয়ে শিকলবন্দী করে রাখতেন এবং সময়-অসময়ে মারধর করতেন। আলোচনার এই পর্যায়ে সম্মানিত দর্শক হয়তো বুঝে গেছেন যে, আমি আসলে কী বলতে চাইছি! যারা এখনো বোঝেননি তাদের উদ্দেশে বলছি যে- কর্তৃত্ববাদী শাসনের একপর্যায়ে শাসকরা অথর্ব-ক্রীড়নক বা পুতুলে পরিণত হয়ে যান এবং তখন থেকেই শুরু হয় দুঃশাসন। কোনো দেশ-কাল-জাতি যখন দুঃশাসনের কবলে পড়ে তখন সেখানে কী ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে তার আগে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সম্পর্কে চমকপ্রদ কিছু তথ্য দিয়ে নেই।

সুলতান বলবনের জন্ম হয় মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত ইলখানি রাজবংশে। হালাকু খানের বংশধররা ইসলাম গ্রহণ করে ইরান-ইরাক-তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ায় বিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বংশের লোকেরাই ইলখানি বংশরূপে ইতিহাসে সুপরিচিত। রাজপরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তিনি কোনো এক যুদ্ধে বন্দী হয়ে দাসরূপে বিক্রি হতে হতে দিল্লির দাস-দাসীর বাজারে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত হন। তার মালিক জামাল উদ্দিন বসরা ৪০ জন দাসকে এক সাথে ক্রয় করেন। সবাইকে উত্তমভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উচ্চমূল্য প্রাপ্তির জন্য দিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিসের দরবারে হাজির করেন।



সুলতান ইলতুৎমিস ৩৯ জন দাসকে খরিদ করেন- কিন্তু বলবনকে তিনি ক্রয় করতে মোটেও রাজি ছিলেন না। এমনকি তার মালিক জামালউদ্দিন যখন বিনামূল্যে উপহার হিসেবে সুলতান ইলতুৎমিসের কাছে বলবনকে রেখে দেয়ার আবেদন জানালেন তখনো সুলতান রাজি হলেন না। কারণ, বলবন দেখতে কুৎসিত ছিলেন। বলবনের সঙ্গী-সাথীরা কাঁদতে লাগলেন। কারণ, গত কয়েক বছরে তাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল এবং ৪০ জন দাসের মধ্যে বলবন ছিলেন সবার নেতা ও সর্বগুণে গুণান্বিত। ঘটনার আকস্মিকতা, অপমান এবং সঙ্গী-সাথীদের কান্নাকাটিতে বিচলিত না হয়ে বলবন উঠে দাঁড়ালেন এবং সুলতান ইলতুৎমিসের সামনে একটি প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলেন।

প্রকাশ্য দরবারে একজন ক্রীতদাস ভারতবর্ষের অন্যতম সর্বকালের সেরা শাসক সুলতান ইলতুৎমিসকে প্রশ্ন করবে এবং সুলতান সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন- এমন ঘটনা মধ্যযুগের রাজদরবারে ছিল রীতিমতো অসম্ভব বিষয়। ফলে উপস্থিত আমির-ওমরাহ সেনাপতি কোতোয়াল-পাইক পেয়াদা হায় হায় করে উঠলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বলবনের মালিক জামালউদ্দিনের প্রাণবায়ু বের হওয়ার উপক্রম হলো। সুলতান ইলতুৎমিস বলবনের সাহস দেখে অভিভূত হলেন এবং তাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিলেন।

বলবন সরাসরি সুলতানের কাছে প্রশ্ন করলেন- আপনি যে ৩৯ জন দাস ক্রয় করলেন তা কেন করলেন? সুলতান বললেন, কেন! আমার জন্য ক্রয় করেছি। বলবন বললেন, আপনি যার ক্রীতদাস এবং আমিও যার ক্রীতাদাস সেই আল্লাহর ওয়াস্তে ও সেই আল্লাহকে খুশি কার জন্য আরেকজন অপছন্দের এবং কুৎসিৎ চেহারার দাসকে কি ক্রয় করা যায় না? কারণ আমাকে যে কারণে আপনি অপছন্দ করছেন তার জন্য আমি দায়ী নই- আল্লাহই আমাকে এমন সুরতে তৈরি করেছেন। বলবনের কথা শুনে সুলতান ইলতুৎমিসের আত্মায় রক্তক্ষরণ শুরু হলো। তিনি বহুমূল্যে বলবনকে কিনে নিলেন। সালটি ছিল ১২৩২।

ইতিহাস সাক্ষী- ভারতবর্ষের সর্বকালের ইতিহাসে দাস বংশের শাসনের যে গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিগাথা রয়েছে তার বিরাট অংশ তৈরি হয়েছিল বলবনের নেতৃত্বে ৪০ জন ক্রীতদাসের কারণে। রাজপ্রাসাদে বলবনের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল পানি সরবরাহ করা। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সুলতানের খাস লোক বা একান্ত সহকারীরূপে নিয়োগ পান। সুলতানা রাজিয়ার আমলে তিনি মন্ত্রী পদে ভূষিত হন এবং সুলতান নাসির উদ্দিনের জমানায় প্রধানমন্ত্রীরূপে পুরো দুই দশক ধরে ভারতবর্ষ পরিচালনা করেন। আমরা শৈশবকালে যে সৎ নিষ্ঠাবান দিল্লির শাসক নাসির উদ্দিনের কাহিনী পড়েছি তিনি ছিলেন বলবনের নিয়োগকর্তা ও জামাতা। নিঃসন্তান সুলতান নাসির উদ্দিনের মৃত্যুর পর বলবন দিল্লির মসনদে বসেন এবং মোট কুড়ি বছর শাসন করে ৭১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সুলতান বলবনের জন্ম এবং ১৬ বছরের পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা অর্থাৎ প্রথমে রাজপুত্র, তারপর ক্রীতদাস। ইরান-তুরানের শাহী প্রাসাদ পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী-মরুভূমি পাড়ি দিয়ে তিনি দিল্লির শাহী প্রাসাদে প্রবেশ করেন ১২৩২ সালে। বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন ৩১ বছর বয়সে। ২০ বছর প্রধানমন্ত্রী এবং ২০ বছর সুলতানরূপে বর্ণাঢ্য জীবন অতিবাহিত করে ইন্তেকাল করেন ৭১ বছর বয়সে। সুতরাং ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল ৫৬ বছর এবং এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি ক্রীতদাস পানি সরবরাহকারী থেকে সুলতান পদে যেভাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তার দ্বিতীয় নজির ইতিহাসে নেই।

আমরা আজকের আলোচনার শেষপ্রান্তে চলে এসেছি। এবার শিরোনাম প্রসঙ্গে আলোচনা শুরুর আগে উল্লিখিত বিষয়গুলোর একই যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা যাক। প্রথমত, রাজনীতি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন রাজনীতির চাবিকাঠি আর রাজনীতিবিদদের হাতে থাকে না। দেশী-বিদেশী নানা পক্ষ, প্রাসাদের অভ্যন্তরের মালি-বাবুর্চি থেকে শুরু করে মেথররা পর্যন্ত রাজা-বাদশাহদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে রাজা-বাদশাহরা তাদের চাকর-বাকরদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে পড়েন। এই সুযোগে ধড়িবাজ জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ চরিত্রের লোকজন রাজ্য-রাজা-রাজধানীকে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করার হীরাঝিলের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আদলে একের পর এক কুকর্ম শুরু করে দেয়। ফলে রাজনীতির চাবিকাঠি চলে যায় বহুজন ও বহু পক্ষের কাছে। এখন প্রশ্ন হলো- এমনতর পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি হয়?

আলোচনার শুরুতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের প্রসঙ্গ টেনেছি। তার কর্তৃত্ববাদী শাসনের পুরো রাজনীতির ময়দানকে তিনি ফাঁকা বানিয়ে ফেলেন। তিনি যাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন তাদের সবাইকে নির্মূল করতেন। তার বিশ্বস্ত ৪০ দাসের ৩৯ সদস্যের একজনকেও তিনি রেহাই দেননি। ফলে তাকে কেন্দ্র করে এমন এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয় যেখানে সুলতানের ভয়ে প্রকাশ্য দরবারে অনেক আমির-ওমরাহ মলমূত্র ত্যাগ করে কাপড় নষ্ট করে ফেলতেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরেও একই ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল। ফলে তার রাজত্বে সব কিছু ছিল, শুধু যোগ্য উত্তরাধিকারী ছাড়া। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে তার পৌত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসানো হয় এবং সাম্রাজ্যের আমির-ওমরাহরা তরুণ সুলতানকে পুতুলরূপে ব্যবহার করে ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে দাস বংশকে সমূলে উৎপাটিত করে দেন। ফলে দাস বংশের কবরের ওপর খিলজি বংশের ফুল ফোটে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কাহিনী দিয়ে আজকের নিবন্ধ শুরু করতে চাই। কেবল ভারতবর্ষ নয়- তামাম দুনিয়ার মধ্যযুগের ইতিহাসের সফলতম শাসকদের শিরোমনি গিয়াসউদ্দিন বলবনকে সুলতান না বলে সম্রাট বলাই উত্তম। বজ্রকঠিন শাসন- ন্যায়বিচার, সাম্রাজ্যের উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং দক্ষতা-অভিজ্ঞতা দিয়ে দিল্লির সালতানাতে তিনি এমন এক বিস্ময়কর বিজয়চিহ্ন অঙ্কন করে গেছেন যা ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারেননি। কিন্তু তার সেই বিশাল সাম্রাজ্য রাজসিংহাসন, রাজকোষ ইত্যাদি সব কিছু কর্পূরের মতো কিভাবে উড়ে গিয়েছিল সেই কাহিনী বলার আগে দুটো প্রসঙ্গ আলোচনা করা দরকার





চূড়ান্ত খারাবির কি এখনও বাকি

॥ গওহার নঈম ওয়ারা ॥

দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি দিন দিন যেভাবে গভীর খাদের দিকে বাঁক নিচ্ছে, তা দেখে বিখ্যাত আমেরিকান গায়ক কেব মো (কেভিন রুজভেল্ট মোর)-এর গাওয়া 'দি ওরসট ইজ ইয়েট টু কাম' গানটির কথা মনে পড়ছে। '...সকালের নাশতা জোটেনি, জোটেনি দুপুরের ভাত, কারখানা বন্ধের নোটিশ ঝুলছে ... আল্লাহ রহম করুক ...মন বলছে ... সবচেয়ে খারাপ দিনটি এখনও আসতে বাকি যে ... ।' পাঁচবার গ্র্যামি জেতা এই গায়কের সঙ্গে ডেঙ্গুর কোনো লেনদেন নেই। তবুও মনে হয়, আমাদের আসন্ন বিপদের কথা ভেবেই এ গানটি তিনি গেয়েছেন। ডেঙ্গুর অবস্থা ইতোমধ্যে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সংবাদপত্রের সব পাতা, টিভি সংবাদের স্ক্রলে এখন ডেঙ্গুর খবর। এবার ডেঙ্গু অচেনা সুরতে। জ্বরে হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। কমে যাচ্ছে রক্তচাপ; কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, যা ডাক্তারি ভাষায় ডাকা হয় 'ডেঙ্গু শক সিনড্রোম' নামে। হাসপাতালের সূত্রগুলো বলছে, এই শক সিনড্রোমের কবজায় পড়ে মানুষ মরছে বেশি। এটিই এখন মৃত্যুর বড় কারণ। ডেঙ্গু জ্বর এখন আর আগের মতো মাথায় চড়ে বসছে না। বিরামহীন উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর দেখা যাচ্ছে না। এখন সাধারণ জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথাব্যথা, গলাব্যথার আলামতের ওপর ভর করেই ডেঙ্গু হাজির হচ্ছে।

২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা গত ১৮ জুলাই সর্বোচ্চ ১৩-তে পৌঁছেছে। যেখানে গত বছর জুলাই মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ৯ জনের; এ বছর জুলাই মাসের তিন সপ্তাহ যেতে না যেতে মারা গেছেন ৮০ জন। এটি সরকারি হিসাব; হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর গণনা মাত্র।

পরিস্থিতির গভীরতা বুঝতে পেরে সরকারি চাকরিতে না থাকা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখনই জনস্বাস্থ্যের 'ইমার্জেন্সি' বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নির্ধারিত নীতি-কৌশলের আলোকে পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে এ রকম প্রস্তাব পত্রপাঠ নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি যে, জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা দিতে হবে। কেতাব অনুযায়ী যখন কোনো একটা রোগে প্রতি এক লাখে গড়ে ১৫ জন বা তার বেশি মানুষ সংক্রমিত হয় এবং এ রকম পরিস্থিতি পরপর দুই সপ্তাহ বলবৎ থাকে, তখন একটা মহামারি বা এপিডেমিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নিষ্কলুষ তথ্যভান্ডার না থাকলে এসব হিসাব কষা বেশ কঠিন এবং বিতর্কিত হতে পারে। কাজেই ঘোষণার ঝামেলায় না জড়িয়ে নিজের কাপড় বাঁচিয়ে চলার আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ঘুরপাক খেতে থাকবে ডেঙ্গু পরিস্থিতি।

নানান মিথ তৈরি হচ্ছে

পরিসংখ্যানের অপরিষ্কার হিসাব অনেক মিথ বা ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে; করছে। যেটা পরিস্থিতি অনুধাবন করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সহায়ক নাও হতে পারে। যেমন ১৯ জুলাই পর্যন্ত পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করলে মনে হবে, এবার নারীরা বেশি মারা যাচ্ছে। হাসপাতালগুলোর সূত্রে সরকারের তালিকা অনুযায়ী ১৮ জুলাই পর্যন্ত যে ১২৭ জন মারা যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে,



তার ৭৩ জনই নারী। পুরুষ ৫৪ জন অর্থাৎ রোগী ভর্তির অনুপাতে পুরুষের চাইতে দ্বিগুণের বেশি নারী ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে, যা বেশ আশঙ্কাজনক। বাস্তবের ছবি অন্য রকম হতে পারে। পুরুষের তুলনায় কম নারী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। তাদের সংখ্যা পুরুষ রোগীর অর্ধেক (১৫ হাজার ১৪৪ জন পুরুষ এবং নারী ৮ হাজার ৮৫৬ জন)। ভর্তি হওয়া রোগীর মধ্যে মৃতের আনুপাতিক হিসাব করলে দেখা যাবে পুরুষের মৃত্যুহার শূন্য দশমিক ৩:৫ অথচ নারীর ক্ষেত্রে সেটা শূন্য দশমিক ৮২। অন্যভাবে বলা যায়, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পুরুষ-নারীর মৃত্যুর অনুপাত ১ : ২ দশমিক ৩১। তবে কি পুরুষরা বেশি যত্ন-আত্তি, চিকিৎসা পাচ্ছে আর নারীরা হাসপাতালে অবহেলার শিকার? নাকি এর পেছনে অন্য কোনো সংস্কার বা সামাজিক আচার কাজ করছে? হতে পারে, নারীদের হাসপাতালে আনাই হচ্ছে দেরি করে। একেবারে শেষ সময়ে। এই মুহূর্তে রোগীবান্ধব/নারী-বান্ধব হাসপাতালের বিতর্কে না গিয়েও বিষয়টা আমাদের আমলে নিতে হবে। আক্রান্ত নারীরা যেন ঠিক সময় হাসপাতালে আসে, সেদিকে নজর দিতে হবে।

ডেঙ্গু ডিপো রোহিঙ্গা ক্যাম্প

এটাও একটা মিথ। রোহিঙ্গাদের আক্রান্ত ও মৃত্যুর তথ্য ঢাকার কন্ট্রোল রুম প্রকাশ করে না। তবে কক্সবাজারের সিভিল সার্জন অফিসের সূত্র অনুযায়ী, ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ঢাকার পরেই কক্সবাজারে বেশি। শরণার্থী শিবিরগুলোর ঘরে ঘরে ডেঙ্গু; মৃতের সংখ্যাও সেখানে বেশি। গত বছর কক্সবাজারে সর্বমোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল ১৭ হাজার ৩৯০ জন। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৩৫২ জনই ছিল রোহিঙ্গা। ওই বছরের প্রথম ছয় মাস স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কেউই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত না হলেও চলতি বছরের একই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ৬৮ জন স্থানীয়। যদিও জুলাই মাসেই স্থানীয় জনগোষ্ঠী (১৫ জুলাই পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে ৪৯ জন। এ ছাড়া গত বছর ৩০ রোহিঙ্গা ও ৯ জন স্থানীয়সহ সর্বমোট ৩৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় কক্সবাজারে। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে চারজন। তাদের সবাই আবার রোহিঙ্গা বলে জানিয়েছে জেলা সিভিল সার্জনের কার্যালয়।

শরণার্থী শিবিরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে ওষুধ দেওয়ার কোনো ফাঁকফোকর নেই। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে জ্বরের রোগী এলেই পরীক্ষা করা হয়। সেখানেই ধরা পড়ে কার ডেঙ্গু আর কার সাধারণ জ্বর কিংবা অন্যকিছু। ক্যাম্পের বাইরের সমাজে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে প্রকৃত তথ্য অধরাই থেকে যাচ্ছে। কক্সবাজারে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্তর আরেকটা বড় কারণ পর্যটকদের অবাধ চলাফেরা এবং বেশির ভাগ হোটেলের দুর্বল মশক ব্যবস্থাপনা।

ডেঙ্গু রোগীকে রক্ত দিতেই হবে?

রোগীর স্বজনদের মধ্যে রক্ত বা প্লাটিলেটের জন্য হা-হুতাশ করতে দেখা যায়। চিকিৎসকদের দিক থেকেও একটা চাপ থাকে বলে অনেকে জানিয়েছেন। দেশের বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ এ বিষয়ে চিকিৎসকদের উদ্দেশে খুব সুন্দর করে বলেছেন, 'রক্তের জন্য রক্ত, ডেঙ্গুর জন্য নয়।' হিমোগ্লোবিনের লেভেল ভালো থাকলে, রক্তক্ষরণ না হলে রক্ত দেওয়ার দরকার নেই। যদি ব্লিডিং বেশি হয়, তাহলে ডাক্তার প্রয়োজন মনে করলে রক্ত দিতে পারেন। বিশেষ দুই-একটা কেসে প্লাটিলেট দেওয়ার দরকার হতে পারে। নিয়ম করে সবাইকে প্লাটিলেট দেওয়ার দরকার নেই। মানুষ যেন ভুল না বোঝে–ডেঙ্গু হলেই রক্ত বা প্লাটিলেট দিতে হবে।

ডেঙ্গু থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সবাই একবাক্যে 'জনসচেতনতা' বাড়ানোর কথা বলে বলটা জনগণের কোর্টে ঠেলে দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন বলে মনে হয়। মিথের বেড়াজাল ডিঙিয়ে সঠিক তথ্য তাকে দিতে হবে। মানুষের মনে অনেক প্রশ্ন–ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মায়েরা কি সন্তানকে বুকের দুধ দিতে পারবেন? পেঁপের পাতায় প্লাটিলেটের ঘাটতি কি আসলেই দূর হয়? এবার কেন শিশু বেশি মারা যাচ্ছে? ডেঙ্গু 'সেরে' যাওয়ার পর হঠাৎ রোগীর অবস্থা কেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে? হার্টের অনেক রোগী ব্লাড থিনার, অ্যাসপিরিন খায়। তাদের ডেঙ্গু হলে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি থাকে। সে ক্ষেত্রে হার্টের ওষুধ কি বন্ধ রাখতে হবে? ভ্যাকসিন নিয়ে চালু গুজব কি আসলেই গুজব? একই সঙ্গে কভিড ও ডেঙ্গু রোগী পাওয়া যাচ্ছে। করোনায় কিছু ওষুধ দেওয়া হয়, যেগুলো ডেঙ্গুতে দেওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে কী উপায় হবে? এ ছাড়াও অনেক প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে; সেগুলো জানতে হবে; জানাতে হবে সঠিক উত্তর। চিকিৎসা প্রটোকল তিন মাস পরপর তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে সবাইকে হালনাগাদ করতে হবে। এক কথায়, অনুমাননির্ভর নয়, মিথতাড়িত নয়, বিজ্ঞানভিত্তিক, সমাজমনস্ক ব্যবস্থার দিকে আমাদের তাকাতে হবে।

লেখক: গবেষক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনানে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

প্লাস-মাইনাস নিয়ে এখন রাজনীতি

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥



চলমান ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাজনীতির অঙ্গনে বড় দুই দল তাদের সর্বশেষ অবস্থান স্পষ্ট করেছে। গত ১২ জুলাই পৃথক দুই সমাবেশ থেকে এমন ঘোষণা এসেছে। আওয়ামী লীগ বলেছে, তাদের এক দফা শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন হতে হবে, অন্যথা নয়। অর্থাৎ নির্বাচনের প্রশ্নে হাসিনাকে অবশ্যই প্লাস করতে হবে। তা না হলে নির্বাচন হবে না। পক্ষান্তরে বিএনপির শর্ত শেখ হাসিনাকে মাইনাস করলেই শুধু নির্বাচন। আসল কথা হচ্ছে, বর্তমান সরকারপ্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে বিএনপি আসবে না। শুধু বিএনপি নয়; তাদের মিত্র আরো ৪০-এর অধিক দল নির্বাচনে অংশ নেবে না। জামায়াতও পরিষ্কারভাবে বলে আসছে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনেই নির্বাচন হতে হবে। এসবের সমীকরণ হচ্ছে, আওয়ামী লীগের দাবি নির্বাচনের প্রশ্নে শেখ হাসিনাকে প্লাস করতে হবে। আর সব বিপক্ষ শক্তির শর্ত হচ্ছে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে শেখ হাসিনার সরকারকে মাইনাস করতে হবে। এখন উভয় পক্ষের দাবি ও শর্তের যোগফলটা হচ্ছে প্লাস আর মাইনাস। প্লাস-মাইনাস সমান-সমান মাইনাস।

উভয় পক্ষের এই প্লাস-মাইনাসের ফর্মুলা হয়তো অনিবার্য করতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় গ্রহণযোগ্য একটি নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের অধীনেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের আয়োজন করা। আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের বাংলাদেশের নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় অংশ নেয়া প্রায় নিশ্চিত হতে চলেছে।

এমনটা যদি হয়ই, তবে কেউ মনে করতে পারেন এই রাজনৈতিক যুদ্ধে বিএনপিই জয়ী হলো। আর কেউ এমনও ভাবতে পারেন এই লড়াইয়ে আওয়ামী লীগ হেরে যায়নি। যারা এই দুই ধারায় বিভক্ত তাদের সবাই মনে করতে পারেন ঠিক আছে বাইরের মধ্যস্থতায় একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের হাল ধরুক। নানা কারণে সেই কর্তৃপক্ষ কখনো কঠিন কখনো কোমল হবে। সেটি উভয় পক্ষই মনে করতে পারে। সেই অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সে মুহূর্তে ক্ষমতাসীন সরকারি দল তথা আওয়ামী লীগ কিছু স্পেস করে নিতে চাইবে। আবার অনেকেই মনে করে বিএনপিও সেই কর্তৃপক্ষের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। এমন কিছু ভাবা অযৌক্তিক নয়। তবে এ কথা ঠিক ইতঃপূর্বে সরকারবিরোধী আন্দোলনে তথা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে বিএনপি নেতাকর্মীদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। বহু মূল্যই তাদের গুনতে হয়েছে। তারপরও এভাবে দুই পক্ষ যদি একটা অবস্থান তৈরি করে নিতে পারে তবে পরিস্থিতি এক স্থানে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু গোল বাধবে তৃতীয় পক্ষকে নিয়ে। সেই পক্ষ হচ্ছে আওয়ামী লীগ আমলে যারা গুম খুন হয়েছে যেসব পরিবার নিগৃহীত নির্যাতিত হয়েছে। তাদের শোক দুঃখ কান্না বাদ-প্রতিবাদ কারো পক্ষে কি উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ থাকবে। অবশ্যই তখন বিএনপিকে এদের পাশে এসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। তখন কিন্তু আওয়ামী লীগকে কারো পক্ষেই স্পেস দেয়ার সুযোগ থাকবে না। তা ছাড়া এই স্পেস পেয়ে তারা সেটি যদি সেফ এক্সিটের সময় পর্যন্ত নিয়ে যেতে চায় তখন যারাই রাষ্ট্রযন্ত্রের হাল ধরে থাকুক না কেন তাদের পক্ষে কি আওয়ামী লীগের এমন চাওয়া পূরণ করা সম্ভব হবে। দেশের আইনকানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রটি সে সময় অনেক বিস্তৃত হবে। তা ছাড়া তখন কিন্তু আজকের মতো কেউই আইনের ঊর্ধ্বে থাকার সুযোগ পাবে না। এটা বাড়তি কথা নয়, একেবারেই বাস্তবতা। এ পরিস্থিতি এমন পরিণতিতে পৌঁছার সব সম্ভাবনাই বাস্তবে রূপ নেবে।

প্রকৃতপক্ষে, আগামীতে এমনই এক জটিল পরিস্থিতি সবাইকে মোকাবেলা করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারকে বিগত ১৫ বছর কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয়নি। আগে তারা ছিল বেপরোয়া। যখন যা মন চেয়েছে তাই করেছে। কেবল দেখেছে নিজের স্বার্থে কোথাও কোনো ব্যত্যয় যেন না ঘটে। এমন অন্ধত্ব কখনো কোথাও কারো জন্যই মঙ্গল বয়ে আনেনি। নিকট ও দূর অতীতে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। যখন জবাবদিহির সেই সময় উপস্থিত হবে তখন এ কথা মনে হতে পারে, ভাবিয়া করিও কাজ; করিয়া ভাবিও না।

আগেই বলা হয়েছে, কোনো পালাবদল ঘটলে অনেক কিছু সামনে চলে আসবে। বিশেষ করে ডুবন্ত মানুষ তো খড়কুটা ধরেও বাঁচার চেষ্টা করে। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সব কর্তৃপক্ষের দুয়ারেই ধরনা দেবে তাদের জন্য একটা দুয়ার খোলার জন্য। সেই মুহূর্তে কি কোনো কর্তৃপক্ষের জন্য যা ইচ্ছা করা সম্ভব হবে। ভারসাম্য বলে একটা বিষয় আছে। কারো পক্ষেই পরিস্থিতির কারণে কোনো অনুরোধ আবদার শোনা সহজ হবে না। ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো গোষ্ঠী সবসময় তার পরিণতির কথা বেমালুম ভুলে যায়। অবশেষে তাকে বা তাদের অবশ্যই এ জন্য একটা চরম মূল্য দিতে হয়। আগামীতে তারা যে একটা সেফ এক্সিটের জন্য কাতরতা প্রকাশ করবে সে সময়ও কিন্তু আগেই ফুরিয়ে গেছে।

নিবন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ তখন সেফ এক্সিটের জন্য মিনতি জানাতে পারে, তবে বিপরীতে বিএনপির পক্ষ থেকে যে সেফ এন্ট্রান্সের দাবি উঠবে তাকে হালকা করে দেখার অবকাশ থাকবে না। কেননা বিএনপির সমমনা সংগঠনগুলোর হাজার হাজার নেতাকর্মীকে জীবন বাঁচাতে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের কেউ দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। সে জন্য কারো পক্ষেই তাদের এন্ট্রান্সকে বাঁকা চোখে দেখা সম্ভব হবে না। তখন এই এক্সজিট ও এন্ট্রান্স অনেক বড় রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। সেই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সুচিন্তিত একটা পথ বের করতে হবে।

যাই হোক, ওপরের বক্তব্যকে কেউ এ মুহূর্তের স্পেকুলেশন বলে ধরতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, কেউ কিন্তু বিষয়টি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। হাওয়ায় দোল খেয়ে সন্ধ্যায় আকাশ যেভাবে ক্ষণে ক্ষণে তার রঙ বদলায় সম্মুখে রাজনীতির আকাশও এমনই হতে পারে। রাজনৈতিক আকাশে বয়ে যাওয়া এলোমেলো সমীরণে সেখানেও বারবার তার স্বরূপ পাল্টে যেতে পারে। তখন যে পক্ষ অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কতটা কৌশলী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়- সেটিই দেখার বিষয়।

আসলে ঘুড়িটা এখন দূর আকাশে উড়ছে। কিন্তু নাটাইটা কার হাতে কেউ কি বলতে পারবেন? এই নাটাইটা কেন কিভাবে হাত ছাড়া হলো তার জবাব অবশ্যই পেতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, যারা গত প্রায় ১৫ বছর ক্ষমতার চর্চা করছেন তাদের কাছেই জাতি এসবের জবাব চাইতে পারে। এটাই যুক্তিযুক্ত। তাদের টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার নিট রেজাল্ট কী? এ জন্য তারা আগামীতে ডান হাতে নিজেদের আমলনামা পেতে পারেন না।

প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন রণক্লান্ত। কেউ কেউ হয়তো এটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা এখন করছে। বিশেষ করে কিছু মিডিয়া দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তাদের মতো করে ব্যাখ্যা করার ঠিকাদারি রাজনীতিকদের কাছ থেকে স্বপ্রণোদিতভাবে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তবে সেটি শুভ লক্ষণ নয়। এই মিডিয়া এখন তাদের মতো করে লাগসই সব 'এক্সপার্টদের' মাঠে নামিয়ে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অথচ এসব 'এক্সপার্ট' গত ১৫ বছর সরকারবিরোধীদের ওপর যে নির্যাতন চলেছে তখন মগ্ন মৈনাকের মতো হিমালয়ের চূড়ায় উঠে মাথা গুঁজে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। আর অপেক্ষায় ছিলেন মাহেন্দ্রক্ষণ কখন আসবে। অতীতের সব সুবিধাভোগী এখন রৌদ্রস্নান শেষে জেগে উঠে ভেল্কিবাজি দেখানোর চেষ্টা করছে। তবে তাদের সবকিছুই হবে 'সকলই গরল ভেল'। কেননা এখন জনতা জেগেছে। আর তারা মাঠে একা নয় তাদের বিপক্ষে অনেক পাকা খেলোয়াড়ও এখন চমৎকার কসরত দেখাচ্ছে। জনগণ তাতে পরমানন্দ পাচ্ছে।

এখন কিছু স্পেকুলেশন এবং কঠিন বাস্তবতা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। গত ১৫ বছরে দেশে এমন এক 'সুশাসন' চলেছে যে কারণে দেশের কঙ্কালসার মানুষের হাতে এমন ঝুড়ি তুলে দেয়া হবে যার কোনো তলা নেই। এই অবস্থায় রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধাহত কোনো সৈনিকের পক্ষেই এমন কোনো ভার নেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, যা সেই এ মুহূর্তে বহন করতে পারবে। সে জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে। তবে দিকনির্দেশনা দিতে হবে সেই অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষকে কোন পথে দেশ দশের প্রকৃত মুক্তি। রাষ্ট্র মেরামতে যে দফাগুলো মাঠে এসেছে সেই দফাগুলোই সামনে নিয়ে আসতে হবে। তারপরই নির্বাচনী খেলা নয় মেলায় নামতে হবে। অর্থাৎ আগে মানুষ হাসি-খুশি আনন্দ উৎসব করে যেমন বার্ষিক মেলায় যোগ দিত- তেমন করেই নির্বাচনকে উৎসব মনে করে হাজার হাজার নর-নারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বাচন কেন্দ্রে হাজির হতো। আজ সেটি কোন রূপ নিয়েছে? তার সব শেষ দৃশ্য ঢাকা মহানগরীর জনগণ দেখেছে। এ নিয়ে আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আগের সেই মেলায় অংশ নেয়ার মতো পরিবেশ তৈরি করতে হবে নির্বাচনের দিনে। দেশের ১৬ কোটি লোক সেটি আশা করে।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান মাহমুদের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন আর আমার স্ত্রী একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি একজন ব্যবসায়ী আর আমার স্ত্রী পুর্নকালীন কাজ করে। আমাদের উপার্জন বেশ ভালো। আমি ৫০ হাজারের বেশি ট্যাক্স প্রদান করে থাকি এদেশের সরকারকে। আমরা ইচ্ছা থাকলেও বাংলাদেশে যেতে পারিন না আমাদের সন্তানদের কারণে। এছাড়াও আমরা খুব বেশি কাজের চাপে থাকি। সে কারণে আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠে না।

বাংলাদেশে আমার বাবা এবং আমার স্ত্রীর মা-বাবা তারা আমাদের দেখার জন্য খুব উদগ্রীব থাকেন। আমি শুনেছি আমার মা-বাবা এবং আমার স্ত্রীর মা-বাবার জন্যে কয়েক মাসের উদ্দেশে আমেরিকা ভ্রমণের স্পন্সর করতে পারি। আমার বাবা একজন রিটা সরকারী অফিসার। তিনি সরকার থেকে বেশ মোটা রকমের পেনশন পান। তাছাড়াও ঢাকায় তার বাড়ি আছে কয়েকটি।

এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি তাদের জন্যে স্পন্সশীপের ফরম পূরণ করতে পারি কিনা। অর্থাৎ তাদের জন্য স্পন্সরশীপের ব্যাপার উপযুক্ত কিনা? ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমি খুব বেশি জানি না বলে আপনার কাছে এই বিভাগের মাধ্যমে জানতে চাচ্ছি যে আমি যদি তাদের জন্যে আবেদন করতে পারি তবে সেই আবেদন বা স্পন্সরশীপের জন্যে কী কী ডকুমেন্টে প্রয়োজন? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

হাসান মাহমুদের প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রথমেই বলতে চাই যে, আপনার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আমরা প্রায় পেয়ে থাকি এবং তার উত্তর প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

সাধারণত কোন বিদেশী নাগরিক ইউএসএ ঢুকতে হলে তাকে প্রথমে ভিসা পেতে হবে। আর সে ভিসা সাময়িক অবস্থানের জন্য নন-ইমিগ্যান্ট ভিসা অথবা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের জন্যে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। সাময়িক অবস্থানের হলে



বিজনেসের জন্যে (ভিসা ক্যাটারগী বি-১), ভ্রমণের জন্য (ভিসা ক্যাটাগরি বি-২) অথবা বিজনেস ও ভ্রমণ উভয় উদ্দেশের (বি-১/বি-২) ভিসা।

ইউএস সরকার বি-২ ভিজিটর ভিসার জন্য কোন স্পন্সরশীপ চায় না। তবে স্পন্সরশীপ পেলে ভিসা প্রসেসিং এর প্রক্রিয়ায়, অনুমোদনের সাহায্যে আসতে পারে।

বি-২ ভিজিটর ভিসাঃ

বি-২ ভিসা ট্যুরিজম, অবকাশ যাপন এবং বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্য প্রয়োজন হয়। এছাড়াও চিকিৎসার জন্য বা কো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যও বি-২ ভিসা দেয়া হয়ে থকে।

কীভাবে আবেদন করতে হয়?

আবেদনের জন্য প্রস্তুত হতে ইউএস কনস্যুলেট অথবা কনস্যুলারের ওয়েব সাইট চেক করে নিলে ভাল হয়। সাধারণত ডিএস-১৬০ ফরম পূরণের মাধ্যমে ভিসার জন্য অন লাইনে আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত এটা প্রয়োজন হয় না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভাব সাক্ষাতকারের জন্য তারিখ নেয়া ভালো। সাক্ষাতকারের জন্য অনেক মাসও অপেক্ষা করতে হতে পারে। আবার অপেক্ষার সময় কখনো কখনো পরিবর্তন হতে পারে এমনকিট দূতাবাস/ কনস্যুলেট স্থানের পরিবর্তন হতে পারে।

ভিসা আবেদনের জন্য যে সব তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ

সাক্ষাতকারের জন্যে নিম্নে উল্লেখিত কাগজপত্র প্রয়োজনঃ

পাসপোর্টঃ

ইউএসএ ভ্রমণের জন্য বৈধ ভিসা এবং তার মেয়াদ। ইউএসএ অবস্থানের পরও কমপক্ষে ৬ মাসের ভিসার মেয়াদ থাকতে হবে।

নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদনঃ ডিএস-১৬০ ফরম এবং কনফারমেশন পেক থাকতে হবে।

অন লাইন ফরম পূরণের জন্য ডিএস-১৬০ ফরম প্রিন্ট করে নিতে হবে।

আবেদন করার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধের রশিদ।

ফটো– অন লাইনে ডিএস-১৬০ ফরম পূরণের সময় নিজের ফটো আপলোড করতে হবে। আপলোড করতে না পারলে সাক্ষাতকারের সময় হার্ড কপি ছবি সঙ্গে রাখতে হবে।

অতিরিক্ত কাগজপত্রঃ

নিজেকে ভিসার জন্য যোগ্য প্রমাণ করতে অবশ্যই অতিরিক্ত কাগজপত্র সঙ্গে নিতে হবে। যেমন, প্রমানের জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজকপত্র, সফর শেষ করে যে ইউএসএ'তে আর অবস্থান করবেন না- তা প্রমাণপত্র। আপনার এই ভ্রমণ সকল ব্যয় বহন করবার ক্ষমতা আছে এবং কর্মসংস্থানের প্রমাণপাত্র। পারিবারিক বন্ধনের এবং ভ্রমণ শেষে ফিরে যাবার কারণের প্রমাণ। নিজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করতে না পারলে, অন্য কেউ আংশিক বা সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করবে তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ।

স্পন্সরশীপের ডকুমেন্টঃ

ভিজিটর ভিসার জন্য কোন আবেদন পত্র বা এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্টের প্রয়োজন নেই। যদি কেউ তা নিতে চান তেব নিম্নে উল্লেখিত কাগজপত্র নিতে হবে। যেমন সকল প্রমাণাদিসহ আই-১৩৪ এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট এবং আবেদনপাত্রের সঙ্গে যা যা নিতে হবেঃ

অতি সাম্প্রতিক ট্যাক্সি রিটার্নের কপি,

ব্যাংকের চিঠি এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট,

জব লেটার,

নাগরিকত্ব অথবা গ্রিনকার্ডের প্রমাণ।

সবশেষে আমরা যে কথা উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার আগে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা ভালো। যিনি সাক্ষাতে আপনার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারবেন। যা আপনার জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বিএনপি'র তারুণ্যের সমাবেশে

(প্রথম পাতার পর)

এ ঘোষণা দেন। বিএনপির তিন সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন যুবদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।

বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার হরণকারী বর্তমান ফ্যাসিবাদী, কর্তৃত্ববাদী সরকারের পদত্যাগ, বিদ্যমান অবৈধ সংসদের বিলুপ্তি, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, মিথ্যা গায়েবি মামলা প্রত্যাহার, ফরমায়েশী সাজা বাতিল ও সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে জনগণকে অর্থনৈতিক মুক্তি, ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একদফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশে মির্জা ফখরুল বলেন, বিরোধীদল বিশেষ করে বিএনপি যেন নির্বাচনে না যেতে পারে সেজন্য একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে যাচ্ছে। সব নেতার বিরুদ্ধে মামলা। একেক জনের বিরুদ্ধে ২-৩ শ করে মামলা। তিনি আরও বলেন, ৭ মাসে ৫০টি গায়েবি মামলা হয়েছে। ঢাকার ১ হাজার ৭০১ জনের নামে মামলা হয়েছে। হামলা ও ককটেল নিক্ষেপের মামলা হয়েছে। বিদেশীদের কাছে ভালো সাজতে চাইছে অথচ মামলা দিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের হয়রানি করছে।

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, স্যাংশন হয়েছে র‍্যাবের ওপরে। আমেরিকানরা স্যাংশন দিয়েছে তার পরও এরা একই ঘটনা ঘটাচ্ছে। এখনো গুম করছে। লক্ষ্য একটাই একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের জয় নিশ্চিত করা।



এর আগে বেলা তিনটায় কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকার তারুণ্যের সমাবেশ শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশস্থলসহ আশেপাশের এলাকা লোকে লোকারণ্যে হয়ে যায়। মাঠে জায়গা না পেয়ে মৎস্যভবন, শাহবাগ, কাকরাইল সড়কের ওপর অবস্থান করেন নেতাকর্মীরা। দুপুর ১২টার দিকেই এসব এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সমাবেশ থেকে মির্জা ফখরুল ঘোষণা দেন যে, আগামী ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় এ মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

যুবলীগের ঢাকা বিভাগীয় 'তারুণ্যের জয়যাত্রা' সমাবেশ বৃহস্পতিবার

এদিকে বাসস জানায়, যুবলীগের ঢাকা বিভাগীয় 'তারুণ্যের জয়যাত্রা' সমাবেশের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। সোমবারের (২৪ জুলাই) পরিবর্তে এই সমাবেশ আগামী বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) অনুষ্ঠিত হবে। রোববার (২৩ জুলাই) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে আওয়ামী যুবলীগের দেশব্যাপী 'তারুণ্যের জয়যাত্রা' সমাবেশের ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ সোমবারের পরিবর্তে আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ-পশ্চিম গেইটে অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ঢাকা মহানগর উত্তর, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ, গাজীপুর মহানগর, নারায়ণগঞ্জ মহানগর ও টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা জেলা এবং ময়মনসিংহ জেলার সমন্বয়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

আওয়ামী যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশের সভাপতিত্ব এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাইনুল হোসেন খান নিখিলের সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের উপস্থিত থাকবেন।

নিউইয়র্কে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের

(প্রথম পাতার পর)

যুক্ত হচ্ছে নতুন দর ।দ্রব্যমূল্য অনেক আগেই চড়া হয়েছে। এবং তা প্রতিদিনই বাড়ছে নতুন উচ্চতায়।

নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, তানের নতুন পরিকল্পনায় ঘর-গৃ হস্থলিতে যারা মাসে ৬০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত খবর করবে তাদের মাসিক বিলের অংক বাড়বে। এবং আগামী তিন বছর ক্রমাগত হারে বাড়তেই থাকবে। আগস্ট থেকেই বিদ্যুৎ বিলে এই বাড়তি চাপ শুরু হবে। এই মাসে গড়ে বাড়বে ৯.১ শতাংশ। বা ১৪ ডলার। ২০২৪ এর জানুয়ারিতে নতুন করে বাড়ানো হবে বিদ্যুৎ বিল যা বাড়বে ৪.২ শতাংশ হারে। এবং ৬০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত খরচে বাড়বে ৭.২ ডলার। আর ২০২৫ সালের জানুয়ারীতে তৃ তীয় দফা বাড়ানো হবে। সেবার বাড়বে ১.৪ শতাংশ হারে। এবং মোট বৃদ্ধি পাবে ২.৪৩ ডলার। আগস্টে গ্যাস বিলও বাড়বে। এবং ৮.৪ শতাংশ হারে বেড়ে মোট বৃদ্ধি পাবে ১৭.২৮ ডলার। ২০২৪ ও ২০২৫ এর জানুয়ারীতে বিদ্যুতের পাশাপাশি গ্যাসের দামও আরও দুই দফা বাড়ানো হবে। গ্যাস বিদ্যুতের এই দাম বৃদ্ধিতে উদ্বেগ বেড়েছে নিউইয়র্কারদের।

এস্টোরিয়ার বাসিন্দা রিচার্ড সিমনসের মতে, বয়স্ক ও অবসরপ্রাপ্তদের ওপর চাপটা অসহনীয় হয়ে উঠবে, কারণ তাদের একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত অংকে মাস চালাতে হয়। নগরে জীবন-যাপনের ব্যয় এরই মধ্যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এরই মধ্যে আবারও বাড়ছে গ্যাসের ও বিদ্যুতের দাম, এটা স্রেফ পাগলামো, বলেন অ্যাস্টোরিয়ার অপর বাসিন্দা অ্যান্থনি। অ্যান্থনি নিজে একজন বাড়ির মালিক। তিনি বলেন, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ার সাথে সাথে নগরীর অন্য সকল কিছুরই খরচ বাড়বে। গ্যাসের ক্রেতারা যারা গড়ে মাসে ১০০ থার্ম ব্যবহার করবেন তাদের মাসিক বিল বাড়বে। আগস্টে ৮.৪ শতাংশ বৃদ্ধিতে তাদের বাড়বে ১৭.২৮ ডলার, যা ২০২৪ এর জানুয়ারিতে ৬.৭ শতাংশ হারে আরও ১৪.৯০ ডলার বাড়বে। এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারীতে ৬.৬ শতাংশ বেড়ে গ্যাস খরচে আরও যোগ হবে ১৫.৬১ ডলার। আর গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়লে আমাদের বাড়িভাড়া বাড়াতে হবে, আর তা বাড়লে ভাড়াটিয়ার ওপরই চাপ বাড়বে, বলছিলেন অ্যান্থনি। পাবলিক সার্ভিস কমিশন বলছে কোম্পানির খরচ চালানোর জন্য গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়াতে তারা বাধ্য হচ্ছে। এছাড়া কনএডিসনের জন্য মুলধন বিনিয়োগও জরুরি হয়ে পড়েছে।



সুষ্ঠু নির্বাচন : সরকারের দাবি-আশ্বাস হাস্যকর

॥ আবুল কালাম মানিক ॥

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে দাবি করেছেন যে, 'একমাত্র আওয়ামী লীগই পারে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে। আওয়ামী লীগ আমলের সব নির্বাচনই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। সেটা আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি।' প্রধানমন্ত্রী দাবিটি এমন এক সময়ে পুনর্ব্যক্ত করেছেন যখন আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যভাবে অনুষ্ঠানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও কূটনীতিকরা দলে দলে বাংলাদেশ সফর করছেন। বিদেশীদের সাথে দফায় দফায় বৈঠক এবং প্রতিটি আলোচনায় সরকারের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচনের অঙ্গীকার এটাই প্রকাশ করছে যে, বাংলাদেশে নির্বাচনী অনিয়ম আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বিষয়। কারচুপির নির্বাচনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শেখ হাসিনা সরকার মারাত্মক বৈধতার সঙ্কটে নিমজ্জিত। তাই তারা বিদেশীদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি মোতাবেক নির্বাচন ইস্যুতে বিদেশীদের সাথে আলোচনা প্রত্যাখ্যান না করে আওয়ামী লীগ কার্যত প্রহসনের জাতীয় নির্বাচনের অভিযোগগুলো মেনেই নিয়েছে। বিগত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাতের আঁধারে পুলিশ, নির্বাচন কর্মকর্তা ও সরকারদলীয় ক্যাডারদের ব্যালট বাক্স ভরাটের বিশ্ব স্বীকৃত নির্বাচনী অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনার এমন দাবি কেবলমাত্র অযৌক্তিকই নয়, বস্তুত হাস্যকরও।

জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের হাস্যকর দাবি সময়ের পরিক্রমায় অনেকটা বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে গেলেও সত্য এখনো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই নির্বাচন নিয়ে জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকির মন্তব্য হাসিনা সরকার আমলে না নিলেও গণতান্ত্রিক বিশ্বে তা বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। নাওকি বলেছিলেন, 'স্বাভাবিকভাবেই আমরা আগামী দিনে তুলনামূলকভাবে ভালো নির্বাচন চাই। আশা করি, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। আমি ব্যালট বাক্স ভর্তি করার কথা শুনেছি। আগের রাতে (২০১৮ সালের নির্বাচনে) পুলিশের কর্মকর্তারা ব্যালট বাক্স ভর্তি করেছেন। আমি এই দৃষ্টান্ত অন্য কোনো দেশে শুনিনি।'

নির্বাচন নিয়ে বিদেশীদের সাথে সরকারের অব্যাহত আলোচনাই প্রমাণ করে যে, জাপানি রাষ্ট্রদূত সত্যি কথা বলেছিলেন। দলীয় সরকারের অধীন বাংলাদেশের নির্বাচনগুলো সর্বজনস্বীকৃত জঘন্য এক কারচুপির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তাছাড়া, ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যেসব বিতর্কিত ও ধোঁকাবাজির নির্বাচনে গণতন্ত্রের পতন হয়ে বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়েছে তার সবকটিই অনুষ্ঠিত হয়েছে আওয়ামী লীগের আমলে। তবে দলটি কখনোই তা স্বীকার করেনি। বরঞ্চ আওয়ামী লীগ প্রধান হাসিনা অহরহ সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি পেশ করতে মোটেও কার্পণ্য করেন না। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ লন্ডনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে শুধু আওয়ামী লীগের আমলেই নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়। এছাড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসঙ্ঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ কখনোই কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি। তার দল জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং সবসময় জনগণের ভোটেই ক্ষমতায় এসেছে।' এমনকি গত ১৩ জুলাই সফররত মার্কিন সহকারী মন্ত্রী আজরা জেয়াকে নির্দ্বিধায় বলেছেন, 'বিএনপিই ভোট কারচুপি চালু করেছিল।' অথচ এটা সবাই জানে যে, বাংলাদেশে নির্বাচনী কারচুপির মচ্ছব শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, বিএনপির জন্মের অনেক আগে। হাসিনা সরকার এখন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বকে এই আশ্বাস দিতে চাচ্ছে যে, সামনে তারা সুষ্ঠু নির্বাচন করবে আর ভোট কারচুপি করবে না। কিন্তু বিদেশীরা তা মোটেও বিশ্বাস করেছ না। তবে অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের স্বার্থে বিদেশীরা সরকারকে বিরোধী দলের সাথে সংলাপ-সমঝোতার পরামর্শ দিচ্ছে। মার্কিন সহকারী মন্ত্রী এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, 'শক্তিশালী গণতন্ত্র এবং ভোটে সবার অংশগ্রহণের ওপরই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নির্ভর করছে।' আওয়ামী লীগ এই সতর্কবার্তা আদৌ আমলে নেবে কি না এটাই দেখার বিষয়।

দলীয় সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের ইতিহাস বলছে, নিশিরাতের ব্যালটে গঠিত সংসদে আওয়ামী লীগ প্রধানের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিটি মোটেও ধোপে টেকে না। নির্মম বাস্তবতা হলো যেসব নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণার জন্য মফস্বল থেকে হেলিকপ্টারে ব্যালট বাক্স ঢাকায় নিয়ে আসা হয়, ব্যালট গ্রহণ ছাড়াই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের ফলাফল ঘোষণা করা যায়, শত শত ভোটকেন্দ্রে ১০০ শতাংশের বেশি ভোটার উপস্থিতি ও প্রধান বিরোধী দলের প্রার্থীর শূন্য ভোট রেকর্ড করা যায়, ভোটের আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরাট করা হয়, একই সাথে সরকারি ও বিরোধী দলের আসনে আসীন হওয়া যায় এবং একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যায় সেসব নির্বাচনকে 'নিরপেক্ষ' নির্বাচন হিসাবে মেনে নিতে যে কেউই আপত্তি জানাবেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণেই বিদেশী রাষ্ট্রগুলো সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য অব্যাহতভাবে চাপ দিচ্ছে। হাসিনা সরকারের দাবি ও আশ্বাসকে তারা মোটেও গ্রাহ্য করছে না।

উপরের যৎসামান্য অনিয়মের ঘটনাগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৭৩, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা। এই তিনটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের অধীনে। এসব নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কথিত বিজয় লাভ করে পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। তাছাড়া, ১৯৯৬ ও ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে। তবে এ দু'টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তাছাড়া, ওয়ান-ইলেভেন জরুরি সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও শেখ হাসিনা একবার সরকার গঠন করেছিল। শুধু আওয়ামী লীগের আমলে সুষ্ঠু নির্বাচন হয় শেখ হাসিনার দাবিটি একবারেই অসত্য। তা না হলে ভিন্ন সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত যেসব নির্বাচনে দলটি জয়লাভ করেছিল তা বাতিলের জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলত। সব নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ই আওয়ামী লীগের রাজনীতি। এ জন্যই শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করে দিয়েছে। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচনে দলটির দুইবার পরাজয় ঘটেছিল।

শুধু আওয়ামী লীগের আমলেই নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় শেখ হাসিনার এমন দাবির সাথে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন চিত্রের কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন হলেও তাতে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। মোট ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই ২৯৩ আসনে বিজয়ী হয়। নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলে দলীয় নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ জাসদ প্রার্থী আব্দুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট পরাজিত হলে হেলিকপ্টারে ব্যালট বাক্স ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। পরে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বেশ কয়েকজন বিজয়ী বিরোধীদলীয় প্রার্থীকে এমন ভাগ্যবরণ করতে হয়েছিল। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস করে দেশের সব বিরোধী দল নিষিদ্ধ করে দেয় এবং একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে।

আওয়ামী লীগ সরকারের অধীন ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রীর দাবি মোতাবেক নির্বাচনটি মোটেও 'নিরপেক্ষতার' সাক্ষ্য বহন করে না। নির্বাচনে উচ্চমাত্রার সহিংসতা এবং বিরোধী দলের প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর সরকারি দল ও পুলিশের অব্যাহত হামলা সারা বিশ্বকে অবাক করে দেয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নূরুল হুদা অনেকটা বাধ্য হয়েই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ওপর হামলা এবং বিভিন্ন জেলায় প্রাণহানিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ২৭ ডিসেম্বর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার নূরুল হুদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপক নির্বাচনী সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে ব্যাপক সহিংসতা রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে বিরোধী দলকে বিলীন করে দেয়।

আওয়ামী লীগের অধীন 'নিরপেক্ষ' দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৫ জানুয়ারি ২০১৪। উক্ত নির্বাচনে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সিলেট-১ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন। ভোটের ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'এটা কোনো নির্বাচনই হয়নি। এক বছরের মধ্যেই আরেকটি নির্বাচন হবে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক দাবি তারই প্রয়াত অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া, এটা ছিল কার্যত একপক্ষীয় নির্বাচন। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বর্জন করেছিল কারচুপির আশঙ্কায়। এ নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদের স্পিকারকে ভোট প্রদান করতে হয়নি। কারণ তাদের এলাকায় ভোট ছাড়াই নির্বাচিত হয়ে যায় নতুন সংসদ সদস্য। মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের প্রার্থীরা। একমাত্র প্রতিবেশী ভারত ছাড়া সব গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রই ভোটারবিহীন একতরফা নির্বাচনের ব্যাপারে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানায়। প্রহসনের এই নির্বাচনে রাজনৈতিক সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে মার্কিন সিনেট এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য 'সরাসরি ও অর্থবহ' সংলাপে বসতে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের আহ্বান জানানো হয়।

আওয়ামী লীগ চোখ বন্ধ করে রাখলেও বিশ্বের সেরা সংবাদ মাধ্যমগুলোর এই নির্বাচনের তীব্র সমালোচনা করে। ভারতের দ্য হিন্দু পত্রিকা এটাকে বলে 'পোকায় খাওয়া' নির্বাচন। অন্যদিকে স্বনামধন্য দ্য স্টেটসম্যান এটাকে বলে একদলীয় ধোঁকাবাজির নির্বাচন। পত্রিকাটি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে, পূর্বনির্ধারিত ফলাফলের নির্বাচন দেশে ও বিদেশে হাসিনা সরকারের বৈধতার ঘাটতি ঘটাবেই। বিখ্যাত ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অভিহিত করেছিল 'কলঙ্কিত' নির্বাচন হিসাবে। আসলে বৈধতার ঘাটতি না থাকলে হাসিনা সরকারের নির্বাচন ইস্যুতে বর্তমানে বিদেশীদের সাথে দেন-দরবারের কোনো প্রয়োজনই হতো না। আর বিদেশীরাইবা কোন মুখে বাংলাদেশের এই অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে কথা বলার সাহস করত।

আওয়ামী লীগ সরকারের অধীন ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রীর দাবি মোতাবেক নির্বাচনটি মোটেও 'নিরপেক্ষতার' সাক্ষ্য বহন করে না। নির্বাচনে উচ্চমাত্রার সহিংসতা এবং বিরোধী দলের প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর সরকারি দল ও পুলিশের অব্যাহত হামলা সারা বিশ্বকে অবাক করে দেয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার নূরুল হুদা অনেকটা বাধ্য হয়েই বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ওপর হামলা এবং বিভিন্ন জেলায় প্রাণহানিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ২৭ ডিসেম্বর আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার নূরুল হুদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যাপক নির্বাচনী সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে ব্যাপক সহিংসতা রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে বিরোধী দলকে বিলীন করে দেয়। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা বিশ্ব উপর্যুপরি অনুরোধ জানাতে থাকে।

সুশীল সমাজ সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৫০টি আসনে কারচুপির অভিযোগের ওপর এক জরিপ পরিচালনা করে। সংস্থাটি ৪৭টি আসনে ব্যাপক অনিয়মের প্রমাণ পায়। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত অনিয়মগুলো হলো: ভোটের আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মারা, ভোটের দিন কেন্দ্র দখল করে ব্যালট বাক্সে ব্যালট পেপার ভর্তি করা, আইন প্রয়োগকারী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নীরবতা পালন, জাল ভোট প্রদান, ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা সৃষ্টি, নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দিতে চাপ প্রয়োগ ও পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দান।

শুধু আওয়ামী লীগের আমলেই নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এমন দাবি যেই করুক না কেন তা মোটেও ধোপে টেকে না। আওয়ামী লীগ শাসনামলে অনুষ্ঠিত উল্লিখিত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে সংঘটিত নজিরবিহীন ভোট কারচুপি, অতিমাত্রার সহিংসতা ও ব্যাপক প্রাণহানিসহ ভোটের একতরফা ফলাফলে সরকারি দলের অবিশ্বাস্য বিজয় এবং প্রধান বিরোধী দলের অবাস্তব-অকল্পনীয় পরাজয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর একমাত্র ভারত ও চীন ছাড়া গণতান্ত্রিক বিশ্বের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেশই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বা শেখ হাসিনার বিজয়কে স্বাগত জানায়নি। এমতাবস্থায় শেখ হাসিনার অধীন আরেকটি সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস পাগল ও দলকানা ছাড়া কেউই বিশ্বাস করবে না।

ভাল সংবাদ চাই

॥ মোহাম্মদ সোহরাব আলী ॥

কটন কাকা ইদানিং টিভিতে সংবাদ শুনতে গেলে ভয়ে থরথর করে কাঁপে। সে খারাপ কোন খবর শুনলে কেমন যে করে। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর মনটা ভারী করে মাথায় হাত দিয়ে কোথায় ও বসে থাকে এবং সৃষ্টিকর্তা কে ডাকে আর জোরে জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার অভ্যাস সে সকালে উঠে কমপক্ষে চার পাঁচটা পত্রিকা পড়বে। সে সংবাদপত্রর খারাপ কলাম দেখলে প্রথমে বাচ্চাদের মত ওরে আল্লাহ বলে উঠে। তারপর একই কলাম একাধিক বার পড়ে। দুঃখ করে বলে উঠে হায়রে দুনিয়ায় এসব কি হচ্ছে? কিভাবে একটা বাস নদীতে পড়ে এত লোক মারা গেল? আহারে বাসটি যখন নদীতে পড়ে ডুবে গেল যাত্রীরা প্রাণে বাঁচার জন্য কত চেষ্টা যে করেছিল। যারা মরে গেল তাদের নিয়ে তিনি কত যে দুঃখ করেন। তাদের পরিবার কে দেখবে? কিভাবে এই অকাল মৃত্যু তাদের পরিবার সহ্য করবে? তিনি একাই প্রশ্ন করেন কিভাবে ড্রাইভার গাড়ি চালায়? অদক্ষ ড্রাইভার কেন গাড়ি চালাতে আসে? ফেরি ও নৌকা ডুবে মানুষ মরে যাওয়া একটা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রায়ই তো সংবাদ শোনা যায় ফেরি ডুবে বা নৌকা ডুবে অনেক লোক মরে গেছে। মরা লাশ ভেঁসে উঠে নদীতে। কত লোক কত আহাজারি করে। এসব দেখে কটন কাকার চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তিনি আর এসব সংবাদ দেখতে চান না। তিনি ভাল সংবাদ আশা করেন। তিনি বলেন খারাপ আবহাওয়া হলে প্রয়োজনবোধে ফেরি ও নৌকা চলাফেরা করবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাত্রী নৌকায় উঠতে পারবে না। আর যেন কোন যাত্রী ফেরি ডুবে বা নৌকা ডুবে না মরে। ঈদের সময় কত যে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। একবারে কেন এত লোকের আসতে হবে। যাদের সুযোগ আছে তারা ঈদের অনেক আগেও গ্রামের বাড়িতে আসতে পারে।কটন কাকা আর শুনতে চান না ঈদে বাড়ি আসতে সড়ক দুর্ঘটনায় লোক মারা গেছে। প্রতিবন্ধি লোক দেখলে সে তার জন্য কত দুঃখ যে করে। বলে আহারে লোকটার একটা পা নাই, বা লোকটার একটা হাত নাই। আবার সিনিয়র সিটিজেনেরা যখন ওয়াকের ভর দিয়ে হাঁটে দেখে সে কত দুঃখ করে। কটন কাকা খুবই আবেগ প্রবন মানুষ। কারো কান্না দেখলে তিনি কেঁদে দেন। একবার পানিতে পড়ে একটা বাচ্চা মারা যায়। সে বাচ্চা টাকে দেখতে গিয়ে কত যে হাউমাউ করে কাঁদেন। অন্যদের কাঁদা দেখে তার চোখে পানি এসে যায়। কারো ভালো সংবাদে তিনি হন মহাখুশি। একবার তার গ্রামের স্কুলের অনেক ছাত্র এ প্লাস পেয়েছিল তিনি খুশি হয়ে নিজে টাকা খরচ করে মিষ্টি কিনে তাদেরকে খাওয়ায়ে ছিলেন এবং এই সাফল্যতার জন্য তিনি সবার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করেছিলেন। যদি শোনে কোন ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছে তাদের জন্য নামাজ কালাম পড়ে দোয়া করেন। আর যদি শোনেন কোন লোক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি কত যে খুশি হন এবং সৃষ্টিকতার কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। সংবাদপত্রে তেমন ভাল সংবাদ পাওয়া যায় না। সব কিছুর দাম হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে পারছে না।

আজ আর তেমন ছোট বড় মানে না। সব কিছুতে কেমন যেন একটা ধস নেমেছে। কটন কাকা এই খারাপ সংবাদ আর দেখতে চায় না। তার কথা হলো একে অপরে আমরা ভাই ভাই, ঝগড়া বিপদ করতে নাই। সেও সক্রেটিস-এর মত বলে যে ন্যায় জানে, ন্যায় কি, সে কখনও অন্যায় করতে পারে না। আজ টেকনলোজি এত উন্নত। আজ সারা বিশ্ব মানুষের হাতের মধ্যে আর মানুষ বিবেকহীন হয়ে গেছে। কটন কাকার কথা হলো যদি তোমার দ্বারা মানবতার উপকার না হয় তাহলে তুমি কিসের মানুষ?

ভাই ভাই-তে মিল-মহব্বত নাই। ঝগড়া ও মারামারি একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগ্য জায়গায় অযোগ্য লোকের ছড়াছড়ি। আইন শৃংখলার অবনতি। কত কঠিন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন দিনে দিনে। মানুষের মধ্যে অশান্তি এসে বাসা বেঁধেছে। মানুষ আর মানুষ-কে বিশ্বাস করতে চায় না। মানুষ বলে এক আর করে আরেক। মানুষের কাজ কর্ম দেখে মনে হয় তারা অমানুষ হয়ে গেছে। কে কাকে ফাঁকি দিবে? কে কাছে ক্ষতি করবে? কিভাবে মিথ্যা বলা যায় এগুলো মানুষের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ একেবারে বির্বেকহীন হয়ে যাচ্ছে।

আজ আর তেমন ছোট বড় মানে না। সব কিছুতে কেমন যেন একটা ধস নেমেছে। কটন কাকা এই খারাপ সংবাদ আর দেখতে চায় না। তার কথা হলো একে অপরে আমরা ভাই ভাই, ঝগড়া বিপদ করতে নাই। সেও সক্রেটিস-এর মত বলে যে ন্যায় জানে, ন্যায় কি, সে কখনও অন্যায় করতে পারে না। আজ টেকনলোজি এত উন্নত। আজ সারা বিশ্ব মানুষের হাতের মধ্যে আর মানুষ বিবেকহীন হয়ে গেছে। কটন কাকার কথা হলো যদি তোমার দ্বারা মানবতার উপকার না হয় তাহলে তুমি কিসের মানুষ? তার কথা হলো- মানুষ কেন মানুষ কে আঘাত করবে? মানুষ কেন একে অপরের সমালোচনা করবে, পঁচা কথা বলবে। মানুষ যদি সৃষ্টির সেরা হয় তার কাজ কর্মও হবে সেরা। অনেক সময় প্রাণীর ভালবাসা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। সেদিন তিনি দেখেন এক কৃষক তার গরুকে যেই বলছে দাঁড়া, গরু অমনি দাঁড়ায় গেছে। প্রাণী এত প্রভু ভক্ত। আর মানুষ মানুষের কথা শোনে না। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এমন কাজ করে তাকে মানুষ ভাবতে অবাক লাগে। কটন কাকার মূল কথা হলো সে কাউকে নিন্দা করতে চায় না সে চায় ভাল সংবাদ যা শুনে ভাল লাগে, মন সতেজ হয় এবং মুখে হাঁসি বের হয়। তার কথা হল মানুষ দাঁড়াবে মানুষের পাশে। ভাল সংবাদে ভরে থাকবে সংবাদপত্রের পাতা। মানুষ যৌথ ভাবে চেষ্টা করে পৃথিবী কে আরো এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিবে। সুন্দর পৃথিবী হবে বসবাসের যোগ্য। হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটি হবে পৃথিবী থেকে চিরতরে বন্ধ।

হাতকড়া পরিয়ে সাত বার 'শক'

(প্রথম পাতার পর)

সংকটে ভোগা এক ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মাউন্ট ভের্ননের পুলিশ বাহিনীর কমান্ডার সার্জেন্ট মারিও স্টুয়ার্ট ওই ব্যক্তির শরীরে দুই মিনিটের মধ্যে সাতবার তার স্টান গান ব্যবহার করেছিলেন। স্টান গান বৈদ্যুতিক শক দিয়ে কাউকে অচেতন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। সার্জেন্ট স্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে সেই ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আমেরিকান এটর্নি ডামিয়ান উইলিয়ামস বলেন, 'স্টুয়ার্টের এই কাজের মাধ্যমে কেবল একজন অফিসার হিসাবে তার দায়িত্বের লঙ্ঘনই করেননি, আইনও অমান্য করেছেন।' তবে সার্জেন্ট স্টুয়ার্টের আইনজীবী কেভিন কনওয়ের দাবি, তার মক্কেল নিজের দায়িত্ব পালন করছেন এবং কোনো অধিকার লঙ্ঘন করেননি বা অপরাধ করেননি। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে একটি পার্কিংয়ে এই সার্জেন্টকে অন্য অফিসারদের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল এক ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য। তিনি আংশিক নগ্ন ছিলেন এবং মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন বলে বোঝা যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলের দায়িত্বে ছিলেন স্টুয়ার্ট। তিনি সেই ব্যক্তিকে হাতকড়া পরানোর নির্দেশ দেন। অফিসাররা তখন তাকে পরিবহনের জন্য একটি বিশেষ ব্যাগে ঢোকানোর চেষ্টা করেন। এই ধরনের ব্যাগ চরম মানসিক দুর্দশায় ভোগা এবং নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকা ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে তারা অন্যের ক্ষতি করতে না পারেন। কিন্তু ব্যাগের একপাশ আঁকড়ে ধরে থাকায় সে ব্যক্তিকে ব্যাগে ঢোকানো সম্ভব হচ্ছিল না। প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, এক পর্যায়ে সার্জেন্ট স্টুয়ার্ট তার স্টান অন্তত সাতবার ব্যবহার করেন।

এনওয়াইপিডি'র কমিশনার হলেন এডওয়ার্ড ক্যাবান

(প্রথম পাতার পর)

ব্রঙ্কসের বাসিন্দা এডওয়ার্ডকে এনওয়াপিডির কমিশনার হিসেবে নাম ঘোষণা করেছেন। এর আগে তিনি ভারপ্রাপ্ত কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

মেয়র তার ঘোষণায় বলেন, ব্লু-কলার এই নগরীর প্রতিনিধিত্বে আমরা এমন একজনকে এগিয়ে আনতে পেরেছি, মূহুর্তটি আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবেগের। আমরা দুজনই একসময় ট্রানজিট কপ হিসেবে একসাথে কাজ করেছি। আরা তখন সমতার জন্য লড়াই করেছি। ক্যাবান বলেন, হিসপ্যানিক জনগোষ্ঠীর একজন হিসেবে পুলিশ কমিশনার হিসেবে সর্বোচ্চ পদে দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত। আর মেয়র বলেন, আমরা একজন সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে বসাতে পেরেছি। '৩২ বছর আগে এনওয়াইপিডির সঙ্গে আমার যাত্রা শুরু হয়। পোর্টোরিকান এক তরুণ সদ্য দায়িত্ব পেয়ে দক্ষিণ ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে একটি ফুট পোস্টে সেদিন দাঁড়িয়েছিলাম', স্মৃতি হাতড়ে বলেন এডওয়ার্ড ক্যাবান। এনওয়াইপিডির ৪৬তম কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেলন ক্যাবান। কয়েক সপ্তাহ আগে এনওয়াইপিডির কমিশনার কিচান্ট সোয়েল হঠাৎ পদ থেকে সরে দাঁড়ালে পদটি খালি হয়। সোয়েল ছিলেন এনওয়াইপিডি'র প্রথম নারী কমিশনার। আর ক্যাবান, ৫৫, তখন ছিলেন সোয়েলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। দায়িত্বে ছিলেন প্রথম ডেপুটি কমিশনারের।

এবার একক হাউজিং পরিকল্পনা ক্যাথি হোকুলের

(প্রথম পাতার পর)

একার তার পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুত পরিকল্পনাকে নতুন করে সাজিয়ে একক পরিকল্পনা দাঁড় করে তা ঘোষণা করলেন গভর্নর হিসেবে তার নির্বাহী ক্ষমতা খাটিয়ে। পুরো ষ্টেটজুড়ে গৃহায়নের জন্য ৬৫০ মিলিয়ন ডলার আলাদা করে নেওয়ার একটি নির্বাহী আদেশ তিনি দিয়েছেন। তার পরিকল্পনা মোতাবেক স্টেটের মালিকানাধীন প্রপার্টিগুলো ব্যবহার করে হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও জোনিংসহ আরও কিছু বন্ধুসুলভ নীতিগ্রহণ করে কমিউনিটির প্রচেষ্টায় হাউজিং বাড়ানোর উদ্যোগও রয়েছে এই পরিকল্পনায়। আর সেজন্য পাবলিক ড্যাটা ড্যাশবোর্ড কমিউনিটির কার্যক্রম তিনি নিজেরই মনিটর করবেন।

'আমি এখনো মনে করি আমাদের একটা সমন্বিত সমাধানের পথে হাঁটতে হবে এই গৃহায়ণ সঙ্কট মোকাবেলায়, বলেন হোকুল। ব্রুকলীনে গত ১৮ জুলাই মঙ্গলবার বিকেলে একটি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, আমরা এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার মানে এই না, আমরা একটা সময়ে থমকে থাকবো।' প্রো-হাউজিং কমিউনিটির জন্য শত শত মিলিয়ন ডলারের লক্ষমাত্রা নেওয়া হবে, বলেন হোকুল।

কিভাবে এই অর্থ বরাদ্দ করা হবে তা এখনো স্পষ্ট নয় তিন্তি হোকুল চান স্থানীয় সরকারগুলো বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে এই প্রস্তাব সামনে আনে আর তারা হাউজিং কর্মসূচি বাড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। ক্যাথি হোকুল বলেন, আমি এই প্রপার্টিজগুলোকে একটু ভিন্নভাবে দেখতে চাই। আমি সেখানে দেখতে পাচ্ছি মানুষের বসবাস, পরিবারগুলোরা বসবাস আর গড়ে ওঠা ব্যবসায় সম্বৃদ্ধ। সার্বিকভাবে কমিউনিটিগুলোই আগামী তিন বছরে আরও ৩ শতাংশ গৃহায়ণ বাড়াতে পারে। এর আগে গত জুনে হোকুলের আনা প্রস্তাব আইনসভায় বাতিল হয়। লোকাল জোনিংসহ বিভিন্ন উদ্যোগের সমন্বয়ে আনা ওই বিল বাতিল করেন নিউইয়র্কের স্থানীয় প্রতিনিধরা। সাবআরবান ও আপস্টেটের আইনপ্রণেতারাও এর বিরোধীতা করেন। এবার আরও বৃহত্তর হাউজিং পরিকল্পনা নিয়েই তিনি এগুচ্ছেন এমনটাই বলছিলেন গভর্নর হোকুল।

নিউইয়র্কে বাস, ট্রেনের ভাড়া বাড়াচ্ছে এমটিএ, বাড়বে টোলও

(প্রথম পাতার পর)

বাসের ভাড়া বর্তমান ৬.৭৫ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৭ ডলার এবং ৭ দিনের এক্সপ্রেস বাস আনলিমিটেড এর বর্তমান মূল্য ৬২ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৬৪ ডলার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। লং আয়ল্যান্ড রেল রোড ও মেট্রো-নর্থ এর মাসিক টিকিটের দরও ৪% বাড়বে। আর প্রতিদিনকার টিকেটের দাম বর্তমান দামের চেয়ে ৫০ সেন্ট বেড়ে যাবে। একই সঙ্গে ই-পাস ব্যবহারকারীদের জন্য টোল বাড়বে ৬ শতাংশ হারে। এমটিএ-র মালিকানাধীন ব্রিজ ও টানেলে এই বাড়তি টোল কার্যকর করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ভেরাজোনা-ন্যারোজ ব্রিজ, ব্রঙ্কস-হোয়াইটস্টোন ব্রিজ ও কুইনস-মিডটাউন টানেল। যেসব চালক ডাক পদ্ধতিতে টোল পরিশোধ করেন তাদের ক্ষেত্রে এই টোল বাড়বে ১০% হারে। বাড়তি ভাড়া আগামী ২০ আগস্ট থেকে কার্যকর করা হবে। বাড়তি ভাড়া থেকে আয়ের অর্থ চলে যাবে এমটিএ-র পরিচালনা ব্যয়ের তহবিলে। বোর্ড সর্বসম্মতিতে ভাড়া বাড়ানোর এই অনুমোদন দেওয়ার আগে চারটি হাইব্রিড পাবলিক শুনানি করে।

বুধবার এমটিএ অপর একটি মিটিংয়ে ম্যানহাটনের ৬০ স্ট্রিটের পরে ব্যস্ত অংশে প্রবেশের জন্য প্রতিটি চালকের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে। এমটিএ ট্রাফিক মবিলিটি রিভিউ বোর্ড এ জন্য দাম নির্ধারণ করবে। এ সিদ্ধান্তটিও এরই মধ্যে অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০২৪ এর স্প্রিং থেকে তা কার্যকর করা হবে।

নিউইয়র্কে জানজট টোল

(প্রথম পাতার পর)

এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি নিউজার্সী। হাডসন নদীর ওপারের ষ্টেট নিউজার্সীর কর্মকর্তারা এই কনজেশন প্রাইসিং বাতিল করার প্রচেষ্টায় মামলা ঠুকে দিয়েছেন। সরাসরি কেন্দ্রে দায়ের করা হয়েছে সে মামলা। গত ২১ জুলাই শুক্রবার মামলাটি দায়ের করা হয়।

এদিকে নিউজার্সীর ডেমোক্র্যাট সেনেটর বব মেনেন্ডেজ নিউইয়র্কের এই কনজেশন প্রাইসিংকে স্রেফ টাকা আদায়ের কৌশল বলে উল্লেখ করেছেন। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন ও ফেডারেল হাইওয়ে অ্যাডমিন্সট্রেশনের কাছে দায়ের করা মামলায় নিউজার্সী বলেছে, নিউইয়র্কের এই সিদ্ধান্ত নিউজার্সীর পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। গার্ডেন স্টেট খ্যাত এই অঙ্গরাজ্যের, বিশেষ করে এর বারগেন কাউন্টির বায়ু দুষণ মারাত্মক রূপ নেবে। মামলায় অবশ্য এমটিএ কে কোনো পার্টি করা হয়নি। এবং এই কনজেশন প্রাইসিং কেন্দ্রীয় পরিবেশ আইনের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিউইয়র্ক যখন এই বাড়তি টোল আদায়ের ফাঁদ পাতছে তখন গাড়ি চালকরা নানাবিধ রুট খুঁজে নেবে যাতে তারা এই টোল এড়িয়ে যেতে পারে। আর তাতে নিউজার্সীর বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ ও শান্ত পরিবেশের জনপদগুলোতে গাড়ির চাপ বাড়বে এবং দুষণ বাড়বে, মত নিউজার্সীর ডেমোক্র্যাট গভর্নর ফিল মারফির।

মামলা দায়েরের ঘোষণা দেওয়ার পর মারফি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা বোধ করছি এই সিদ্ধান্তের আগে পরিবেশগত দিকগুলো এবং তার প্রভাব যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এমটিএ ও নিউইয়র্কের কর্তাব্যক্তিদের মত এর মধ্য দিয়ে ম্যানহাটনের সড়কগুলোতে গাড়ির চাপ কমবে এবং ম্যাস ট্রানজিটের জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয়েরও সুযোগ করে দেবে। জানানো হয়েছে, কনজেশন প্রাইসিংয়ের আওতায় ৯ থেকে ২৩ ডলার পর্যন্ত চার্জ করা হবে প্রতিটি গাড়ি থেকে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেছেন, নিউজার্সীর বাসিন্দাদের যারা পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনে নিউইয়র্ক আসবেন তাদের কোনো অসুবিধা হবে না। নিউইয়র্কের এই ডেমোক্র্যাট গভর্নর আরও বলেন, আমরা এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছ পা হবো না। আর এটা সকলের জন্য কারণ এর মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের বায়ুদুষণ কমবে এবং ম্যানহাটনে গাড়ির চাপ কমবে। ফেডারেল হাইওয়ের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে এমটিএ'র মুখপাত্র এই মামলাকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

মামলা স্ট্যাটেন আয়ল্যান্ডেরও

অপরদিকে নিউজার্সীর মামলার চাপ যখন সামলাচ্ছে নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ, তখন নিউইয়র্কের ৫ বরোর একটি স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডও সোচ্চার হয়েছেন এমটিএ'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। রোববার সকালে প্রেসিডেন্ট ভিটো ফোসেলা একটি মামলা দায়ের করছেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই মামলায়ও পরিবেশগত দিকটি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ম্যানহাটনে কনজেশন প্রাইসিং কার্যকর করা হলে টোল এড়াতে অনেক চালক স্ট্যাটান অ্যায়ল্যান্ডকে বিকল্প রুট হিসাবে বেছে নেবে এবং এতে এর পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

৮০ দিন ধরে জ্বলছে মণিপুর, বিপাকে বিজেপি সরকার!

(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০৬)

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ জুলাই : ভারতের মণিপুর রাজ্য ৮০ দিন ধরে জ্বলছে। দুই নারীকে ধর্ষণের পর বিবস্ত্র অবস্থায় হাঁটানোর পৈশাচিক ঘটনাটি এখন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতর সরকার কোনোভাবেই সহিংসতা থামাতে পারছে না। মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘাত যে জায়গায় পৌঁছেছে, তা থামাবার কোনো সমাধানসূত্র এখনো ভারত রকারের কেউ বলতে পারছেন না।

আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী মণিপুরের অশান্ত পরিস্থিতি ক্রমশ মোদি সরকারের অন্দরমহলে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। কারণ মোদি সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিরা বুঝতে পারছেন, সামরিক বাহিনী নামিয়ে দুই জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ঠেকানো মুশকিল। অথচ রাজনৈতিক প্রচেষ্টাতেও সাফল্য মিলছে না। খোদ অমিত শাহের মণিপুর সফরের পরেও সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।

ভারত সরকারি সূত্রের বক্তব্য, রাজনৈতিকভাবে মণিপুরের নারী নির্যাতনের ঘটনার সাথে অন্য রাজ্যের নারী নির্যাতনকে তুলনা করে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু মণিপুরের অশান্তি শুধুমাত্র একটি গণধর্ষণের ঘটনা নয়। মিয়ানমারের সীমান্ত-সংলগ্ন একটি রাজ্যে তিন মাস ধরে সহিংসতা চললে, সেখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকলে জাতীয় নিরাপত্তাতেও তার প্রভাব পড়ে। মোদি সরকারের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি নিজেই তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তার মন্তব্য, 'মণিপুরের বিষয়টি শুধু স্পর্শকাতর নয়। জাতীয় নিরাপত্তার উপরেও এর প্রভাব রয়েছে। বিরোধী শিবিরের নেতারাও তা জানেন।'

মে মাসের গোড়া থেকে মণিপুরে সংখ্যাগুরু মেইতেই সম্প্রদায়ের সাথে কুকিদের সংঘাত চলছে। সরকারি হিসাবেই দেড় শ'র কাছাকাছি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ছয় হাজারের বেশি এফআইআর দায়ের হয়েছে। খুনের মামলা ৭০টিরও বেশি। অসংখ্য গণধর্ষণ-সহ নারী নির্যাতনের এফআইআর দায়ের হয়েছে। গোটা রাজ্য কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত। মেইতেই অধ্যুষিত এলাকায় কুকিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কুকিদের এলাকায় মেইতেইরা গেলে প্রাণ হাতে করে ফেরা মুশকিল। এখন এমনই পরিস্থিতি যে বিজেপির কুকি সম্প্রদায়ের বিধায়কেরা দাবি তুলেছেন, কুকি অধ্যুষিত এলাকাগুলো মণিপুর থেকে ভেঙে আলাদা রাজ্য গঠন করা হোক। বা এই এলাকাগুলো মিজোরামের সাথে মিশিয়ে দেয়া হোক। ওই এলাকাগুলোতে স্বশাসিত পরিষদ গঠন করা হোক। কেন্দ্রীয় সরকারের এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'মণিপুরের দুই জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন ও বিদ্বেষ এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে সেনাবাহিনী নামিয়ে এই অশান্তি ঠেকানো মুশকিল। এমনিতেই মণিপুরে যথেষ্ট বাহিনী রয়েছে। রাজনৈতিক সমাধানই একমাত্র উপায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে মণিপুরে গিয়ে ঘুরে



এসেছেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই মণিপুরে গিয়ে বহু দিন থেকেছেন। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছেন। রাজ্যপাল অনুসূয়া উইকের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মুশকিল হলো, কোনো রাজনৈতিক প্রচেষ্টাতেই লাভ হচ্ছে না।'

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের বক্তব্য, মণিপুরে মেইতেই, কুকি, নাগাদের একসাথে থাকতে হবে। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রয়োজন। প্রতিটি সম্প্রদায়ের একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। ভুল, ঠিক যে-ই হোক না কেন, একসময় সবাইকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছতে হবে। তার আগে পারস্পরিক অভিযোগ, হিংসা থামাতে হবে। চিদম্বরমের যুক্তি, 'এর জন্য নিরপেক্ষ প্রশাসন প্রয়োজন। সে কারণেই রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োজন।' কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আমলারা বলছেন, মণিপুর বিরোধী শাসিত রাজ্য হলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার কথা ভাবা হতো। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বিজেপিরই কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলে, তা মোদি-শাহের দলের চূড়ান্ত ব্যর্থতা বলে প্রমাণিত হবে। মোদি কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি সরকার থাকার সুবিধা বোঝাতে যে 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর তত্ত্ব প্রচার করেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্তারা বলছেন, আরো বাহিনী পাঠিয়ে মণিপুরে লাভ হবে বলে মনে হয় না। কারণ মণিপুরে এখনই সেনাবাহিনী, আসাম রাইফেলস, আধাসেনা মিলে প্রায় এক লাখ জওয়ান রয়েছেন। মণিপুরের জনসংখ্যা মাত্রই ৩২ লাখ। তার সাথে রয়েছে রাজ্যের পুলিশ বাহিনী। কংগ্রেস নেতাদের অভিযোগ, রাজ্যের পুলিশ বাহিনীও মেইতেই, কুকিতে বিভাজিত। পুলিশ বাহিনীর মেইতেই ও কুকি কর্মীরা একে অন্যের এলাকায় ঢুকতে পারছেন না।

কংগ্রেসসহ বিরোধীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে এন বীরেন সিংহকে সরানো হোক। তিনি একবার পদত্যাগ করতে গিয়েও সরে এসেছেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিজেদের ব্যর্থতা লুকোতে বীরেনকে আড়াল করছেন। বিজেপি সূত্রের বক্তব্য, মণিপুরের মেইতেই ও কুকিদের পুরনো বিবাদ মিটিয়ে তাদের এককাট্টা করতে মেইতেই অধ্যুষিত মণিপুরের সমতল ও কুকি অধ্যুষিত পার্বত্য এলাকার মধ্যে দূরত্ব ঘোচাতে বীরেনই ছিলেন সেরা বাজি। তিনি অনেকখানি সফলও হয়েছিলেন। এখন বীরেনই 'বিভাজনের কারিগর' হিসেবে খলনায়ক হয়ে উঠেছেন। তার বদলে অন্য কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হলে তিনি এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। বিজেপিরই বিধায়ক পাওলিয়েনলাল হাওকিপের অভিযোগ, 'বীরেন সিংহ সরকার কুকর্মে মদত দিচ্ছে বলেই সহিংসতা থামছে না। জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসাকে মুখ্যমন্ত্রী মাদক মাফিয়া, সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান হিসেবে তুলে ধরেছেন। কুকি-জো-দের বাড়িঘর কট্টরবাদী মেইতেইরা পুড়িয়ে দিলে তাতে রাজ্য পুলিশ মদত দিয়েছে। এর পিছনে যুক্তি হিসেবে কুকিদের সবাইকে মাদক মাফিয়া হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।'

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুর্দশা ফিলিস্তিনিদের মতো

॥ ড. আজিম ইব্রাহিম ॥

সঙ্ঘাত এবং মানবিক সঙ্কটের অসংখ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব। প্রতিটির নিজস্ব পরিস্থিতি এবং জটিলতা রয়েছে। এর মধ্যে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সঙ্কট এবং মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিন ইস্যু তাদের দীর্ঘায়িত প্রকৃতি এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের দুর্দশার কারণে উল্লেখযোগ্য মনোযোগ পেয়েছে। রোহিঙ্গা ও ফিলিস্তিনি উভয়েরই রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈষম্য ও প্রান্তিকতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রোহিঙ্গারা, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বসবাসকারী একটি জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন তাদের অধিকার কেড়ে নেয়ার পর থেকে তারা পদ্ধতিগত নিপীড়ন এবং নাগরিকত্ব অস্বীকারের সম্মুখীন হয়েছে। একইভাবে, ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফিলিস্তিনিরা বাস্তুচ্যুত এবং বাস্তুচ্যুত হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যার ফলস্বরূপ কয়েক লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

চরম দারিদ্র্য ও মানবাধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক অলিভিয়ার ডি শুটার সম্প্রতি বাংলাদেশের কক্সবাজারে জনাকীর্ণ শিবিরে বসবাসকারী প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গার পরিস্থিতি মোকাবেলার জরুরি প্রয়োজনের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ফিলিস্তিনিদের মতোই পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছে, কারণ তারা নিজেদের একটি স্থায়ী এবং ক্রমবর্ধমান অবহেলিত সঙ্কটে আটকা পড়েছে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তাদের স্বাগতিক দেশে কাজ করার অধিকার দেয়া অপরিহার্য, কারণ শুধু আন্তর্জাতিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করা টেকসই নয়।

ডি শুটার, যিনি সম্প্রতি কক্সবাজার পরিদর্শন করেছেন, পরিস্থিতিগুলোকে 'রীতিমতো ভয়ঙ্কর' হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং গভীর হতাশার অবস্থায় লোকদের মুখোমুখি হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। ২০১৭ সালে মিয়ানমারের নৃশংস সামরিক দমন-পীড়ন থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীরা স্থানীয় সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও সঙ্কুচিত জীবনযাত্রা সহ্য করে। পাঁচ বছরেরও বেশি সময় আগে রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো সহিংসতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এখন মনোযোগ অন্য সঙ্কটের দিকে চলে গেছে, শরণার্থীরা ক্রমবর্ধমান অবহেলিত।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সাম্প্রতিক ঘোষণা যে তারা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য খাদ্য ভাতা কমিয়ে প্রতি মাসে জনপ্রতি মাত্র ৮ ডলার করেছে অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে। এটি ভয়াবহ পরিস্থিতিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ডি শুটার সতর্ক করেছেন যে, সমর্থনের এই হ্রাস যখন খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির সাথে মিলিত হয়, তখন শরণার্থীদের জন্য ক্যালোরি গ্রহণ এবং পুষ্টির মানের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটতে বাধ্য। অধিকন্তু, শিশুর অপুষ্টি এবং অপুষ্টির হার বেড়ে যাবে, যা শিশুদের বিকাশ স্থবির হওয়ার সমস্যা স্থায়ী হবে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো যে, এই অরক্ষিত ব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপে মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল, যদিও কোনো ধরনের কাজে নিযুক্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে তাদের পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে আটকা পড়ে, তাদের অবস্থার উন্নতি করতে বা স্বাবলম্বী হতে অক্ষম, তাদের দুর্দশাকে আরো বাড়িয়ে তোলে।



জাতিসংঘের সতর্কবার্তা বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং ফিলিস্তিনিদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্যে সমান্তরালতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অবহেলিত সঙ্কট মোকাবেলার জরুরি আহ্বান রোহিঙ্গাদের কাজের অধিকার প্রদান এবং তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার সন্ধানে তাদের সমর্থন করার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। তাদের দুর্দশা মোকাবেলায় সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়াই, এই ব্যক্তিরা মানবিক সহায়তার ওপর চলমান নির্ভরতা এবং তাদের সামগ্রিক সুস্থতার অবনতির দ্বারা চিহ্নিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

রোহিঙ্গা সঙ্কট এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই সীমিত রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জটিল ভূ-রাজনৈতিক গতিশীলতা অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কার্যকর সমাধান খুঁজতে সংগ্রাম করেছে। জবাবদিহি, ন্যায়বিচার এবং মানবিক সহায়তার আহ্বান জানানো হয়েছে, কিন্তু এই সঙ্কটের মূল কারণগুলো মোকাবেলায় অর্থবহ পদক্ষেপ সীমিত।

রোহিঙ্গা এবং ফিলিস্তিনীদের মধ্যে একটি প্রধান লক্ষণীয় মিল হলো তারা সহ্য করে বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুতি। হিংসাত্মক সামরিক দমন-পীড়নের কারণে রোহিঙ্গারা বেশ কিছু অভিঘাতের মুখোমুখি হয়েছে, যেমন ২০১৭ সালে সঙ্কটের কারণে আনুমানিক ১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা প্রতিবেশী বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিল। ফিলিস্তিনিরাও, ১৯৪৮ সালে নাকবা থেকে শুরু করে বাস্তুচ্যুতির একাধিক ঢেউ সহ্য করেছে, যার ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী তাদের বাড়িঘর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে শরণার্থী শিবির স্থাপন করেছে।

আরেকটি মিল হলো কিভাবে রোহিঙ্গা এবং ফিলিস্তিনীরা তাদের রাষ্ট্রীয়তা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। রোহিঙ্গারা, মিয়ানমারে তাদের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি সত্ত্বেও, নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তাদের চলাচল এবং মৌলিক পরিষেবা পাবার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছে। একইভাবে, ফিলিস্তিনীরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে, যেমন ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরাইলের দখলদারিত্ব, ফিলিস্তিনী ভূমিতে অবৈধ ইসরাইলি বসতি গড়ে তোলার কারণে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পদক্ষেপ নিতে এবং সংঘাতের একটি চূড়ান্ত সমাধান কার্যকরভাবে মধ্যস্থতা করতে অক্ষমতার কারণে।

ঔপনিবেশিক শাসন এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পতনের পরে উভয় জনগণই ভোটাধিকার ত্যাগের একটি সাধারণ ইতিহাস ভাগ করে নেয়। মিয়ানমার এবং ইসরাইল উভয় দেশেই, সরকার তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে, তাদের বৈধ দাবি ছাড়াই বিদেশী হিসাবে চিত্রিত করেছে। তাদের ঐতিহাসিক আখ্যান পুনর্লিখন করে, উভয় নিপীড়িত গোষ্ঠীকে অস্তিত্বহীন জাতিসত্তা এবং আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উভয় গোষ্ঠীর ওপর নিপীড়ন সমর্থন করার জন্য ধর্মীয় ন্যায্যতা ব্যবহার করা হয়েছে। মিয়ানমার সরকার বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে ক্ষমতায়ন করেছে যারা অরক্ষিত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার প্রচার করে, অন্যদিকে ইসরাইল সরকার ফিলিস্তিনিদের জাতিগত নিধনে সমর্থনকারী ইহুদি জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে ক্ষমতায়ন করেছে।

রোহিঙ্গা সঙ্কট এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই সীমিত রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জটিল ভূ-রাজনৈতিক গতিশীলতা অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কার্যকর সমাধান খুঁজতে সংগ্রাম করেছে। জবাবদিহি, ন্যায়বিচার এবং মানবিক সহায়তার আহ্বান জানানো হয়েছে, কিন্তু এই সঙ্কটের মূল কারণগুলো মোকাবেলায় অর্থবহ পদক্ষেপ সীমিত।

রোহিঙ্গা ও ফিলিস্তিনি উভয়েরই রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈষম্য ও প্রান্তিকতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। রোহিঙ্গা ও ফিলিস্তিনি উভয়েই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সম্মুখীন হয়েছে। রোহিঙ্গারা বিচারবহির্ভূত হত্যা, যৌন সহিংসতা এবং তাদের বাড়িঘর ও গ্রাম ধ্বংসের ব্যাপক ঘটনার শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে। ফিলিস্তিনিরাও বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং সহিংসতার ঘটনা রয়েছে। এই লংঘনগুলো উভয় সম্প্রদায়ের জন্য আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ এবং মানবাধিকার সুরক্ষার জরুরি প্রয়োজনকে তুলে ধরে।

রোহিঙ্গা এবং ফিলিস্তিনিরা তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ই দীর্ঘ দ্বন্দ্ব সহ্য করেছে, গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের সম্মুখীন হয়েছে এবং স্বীকৃতি ও ন্যায়বিচার চেয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য এই সমান্তরালতাগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া, তাদের দুর্দশার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং রোহিঙ্গা ও ফিলিস্তিনি উভয়ের জন্য মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমুন্নত রাখে এমন দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের দিকে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা আশা করতে পারি তাদের কষ্টের অবসান ঘটাতে এবং এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আরো শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারি। হ

লেখক: ওয়াশিংটন ডিসির নিউ লাইনস ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসির বিশেষ উদ্যোগের পরিচালক এবং 'দ্য রোহিঙ্গাস : ইনসাইড মায়ানমারস জেনোসাইড' (হার্স্ট, ২০১৭) গ্রন্থের লেখক। গত ৫ জুলাই আরব নিউজে প্রকাশিত ড. আজিম ইব্রাহিম-এর নিবন্ধের অনুবাদ করেছেন মেহজাবিন ভানু

রাজনীতি : জামায়াত তুমি কার?

॥ এহ্সান মাহমুদ ॥

রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যুর পর পুরোনো একটি বিতর্ক আবার ছড়িয়ে পড়েছিল। সেটি হলো–রাজমুকুটে থাকা কোহিনুরটি কার? ভারত, পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান একই সঙ্গে এটির দাবিদার। আধিপত্যের প্রতীক এই ব্রিটিশ রাজমুকুটে প্রায় তিন হাজার পাথর রয়েছে। এসব পাথরের মধ্যে মুকুটের সামনে বসানো রয়েছে ১০৫.৬ ক্যারেটের কোহিনুর। এক সময়ে এই অঞ্চল শাসন করা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে মূল্যবান কোহিনুর লুট করার। আবার ব্রিটিশরা বলছে, এটা তাদেরই প্রাপ্য। ব্রিটিশদের দখলে থাকলেও কোহিনুর নিয়ে বিতর্ক যেন ফুরাবার নয়!

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থা কোহিনুরের মতো কিনা–এমন প্রশ্ন কিছুটা অমিল নিয়েও করা যায়। বিশেষ করে সাম্প্রতিক রাজনীতিতে জামায়াতের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির পাল্টাপাল্টি বক্তব্য, জামায়াতের সক্রিয় হওয়া নিয়ে নতুন করে হাজির হয়েছে একটি প্রশ্ন–'জামায়াত কার'।

জামায়াত আসলে কার? আওয়ামী লীগের, নাকি বিএনপির? নাকি জামায়াত যা কিছু করছে তা নিজের জন্যই? জামায়াত আসলে কার–এই প্রশ্ন ও সন্দেহের একটি উত্তর পাওয়া গেল কফিশপে বসে। দেখা গেল, জামায়াতের রাজনীতি হচ্ছে চিনির মতো! কেউ চাইলে কফিতে মিশিয়ে অর্থাৎ নিজের সঙ্গে জোট করে রাখতে পারে। আবার কেউ যদি মনে করে চিনি ছাড়া কফিতে চুমুক দেবে, সে স্বাধীনতা আছে। তাতে কিন্তু কফিতে চুমুক দেওয়া বন্ধ হবে না। আওয়ামী লীগ প্রথমে চেয়েছে জামায়াতকে নিজেদের সঙ্গে রাখতে, যেমনটা ১৯৯৬-তে রেখেছিল। কিন্তু ২০০৮-এর নির্বাচনের পর সেই চিনিকে তারা ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করল। পঁচাত্তরের পর দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগের আমলে জামায়াতের বিরুদ্ধে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হলো। সেই অভিযোগে একে একে কারাগারে যেতে হলো জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের। একটা সময়ে জামায়াতের নেতাদের আচরণে মনে হলো, এটিও বুঝি কোনো রাজনৈতিক খেলা! যখন দেখা গেল, শুধু কারাগারে যাওয়া নয়, একে একে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা শুরু হলো, তখন জামায়াত নেতারা যেন চুপসে গেলেন।

এদিকে টানা ১৫ বছর রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি আর এখন কফিতে চিনি ব্যবহারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অর্থাৎ বিএনপির সিনিয়র নেতারা জামায়াতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আর স্বীকার করছেন না। যদিও দলটি সবশেষ যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন যে সরকারটি গঠন করা হয়েছিল, সেটি এখনও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

বিএনপির কফিতে চিনি ব্যবহারে সতর্ক পরিস্থিতির মধ্যে এখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাহলে কী করবে? বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগ চিনিকে আলাদা পেয়ালায় ভর্তি করে পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, জামায়াতকে রাজনীতি করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন হারিয়ে উচ্চ আদালতের বারান্দায় অপেক্ষারত জামায়াত যেখানে নিজেদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বন্ধ রাখতে বাধ্য রয়েছে প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে, সেই জামায়াত সম্প্রতি রাজধানী ঢাকায় 'বড় ধরনের' লোকসমাগম করেছে। সেই সমাবেশে এবং সমাবেশের পরে দলটির শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য বা বিবৃতিতে মনে হচ্ছে পুরোনো 'জোশ' ফিরে এসেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যে চিনিকে অর্থাৎ জামায়াতকে একবার তারা নিষিদ্ধ করার কথা বলে নিজেদের রাজনীতি ও ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছিল আওয়ামী লীগ, সেই চিনির এখন স্বাদ বদলে গেছে! তাই তো, জামায়াতের সমাবেশের পরে আওয়ামী লীগের নেতা কেউ কেউ বলছেন, রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করার অধিকার সবারই আছে! কী সুন্দর শান্তি ও সুখের কথা! অথচ জামায়াত তাদের মগবাজারের কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি তালা মেরে রাখতে বাধ্য হয়েছে। দলটির নেতাকর্মীরা সভা-সমাবেশ করতে পারেনি এতকাল। প্রায়ই খবরে জানা গেছে, হোটেল বা রেস্টুরেন্ট থেকে 'গোপন সভা' করার সময়ে জামায়াতের নেতাদের আটক করা হয়েছে। এখন কিনা খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, জামায়াতের সভা-সমাবেশ করা রাজনৈতিক অধিকার। জামায়াতের সভা-সমাবেশ যদি রাজনৈতিক অধিকারই হয়ে থাকে, তবে এতদিন তা থেকে দলটিকে বঞ্চিত রাখা হলো কেন–এমন প্রশ্ন তোলা যাবে নিশ্চয়। তারপরও সন্দেহ থেকে যাবে, জামায়াতের সভা-সমাবেশ কি রাজনৈতিক অধিকার, নাকি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত? বিষয়টি যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত–তা স্বীকার করে নিয়েছেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা এবং কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, 'জামায়াতের সভা-সমাবেশ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত'। এটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সিদ্ধান্তটি খোদ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগই নিয়েছে। আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটি কি নিজে থেকেই নিল, নাকি বাধ্য হলো?

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থা কোহিনুরের মতো কিনা–এমন প্রশ্ন কিছুটা অমিল নিয়েও করা যায়। বিশেষ করে সাম্প্রতিক রাজনীতিতে জামায়াতের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির পাল্টাপাল্টি বক্তব্য, জামায়াতের সক্রিয় হওয়া নিয়ে নতুন করে হাজির হয়েছে একটি প্রশ্ন–'জামায়াত কার'।

ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে, আগামী ২৩ জুলাই আমেরিকান দূতাবাসের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির মুজিবুর রহমানসহ তিন নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগের বছরগুলোতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ করা হলেও জামায়াতকে করা হয়নি। এবার আমন্ত্রণ করা হচ্ছে কেন?

ঢাকায় সমাবেশের পরে জামায়াত এখন দেশে বিভাগীয় সমাবেশের পরিকল্পনা করেছে। তাহলে রাজনৈতিক আড্ডায় যে ফিসফাস শোনা যায়, গত ১৪ বছরে এবারই সত্যিকারের চাপে পড়েছে সরকার, এটা কি সত্যি? জামায়াত রাজনীতির মূলধারায় ফেরার যে ইঙ্গিত দিচ্ছে, সেটি থেকে কিছু কি অনুমান করা যায়? সব রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে পারলে নিষিদ্ধ না হওয়া দলটিকে নিয়ে সরকারের সহিংসতার আশঙ্কা কেন ছিল? আওয়ামী লীগ আমলে পুলিশের অনুমতি নিয়ে জামায়াত ঢাকায় সমাবেশ করেছে দেখে রাজনীতির সমীকরণ বদলে যাচ্ছে–এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আওয়ামী লীগ এবং জামায়াত অতীতেও ঐক্যবদ্ধ বহু আন্দোলন-সংগ্রাম এবং কৌশল গ্রহণ করেছে। ১৯৬৪ সালে আইয়ুব খানের বিপক্ষে কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি করে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। মাঠে নেমেছিল দল দুটি। আবার সবশেষ বিএনপি সরকারের বিপক্ষে দাঁড়িয়েই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করেছিল ১৯৯৫-৯৬ সালে। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি উভয় দলই ক্ষমতার রাজনীতি করে। এখানে একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা ভালো, আওয়ামী লীগ বা বিএনপির প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত নয়। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে জামায়াত নিজেকে 'ফি-চনি' হিসেবে রাখতে চাইবে কিনা–সেটাই দেখার বিষয়।

লেখক: সহসম্পাদক, সমকাল

হাসান-সায়রা'র বিবাহ

নিউইয়র্ক প্রবাসী হাসান ও সায়রা'র বিবাহ গত ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার সিটির উডসাইডস্থ জয়া হলে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



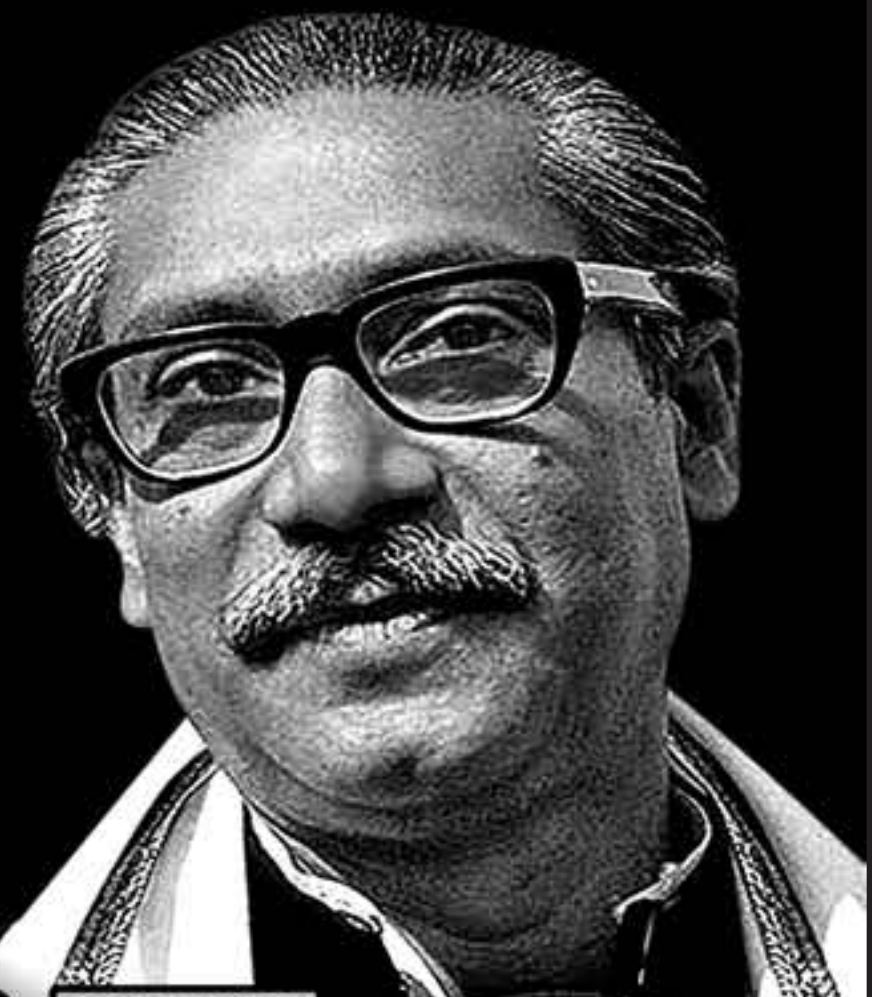








১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস



১৫ আগস্ট ২০২৩, মঙ্গলবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে

তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ৪টা থেকে রাত ১০টা

সভাপতি: সাকিল মিয়া

আহ্বায়ক: মীর নিজামুল হক

সদস্য সচিব: সোহেল গাজী

সাধারণ সম্পাদক: মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক: মো. এ আজাদ, মিয়া মোঃ দুলাল, আব্দুল মালেক, ও আব্দুল হামিদ, পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ যুগ্ম সদস্য সচিব: হাজী এনাম, মো. মাহবুব রহমান ও ডিউক খান

তত্ত্বাবধায়নে: শাহ জে চৌধুরী

প্রধান সমন্বয়কারী: মইনুল ইসলাম

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: মামুন মিয়াজী

চেয়ারপারসন: বিপ্লব সাহা

কো-চেয়ারপারসন: সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষক: নুরুল আজিম, ফাহাদ সোলায়মান, তারেক হাসান খান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, জেড আর চৌধুরী (লিটু), ও আহসান হাবিব

সহযোগিতায়: মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি) , মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেস্টুরেন্ট, নুরুল আমিন বাবু, নুরুজ্জামান সরদার, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, হাসান জিলানী, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আজার ভূঁইয়া, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ শাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মো: লুৎফুর রহমান চুন্নু, আলমগীর হোসেন, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূঁইয়া, ডা. তৌহিদ শিবলী ও গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার।

উপদেষ্টা পরিষদ: হারুন ভূঁইয়া, মো: মহিউদ্দিন দেওয়ান, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন নবী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন।

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, শেখ সোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুকা মিয়া, গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নাঈ মিয়া, গনেশ কীর্তণীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল ও মতিন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে-

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্
KULAURA BANGLADESHI ASSOCIATION OF U.S.A. INC.

বাৎসরিক বনভোজন





তারিখ

৩০ জুলাই ২০২৩ রবিবার

স্থানঃ করোনা পার্ক কুইন্স, নিউ ইয়র্ক

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র
আইফোন ও স্বর্ণের চেইন সহ ১০ টি পুরস্কার
ও ছোট-বড় সকলের জন্য
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা



PICNIC Date: Sunday, July 30, 2023 Place: Flushing Meadows Corona Park, 55 Ave. & 111th St, Queens, NY 11368, Time: 10:00 AM to 7:00 PM

১। আইফোন	রুনা খাতুন (Sun Ray CDPAP) & খলিলুর রহমান (Realator) 917-402-7084	৬। আইপেড	মোঃ বশির খান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সহ-সভাপতি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন ।
২। স্বর্ণের চেইন	জুবেল আহমেদ, (Redy to Move Realty) হেমট্রামিক, মিশিগান- 586-765-5934	৭। ফ্যামেলী ওয়াচ	সাইফুল ভূইয়া Strits Income Tax Service Tel: 646-508-5790
৩। ব্রেসলেট	হারুনুর রশিদ (হারুন) সমাজসেবক ও সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের ।	৮। এয়ার পড	মোঃ চৌধুরী (লিপন) New York Life Insurance Agent Tel: 917-443-3017
৪। ল্যাপটপ	আকাশ রহমান আশা হোম কেয়ার Tel: 646-744-5934	৯। ডেস্ক প্রিন্টার	শামীম আহমেদ winzone realty home Inc. Tel: 347-248-5891
৫। ল্যাপটপ	শামীম আহমেদ Owner, Bombay Masala Indian Restaurant Tel: 718-578-3904	১০। এয়ার ফ্রায়ার	আলী হাসান সভাপতি, শ্রীধরা জনমঙ্গল সমিতি ইউ এস এ ইনক্

সম্মানীত প্রবাসী কুলাউড়াবাসী, আস্সালামু আলাইকুম/আদাব,
আগামী ৩০ জুলাই ২০২৩, রবিবার কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্ক এর উদ্যোগে অপরুপ সুন্দর প্রাকৃতিক নির্মল ছায়াবেষ্টিত করোনা পার্কে বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বনভোজনে আপনি/আপনারা সপরিবারে সাদরে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণক্রমে

শাহ্ আলাউদ্দিন
সভাপতি
৯২৯-৫৯২-৬৪৩০

জাবেদ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
৬৪৬-৬৪৫-৫৪০১

কার্যকরি পরিষদ

মোহাম্মদ এফ মালিক (মুরাদ), মোঃ মাসুক আহমদ (সুজন), মোঃ ওবায়দুর রহমান (কামাল), শেখ শামীম আহমেদ, এনামুল ইসলাম খান, মুজিবুর রহমান, নুরুন নাহার হাসান (লুসি), মাহমুদা ইসলাম (রুমা), বদরুল ইসলাম (মিন্টু), মোঃ মঈনুর রহমান (সুয়েব), মোঃ আলতাফ হোসেন, ইমরুল হোসেন জেবুল ও লুৎফুর রহমান।

উপদেষ্ঠা পরিষদ

আবুল কালাম, মোঃ আব্দুল জলিল, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ নজরুল ইসলাম, ডাঃ মুজিবুর রহমান, মোঃ আব্দুল মোক্তাদীর, মশাহিদ জে. রাশেদ, মহি উদ্দিন, মোঃ এ.এম. চৌধুরী, সিরাজ উদ্দিন আহমদ ও মোঃ তজমুল আলী।

প্রচারেঃ এনামুল ইসলাম খাঁন, ৩৪৭-৬৯১-৭৮৪৬











যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

(শেষের পাতার পর)

মোকাবেলা করা হবে। বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগ শান্তিতে বিশ্বাস করে। তাই কোন অবস্থাতেই দেশ ও প্রবাসে কাউকে অশান্তি সৃষ্টি করতে দেয়া হবে না। বক্তারা অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান এমপি-কে হেনস্ত করার ঘটনারও তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং আগামী দিনে নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি-জামায়াতের কেউ আওয়ামী লীগের কোন নেতা-কর্মীকে অপমান, অপদস্ত বা হেনস্ত করার চেষ্টা করলে তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া (হাজী এনাম)-এর সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, সহ সভাপতি সামসুদ্দীন আজাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, মহিউদ্দিন দেওয়ান ও আব্দুর রহিম বাদশা, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবীদ আশরাফুজ্জামান, কার্যকরী সদস্য খোরশেদ খন্দকার, শরীফ কামরুল ইসলাম হিরা, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপ কমিটির সদস্য জয়নাল আবেদীন জয়, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি কাজী আজিজুর হক খোকন ও সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, দরুদ মিয়া রনেল, যুবলীগ নেতা সেবুল মিয়া, রহিমুজ্জামান সুমন, কানেকটিকাট ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়াদুর রহমান জিয়াদ ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী এবং যুক্তরাষ্ট্র জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র মহিলা লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী অংশ নেন।

মণিপুরে স্বাধীনতাসংগ্রামীর স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ জুলাই : জাতিগত সহিংসতায় আক্রান্ত ভারতের মণিপুর রাজ্য থেকে অকল্পনীয় ভয়াবহতার আরও সব তথ্য সামনে আসছে।

কয়েক দিন আগেই মণিপুর সহিংসতার একটি ভিডিও চিত্র প্রকাশ্যে আসে। সেই ভিডিওতে দুই তরুণীকে বিবস্ত্র করে রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায় একদল উত্তেজিত জনতাকে। এবার মণিপুরে এক স্বাধীনতাসংগ্রামীর স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ পাওয়া গেল।

ঘটনাস্থল রাজ্যের কাকচিং জেলার সেরু গ্রাম। সেরু থানায় হওয়া মামলার অভিযোগ অনুসারে, ৮০ বছর বয়সী এক নারীকে তাঁর ঘরে তালাবদ্ধ করা হয়। পরে ঘরে আগুন দেয় একটি সশস্ত্র দল।

আগুনে জীবন্ত পুড়ে মারা যাওয়া নারীর নাম ইবেতোম্বি। তাঁর স্বামীর নাম এস চুরাচাঁদ সিং। তিনি ৮০ বছর বয়সে মারা যান। তিনি একজন স্বাধীনতাসংগ্রামী ছিলেন। তাঁকে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম সম্মাননা দিয়েছিলেন।

ঘটনাটি ঘটে গত ২৮ মে। তখন সেরুর মতো স্থানগুলোয় ব্যাপক সহিংসতা ও গুলিবিনিময় হয়েছিল।

সহিংসতার আগে সেরু ছিল সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামটির অবস্থান রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে। এনডিটিভি দেখেছে, এখন গ্রামটিতে রয়েছে শুধু পোড়াবাড়ি ও দেয়ালজুড়ে বুলেটের গর্তের চিহ্ন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর রাজ্যে গত মে মাস থেকে উপত্যকায় বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু মেইতি ও পাহাড়ে বসবাসকারী সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সহিংসতা চলছে। মেইতিদের তফসিলি উপজাতির মর্যাদার দাবিকে কেন্দ্র করে এই সহিংসতার সূত্রপাত। সহিংসতায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলোর একটি সেরু। অভিযোগ অনুসারে, ৮০ বছর বয়সী ইবেতোম্বি ঘরের ভেতরে ছিলেন। গ্রামটিতে হামলাকারী ব্যক্তিরা বাহির থেকে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পরে তাঁরা ঘরটিতে আগুন ধরিয়ে দেন।

ইবেতোম্বির নাতি প্রেমকান্ত (২২) এনডিটিভিকে বলেন, তাঁরা তাঁকে (ইবেতোম্বি) উদ্ধার করতে পারেননি। পুরো ঘরটিকে গ্রাস করেছিল আগুন।

প্রেমকান্ত বলেন, তিনি নিজেই অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। দাদিকে বাঁচানোর চেষ্টাকালে তাঁর বাহু ও উরু ছুঁয়ে যায় গুলি।

প্রেমকান্ত বলেন, যখন তাঁরা আক্রমণের শিকার হন, তখন তাঁর দাদি তাঁদের পালাতে বলেছিলেন। পরে তাঁকে উদ্ধারের জন্য তাঁদের আসতে বলেছিলেন। তাঁরা চলে যাওয়ার সময় তাঁর শেষ কথা ছিল, 'আমাকে নিতে এসো'।

প্রেমকান্ত এনডিটিভিকে তাঁর শরীরের ক্ষতগুলো দেখান। তাঁর শরীরের এসব জায়গাতেই গুলি ছুঁয়ে গিয়েছিল।

প্রেমকান্ত বলেন, তাঁর দাদি ঘরে থেকে গেলেন। কারণ, তিনি বয়স্ক ছিলেন। তিনি তেমন একটা চলাফেরা করতে পারতেন না। তাঁরা যখন পালাচ্ছিলেন, তখন বাড়ির পাশে শিলাবৃষ্টির মতো গুলি হচ্ছিল।

সংঘাত শুরুর প্রায় দুই মাস পর প্রেমকান্ত তাঁদের বাড়ির স্থানটিতে ফিরে আসেন। ধ্বংসাবশেষে তিনি একটি মূল্যবান ছবি পান। ছবিটি তাঁর দাদির খুবই প্রিয় ছিল। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের সঙ্গে ইবেতোম্বির স্বামীর ছবি এটি।

এনডিটিভি ঘটনাস্থলের পোড়া কাঠামোর ভেতর থেকে মাথার খুলি উদ্ধারের একটি ভিডিও দেখেছে। এমনকি আজও ধ্বংসস্তূপে পোড়া হাড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা গেছে।

গ্রামটি থেকে একটু দূরে সেরু বাজার। সেটার পরিবেশ এখন ভুতুড়ে। এই বাজারে যাঁরা ব্যবসা করতেন, থাকতেন, তাঁরা সবাই পালিয়ে গেছেন। সেখানে আছে শুধু নীরবতা।



ফের হাসপাতালে ভর্তি নেতানিয়াহু

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ জুলাই : এক সপ্তাহের ব্যবধানে ফের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

দেশটির প্রধানমন্ত্রীর হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করতে বুকে একটি পেসমেকার বসানো হবে। পেসমেকারটি বসাতে একটি অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। খবর আলজাজিরা ও সিএনএন।

রোববার ভোরে এক ভিডিওবার্তায় নেতানিয়াহু বলেন, 'আমি খুব ভালো আছি। তবে আমাকে চিকিৎকদের কথাও শুনতে হয়।'

সাধারণত একজন রোগীর হৃৎস্পন্দন খুব ধীর হয়ে গেলে তাকে পেসমেকার দেওয়া হয়ে থাকে। পেসমেকার রোগীর হৃৎপিণ্ডে বৈদ্যুতিক স্পন্দন পাঠানোর মাধ্যমে তার হৃদস্পন্দনকে স্বাভাবিক ও নিয়মিত রাখে। ফলে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে শরীরে রক্ত পাম্প করতে পারে।

ভিডিওবার্তা নেতানিয়াহু জানান, চিকিৎসকরা তাকে আশ্বস্ত করেছেন, তিনি রোববার বিকাল নাগাদ হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাবেন।

গত কয়েক মাস ধরেই ইসরাইলের বিচার বিভাগের সংস্কার নিয়ে বিক্ষোভের মুখোমুখি রয়েছেন নেতানিয়াহু। চলমান এ বিক্ষোভের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি সেনাদের নির্যাতন নিয়েও আন্তর্জাতিক অসন্তোষের মধ্যে রয়েছেন নেতাহিয়াহু। এ ছাড়া তিন তিনটি দুর্নীতি মামলা ঝুলছে তার ঘাড়ে। এমন পরিস্থিতিতে মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি।

এর আগে গত শনিবার অবকাশযাপনে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নেতানিয়াহু।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহনশীল ‘ভাসমান সবজি বাগান’

॥ সমীরণ বিশ্বাস ॥

সব ফসলের জন্যই পানি প্রয়োজন, কিন্তু এমন অনেক স্থান রয়েছে যেখানে দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধতা থাকে। বাংলাদেশের কিছু কৃষক এ সমস্যার একটি সুকৌশলী সমাধান উদ্ভাবন করেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা ভাসমান বেডে চাষাবাদ করছেন। কৃষক পচনশীল উদ্ভিদ দিয়ে একটি ভাসমান বাগান তৈরি করে থাকেন, যা সার হিসাবে কাজ করে। বিল, নদী বা যে কোনো মৌসুমি জলাশয়ে এ ধরনের বাগান ভেসে থাকতে পারে। এর ফলে পানির উপর ফসল ফলানো সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিতে ভাসমান বাগানে কৃষক কোনো ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার না করেই উচ্চফলনশীল ও পুষ্টিমানসম্পন্ন ফসল উৎপাদন করতে পারেন। বাংলাদেশের ভাসমান সবজি চাষ বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতির স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) ২০০৫ সালে এ স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভাসমান বাগান তৈরি : ভাসমান বাগান তৈরি করার আগে এমন একটি স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখানে বর্ষা মৌসুমে প্রচুর কচুরিপানা পাওয়া যায়। যেহেতু ভাসমান বাগানটি যথেষ্ট পুরু হওয়া দরকার, সেজন্য এমন কোনো জায়গায় তা তৈরি করতে হবে, যেখানে পানির গভীরতা কমপক্ষে ১ মিটার। ভাসমান বাগানটি এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে সাধারণত নৌকা চলাচল করে না। ভাসমান বাগান তৈরি করার জন্য প্রয়োজন হবে একটি নৌকা, একটি লম্বা বাঁশ এবং কচুরিপানা টেনে নিয়ে আসার জন্য হুকসহ একটি বাঁশের লাঠি। বাঁশের পরিবর্তে যে কোনো শক্ত ও হালকা কাঠও ব্যবহার করা যেতে পারে। ভাসমান বাগানটি যেখানে তৈরি করা হবে, সেখানে নৌকাটি নিয়ে যেতে হবে। কচুরিপানার উপর লম্বা বাঁশটি রাখতে হবে। কচুরিপানার উপর পেতে রাখা বাঁশের দুই দিক থেকে কচুরিপানা হুকসহ বাঁশের লাঠিটি দিয়ে টেনে আনতে হবে এবং পা দিয়ে তা চেপে চেপে দিতে হবে, যাতে কচুরিপানার মাঝে কোনো ফাঁক বা ছিদ্র না থাকে। কচুরিপানার পাতাগুলো মাঝ বরাবর এবং শিকড়গুলো বাইরের দিকে রাখতে হবে। এর ফলে পাতাগুলো দ্রুত পচে যাবে এবং শিকড় বাইরের দিকে থাকায় পুরো জিনিসটি একসঙ্গে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটি এর উপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির ভার বহন করার মতো শক্ত না হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ানো মানুষটি পা না ভিজিয়ে এর উপর দিয়ে হাঁটতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর কয়েক স্তরে কচুরিপানা দিতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন ভেলাটি কাত হয়ে না পড়ে। এবার ভেলার নিচ থেকে বাঁশটি সরিয়ে নিতে হবে, যেন এটি পরবর্তী সময়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। কচুরিপানাকে জমাট বেঁধে কিছুটা শক্ত ও সংকুচিত হতে দিতে হবে। ৭-১০ দিন পরে ভেলার উপরে আরও এক স্তর কচুরিপানা যোগ করতে হবে। ভাসমান বেডের জন্য চারা উৎপাদন : ভাসমান বাগান তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক একই সময় সবজির চারা উৎপাদন করার ব্যবস্থাও নিতে হবে। ভাসমান সবজি বাগানটির অবস্থান বাড়ি থেকে দূরে হতে পারে, তাই এমন একটি স্থানে চারা উৎপাদন করতে হবে, যেখানে চারার প্রয়োজনীয় দেখাশোনা করা যাবে। কম্পোস্ট বল তৈরির জন্য পূর্ববর্তী বছরের ভাসমান বাগান থেকে পচে যাওয়া কচুরিপানা সংগ্রহ করতে হবে। এতে জমে থাকা পানি শুকানোর জন্য ১-২ দিন উঠানে রেখে দিতে হবে, যাতে তা রোদের আলো পায়। কম্পোস্ট থেকে আগাছা এবং বড় উদ্ভিদ সরিয়ে নিতে হবে। একমুঠো কম্পোস্ট নিয়ে গোলাকার বল তৈরি করতে হবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে এতে একটি গর্ত তৈরি করতে হবে। এ গর্তে কয়েকটি সবজি বীজ রাখতে হবে এবং আরও কিছু কম্পোস্ট দিয়ে তা ঢেকে দিতে হবে। এ বলগুলো সারিবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং অতি বৃষ্টি ও সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য পলিথিনের বস্তা দিয়ে সেগুলো ঢেকে রাখতে হবে। ২-৩ দিন পর বীজগুলো অঙ্কুরিত হলে পলিথিন সরিয়ে নেওয়া যাবে। হাঁস-মুরগি থেকে চারা গাছগুলো নিরাপদে রাখার জন্য জায়গাটি বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। একইসঙ্গে চারা গাছগুলোকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ছাউনি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ১০ দিন পর চারা গাছগুলো ভাসমান বাগানে স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত হবে।

ভাসমান বেডে চারা রোপণ : নৌকায় করে কম্পোস্ট বলসহ চারা গাছগুলো ভাসমান বাগানে নিয়ে যেতে হবে। ভাসমান বাগানে কচুরিপানার উপরের স্তর দা দিয়ে কুপিয়ে আলগা করে দিতে হবে এবং প্রতি ২৫ সেন্টিমিটার অন্তর একটি করে গর্ত করতে হবে। এ গর্তে কিছুটা কম্পোস্ট দিতে হবে এবং চারা গাছসহ কম্পোস্ট বলগুলো রোপণ করতে হবে। এর ফলে নতুন শেকড় জন্মানো সহজ হবে। ১৫ দিন পর যখন চারাগুলো থেকে নতুন শাখা-প্রশাখা জন্মাবে, তখন সহজেই চারা গাছটি নুয়ে পড়বে। এ কারণে ভাসমান সবজি বাগানের পচনশীল কিনারাগুলো কেটে দিতে হবে এবং প্রতিটি চারার গোড়ায় এগুলো দিতে হবে, যাতে চারা গাছগুলো সোজা থাকে। এটি গাছের জন্য পুষ্টিরও জোগান দেবে। সেখানে যদি সবসময় সূর্যের আলো পড়ে এবং বাগানটি শুকনো মনে হয়, তাহলে এতে পানি দিতে হবে। ভাসমান বাগানে সবজি ও মসলাও জন্মানো যেতে পারে।

প্রতিবন্ধকতা ও সফলতা : সব ফসল চাষেই কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকে। ভাসমান সবজি বাগানের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে ইঁদুর। প্রকৃতপক্ষে শ্রম ও প্রতিবন্ধকতার তুলনায় ভাসমান সবজি বাগান থেকে প্রাপ্ত লাভ তুলনামূলকভাবে বেশি। কচুরিপানা ব্যবহারের জন্য ভাসমান সবজি বাগান একটি ভালো পদ্ধতি, কিন্তু এ কচুরিপানা ও পানি অনেক কিছুর জন্য ক্ষতিকর। জলাবদ্ধ জমিতে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি কম্পোস্টে পরিণত কচুরিপানা শীতকালে জমিতে জৈব সার হিসাবেও ভালো কাজ করে। বর্ষার শেষে ভাসমান বাগানগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে উঁচু জমির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্যার পানি নেমে গেলে এ ভাসমান বাগান ভেঙে টুকরো টুকরো করে জমির উপরে জৈব সার হিসাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী বছরে কম্পোস্ট বল তৈরির জন্য কিছু কম্পোস্ট সংগ্রহ করে রাখতে হয়।

ভাসমান সবজি বাগানে যেমন অনেক প্রয়োজনীয় সবজি চাষ করা যায়, তেমনি একই সময়ে পরবর্তী ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণ জৈব সারও পাওয়া যায়। ফলে দ্বিগুণ লাভ প্রত্যেক কৃষকের মুখেই হাসি ফোটায়!

লেখক: কৃষিবিদ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
tax refund
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

প্রবাসীর বাড়িতে হামলা ও বাড়িতে ভাংচুরের বিরুদ্ধে

নিউইয়র্কে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জেএসএফ



নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের ঢাকা ১৭আসনের উপ নির্বাচনে স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিরো আলমের উপর সন্ত্রাসীদের হামলা এবং সোনাইমুড়ী উপজেলার নিউইয়র্ক প্রবাসী বাদল মির্জার বাড়িতে সন্ত্রাসীদল কর্তৃক ভাংচুর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জাতীয় সম্মিলিত ফোরাম (জেএসএফ) বাংলাদেশ। গত ১৭ জুলাই, সোমবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজার সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বিনাভোটের সরকারের অন্যায় অবিচার খুন গুম লুপাটের বিরুদ্ধে এবং লোপাটের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ অনুষ্ঠানে জাতীয় সম্মিলিত ফোরাম (জেএসএফ) বাংলাদেশ এর নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবার গণতান্ত্রিক সরকার বাধাগ্রস্ত হয়। ২০০৯ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী সরকার গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ এখন দুঃসময় পার করছে। এরা রাষ্ট্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রসমাজে বিভেদ-বিভাজনের মাধ্যমে চরম মেরুকরণ করেছে। একনায়কতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখ থুবড়ে পড়েছে। বক্তারা বলেন, বাকশালী ইতিহাসের পুনর্লিখনে নতুন অধ্যায় যুক্ত হচ্ছে। বিচার, প্রশাসন, সংসদ, নির্বাচন কমিশন সবই মুখোশের আড়ালে বাকশালী চেতনা ধারণ করে আওয়ামী সরকারের পক্ষে কাজ করে চলছে। তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সহনশীলতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অচেনা করে তুলছে। বক্তারা বলেন, ব্যক্তিকেন্দ্রীক একনায়কতান্ত্রিক শাসনের দুঃসহ পরিণতি এখন গ্রাম থেকে শহরে সর্বত্রই দৃশ্যমান। রক্তপাত ছাড়া এই সরকারের আর কোন অবলম্বন নেই।

সমাবেশে জেএসএফ বাংলাদেশ-এর উপস্থিত নেতা কর্মীদের পক্ষ থেকে হাজি আনোয়ার হোসেন লিটন বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সঙ্কট এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, সামান্য একটি নির্বাচন করতেও সংবিধান সংস্কার করতে হয়। বাংলাদেশ এখন পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যারা জনগণের রাজনীতি করেন, যারা জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চান, তাদের প্রত্যেকের উচিত সম্ভাব্য সেই পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলা। নব্য ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া বাংলাদেশের সঙ্কট থেকে বের হওয়ার আর বিকল্প কোনো পথ নেই। অন্য যা কিছু করা হোক না কেন, তা সঙ্কটকে সাময়িক ধামাচাপা দিতে পারে, কিন্তু অচিরেই তা আরো বড় সঙ্কটের আকারে হাজির হতে পারে।

তিনি বলেন, হাজার হাজার টাকা পাচার, লোপাট, দুর্নীতি, ব্যক্তিপূজা করে দেশকে নরকে পরিনিত করেছে এই অনির্বাচিত সরকার। তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই নেমে আসে হামলা, মামলা। মুক্তি যুদ্ধের দাবিদারদের দলে রাজাকারের সখ্য দেখলেই পরিষ্কার বুঝা যায় তারা ৭১ সালের নাম দিয়ে জনগণকে জিম্মি করে নিজেদের দলীয় লোপাট অব্যহত রাখছে। গুম করে অস্বীকার করা এই সরকারের চরিত্র। শেয়ার বাজার ডাকাতি, রিজার্ভ ডাকাতির কোন বিচার না করে ডাকাত চক্রকে নিয়ে ক্ষমতায় এই সরকার।

তিনি বলেন, জেনারেল এরশাদের আমলে রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল- 'আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো', 'এই মুহূর্তে দরকার কেয়ার টেকার সরকার', 'ক্ষমতায় থেকে সংসদ নির্বাচন মানি, না মানব না', 'মাগুরা ও মিরপুরের মতো নির্বাচন মানি, না মানব না', 'কেয়ার টেকার ছাড়া নির্বাচন মানি না, মানব না।' তিনি বলেন, হরতাল, অবরোধ, সচিবালয়ের সরকারি কর্মচারীদের দিগম্বর করা, বাস-ট্রেনে আগুন জ্বালিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র সংগঠন, আইনজীবী, শ্রমিক, জনতা, রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপকভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। বাংলাদেশ পুলিশের গুলিতে নিহত হন জিহাদ, ডা. মিলন, নূর হোসেন, বসুনিয়া, দিপালী সাহা প্রমুখ রাজনৈতিক দলের নেতা। বিরোধী দল ১৫৪ দিন হরতাল পালন করে। কেয়ার টেকারের অধীনে ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। ক্ষমতাসীন দলের অধীনে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯৬, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে।

সমাবেশে জাতীয় সম্মিলিত ফোরাম (জেএসএফ) বাংলাদেশ এর উপস্থিত নেতা কর্মীদের পক্ষ থেকে আহমদ উল্লাহ বলেন, বাঙালী জাতি ২৪ বছর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও পাকিস্তানী জেনারেলদের শোষণ ভুলে গেছে। ক্ষমতা দখল করে রাখার মান-সিকতার কারণে রাজনৈতিক দলের লিডারদের সরকারে থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নিরপেক্ষ নির্বাচন মানি না। বিরোধী দলে থাকলে সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নিরপেক্ষ নির্বাচন ও কেয়ারটেকার সরকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এভাবে সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য রাজনৈতিক শিষ্টাচার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে না পারলে বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে গণতন্ত্র একটি তামাশায় পরিণত হয়ে থাকবে। অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলের জাতীয় কাউন্সিলে অনেক অবাক করা বিষয় দেখা যায়। যা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে পুরো জাতি ও বিশ্ববাসী দেখেছে। দলীয় কাউন্সিলের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় না। কাউন্সিলরদের কোনো ভোটিং পাওয়ার নেই, কাউন্সিলরদের ভোট দেয়ার সুযোগ নেই। বরং ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলো নিরপেক্ষতা বজায় রেখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিচালনা করে। ২০০৭ সালে জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা মানেই শতভাগ ব্যালট পেপারের নিশ্চয়তা। অন্যদিকে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচন জাতির প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি খায়রুল হকের ১৫তম সংবিধান সংশোধনীর রায় ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার রকিব উদ্দিনদের ভোটারবিহীন সংসদ নির্বাচন পরিচালনা, নুরুল হুদার দিনের আলোর ভোট রাতের বেলা, ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে কারচুপির মাধ্যমে সরকার গঠনের দায়ভার জাতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বহন করতে হবে। এখন আউয়াল কমিশন জনগণের কয়েক হাজার কোটি টাকা নষ্ট বহুল বিতর্কিত ও অবাঞ্ছিত ইভিএম কারসাজি করে আবারো জনগণের ভোটাধিকার হরণে নীলনকশা করছে। এর তীব্র প্রতিবাদ করে ঐসব বন্ধের জন্য জনগণকে রাজপথে নামতে হবে।

সমাবেশে বক্তরা বাংলাদেশে আর কোনো প্রহসনের নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না, রক্ত দিয়ে হলেও আওয়ামী-দুঃশাসনের অবসান ঘটানো হবে বলে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, জনগণ এই দেশে আর কখনও ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো জালিয়াতির নির্বাচন হতে দেবে না। আওয়ামী সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন বা ক্ষমতা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই।

বক্তারা বলেন, আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপনির্বাচনে রাজনৈতিক দলবিহীন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ওপরেও যেভাবে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হামলা করছে তাতে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে এই সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



AFTAB SUPER MARKET
WHERE QUALITY MATTERS

144-01 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Tel- 718-301-8510

HALAL MONITORING SERVICES HMS HALAL CERTIFIED AND MONITORED

FREE PARKING

HALAL MEAT & FISH
BIG SALE
VALID FROM
7/24/23 TO 8/7/23

SHAD KALIJEERA RICE 13.99 10LB
KRISHI KALIJEERA RICE 15.99 10LB
EGN KALIJEERA RICE 19.99 10LB
FATIMA PREMIUM BASMATI 21.99 20LB
LAXMI SELLA P BASMATI 18.99 20LB
CAROLINA RICE 12.99 10LB
COCA-COLA -2 FOR 4.99 2LT
RADHUNI MUSTARD OIL-2 FOR 14.99 1LT
PRAN MUSTARD OIL-2 FOR 14.99 1LT
PRAN MANGO JUICE-3 FOR 5.00 1LT
OLIO VILLA POMACE OIL 15.99 EACH
FU-WANG GOODY NOODLES 2 FOR 6.99 FAMILY PACK
MAGGI NOODLES 2 FOR 5.99 8PACK
BUMBLE BEE LIGHT TUNA 3 FOR 4.99
MAGGI VEGETABLES SOUP 4 FOR 4.99
AK PURE TURMERIC /CHILI/ CORIANDER 3.49 3500M JAR EACH
AK PURE TURMERIC /CHILI 7.99 2.20LB EACH
KOCHUR LOTI 3 FOR 4.99
PUGLISI ORGANIC EGGS 4.99 EACH
JACK'S EGG FARM MEDIUM EGG 4 FOR 5.00
AK PURE PREMIUM COOKIE JAR 4.49 2LB EACH
SUPERIOR CRYSTAL IODIZED SALT 3 FOR 3.99
DELTA RICE 32.99 50LB
RICELAND RICE 25.99 50LB
SWAD VEGETABLE OIL 40.99 EACH
DANO 2500GM 29.99
SWAD GINGER /GARLIC PASTE 3.49 EACH
LAXMI KALA CHANA 2 FOR 4.99 2LB
LAXMI MASOOR DAL 2 FOR 8.99 4LB
PRAN SPECIAL DRY CAKE 2 FOR 4.99
ISPAHANI MIRJAPUR TEA/TAAZA TEA 3.99 400GM EACH
BEEF WITH BONE 3.49 /LB
REGULAR CHICKEN 2.49 /LB
CHICKEN LEGS WITH SKIN 1.29 /LB
CHICKEN BREAST 2.99 /LB
BABY GOAT 8.99 /LB
REGULAR GOAT 5.99 /LB
3KG ROHU 1.99 /LB
3KG MRIGAL 2.99 /LB
RESHMEE HILSHA 1200GM UP 8.49 /LB
SHAHJALAL KESKI 3 FOR 4.99 2500M
SHAHJALAL JUMBO KOI 8.99 /BAG
GOLDA CHINGRI 10 PIECES 13.99
3 PACK CK HILSHA 11.99 EACH PACK
GALLON OF MILK 3.49 EACH

TEL: 718-301-8510

We accept all major credit cards and EBT Food Stamp:
VISA MasterCard DISCOVER BENEFIT

সাহিত্য সাময়িকী

সময়

মাহমুদ কামাল

সময় যেখানে দাঁড়ায়, মোহনায়
সেখানেই রাত্রি জেগে ওঠে
সমস্ত অমার মাঝে
ধ্বনিসাম্য এলোমেলো হয়ে
নতুন ধ্বনির কাছে দাঁড়ানো সময়
শিহরিত হয়
মিথুন মুদ্রায় দ্রুত রাতের নিঃস্বনে
যদিও নদীর স্রোত একাকার তবু
ঢেউগুলো দুর্বিনীত আঘাতে আঘাতে
সময় কি দাঁড়িয়ে ছিল?
দাঁড়ানো সময় টুঁটে গিয়ে
মিশে যায় ঘড়ির কাঁটায়

তাহলে সময়!
চলে যায় নানাভাবে উজানে ভাটায়।

এই শ্রাবণে

রুদ্র সাহাদাৎ

আমাদের আবারও দেখা হবে বলছে মন
আমাদের আবারও কথা হবে বলছে যৌবন
এই শ্রাবণে এসো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
জেগে উঠবো ভালোবাসায়

শ্রাবণের খোলা মাঠে আড্ডা হবে
বৃষ্টি চায়ের কাপে উঠবে ঝড়
ব্যাঙের গান শুনছে কান মেঘলা আকাশ

আজ আবারও বৃষ্টি হবে ঝুম ঝুম ঝুম রিমঝিম রিমঝিম
কতদিন পর হবে দেখা
কতদিন পর কথা ভাবছি তাই
আকুল পরান মগজের ভিতর শৈশব উঁকি দেয়...

কবিতার মৃত্যু

খসরু পারভেজ

একটি কবিতার মৃত্যু হয়েছে সেদিন। মৃত্যুটা ছিল
রহস্যজনক। সুনসান, গোলগাল, নিরূপম কবিতাটি
খেলছিল, হাসছিল নন্দন নগরের গলিতে। বিদ্যুৎপিষ্ট
পাখির মত মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল পথে। অকস্মাৎ তার
মৃত্যুখবরে রাজ্যজুড়ে তোলপাড়। খুন নাকি আত্মহত্যা!

কবিতার মৃত্যু হলে পৃথিবীতে খরা নামে, মানুষগুলো
শৃগালের সঙ্গী হয়ে যায়,স্বপ্ন আর বাস্তবতা একাকার হয়ে
যায় বিষবৃষ্টিতে; একথা স্বপ্নভুক সম্রাট জানতেন।

সারাদেশে শোকপতাকা উড়ছিল। পৃথিবীর রাজন্যবর্গ
পাঠিয়েছিলেন শোকবার্তা। তৃতীয় বিশ্বের অসামান্য
একটি কবিতার জন্য এত উদ্বেগ, এত সমবেদনা-
সহমর্মিতা, কেউই ভাবেনি! স্কুলে স্কুলে- পথে পথে-
পকেটে পকেটে শোকচিহ্ন। অথচ কেউ জানেই না
কবিতাটি কার লেখা, কে এই কবিতার সার্থক জনক।

মহান মরচুয়ারিতে কবিতাটি যখন রাখা হয়েছিল, কেঁপে
উঠেছিল লাশঘর। বাইরে তুমুল হৈচৈ, 'আমার কবিতা,
আমার কবিতা' বলে চিৎকার করছিল অজস্র কবি।
অগণন উপস্থিতি পুলিশ, মিডিয়াকর্মীদের। অন্যদিকে
'কবিতার মৃত্যু নেই'- শ্লোগানে মুখরিত আকাশ বাতাস।

রাষ্ট্রীয় নির্দেশে কবিতাটির পোস্টমার্টেম হবে। পুরো জাতি অপেক্ষায়।
কোনো দীর্ঘসূত্রিতা নয়, দ্রুত চাই তদন্ত
রিপোর্ট; বিশ্ব কবিতা সংঘের পোস্টার, সমূহ বিবৃতি।

অথচ আজ সকাল থেকেই টেলিভিশনের ব্রেকিং নিউজে
প্রচারিত হচ্ছে, কবিতাটির ময়নাতদন্তের দায়িত্বে
নিয়োজিত হাসপাতালটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

চাকা

জহুরুল ইসলাম

পরিত্যক্ত ভবনের গায়ের বটগাছের মতো,
বাতাসে যাই যাই করেও দাঁড়িয়ে থাকে।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ক্লান্ত,
শালিক পাখির ডানার মতো।
চোখ দু'টি সুখ খোঁজে বট পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

কিছু রাত আসে- মায়াবি চঞ্চল,
দ্রুত আছড়ে ভোরের সিথানে।

সে এখন বটফল চোখে চেয়ে থাকে-

খুব ভালো আছি

মুস্তফা হাবীব

রাত কতোটা গভীর হলে
সিঁধেল চোরগুলো শাহানশাহ্ হয়ে যায়
হয়ে যায় ঘুমমগ্ন পৃথিবীতে রাজাধিরাজ!

এখন রাতের সুনসান নীরবতা, নির্বিঘ্ন সিন্ডিকেট

কেড়ে নেয় বাজার থেকে দরিদ্রের ক্ষুদ্র সঞ্চয়।

রাত শেষে সূর্যের আলো ফুটলেও
দিনটাকে ওরা রাত ভেবেই সমুদ্র পাড়ি দেয়।
স্বৈরবৃক্ষ রেইন্ট্রির ছায়াকে পুঁজি করে লুটপাট করে
গড়ে তোলে অভয় অরণ্য, ডায়াসে দাঁড়ায়
বেনেরা সগৌরবে জানান দেয় 'খুব ভালো আছি'।

কাচপোকা

মোস্তফা মঈন

বাতাস কী কিছু ইশারা করল?
তিরতির করে
কোনো শিরীষ পাতা? তবে একটা পাখির কথা
জানি। সে আমাকে প্ররোচনা দেয়
বাইরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে...

মাঠে। কখনো গাছের আগায়
একটা বিরল প্রজাতির পাখি- সে জানত যাদুবিদ্যা
মাঠের সব পোকাদের
আগুন ছাড়াই ঠোঁটের কাছে ডেকে আনত!
সভা বসাত
কাচপোকাদের

একদম বিশ্বাস করত না মা

কদম ফুলের মতো
আমার চুলের ডগা খাড়া ছিল বলে, মা
যেমন মুঠি করে ধরতে মজা পেতেন
বকুনির ভয়ে হেঁচকা টানে সরে পড়তাম না
আমি

কেবল মায়ের মুখে
একটা চুমুর আশায় হা করে তাকিয়ে থাকতাম
এতো ছোট্ট ছিলাম বলে
ছেলেবেলায়
বনের এক গায়ক পাখি- কাচপোকাদের শুনত

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

নিশোর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য নিয়ে এবার ক্ষোভ ঝাড়লেন নিরব



বিনোদন ডেস্ক: 'সুড়ঙ্গ' সিনেমার মাধ্যমে রুপালি পর্দায় পা রেখেছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। নিজের প্রথম সিনেমা মুক্তির পর থেকেই বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলে যাচ্ছেন তিনি। শাকিব খানের বিয়ে, সংসার, সন্তান নিয়ে তো টেলিভিশন শোতে মজা করতেও দেখা গেছে নিশোকে। গত ২১ জুলাই শুক্রবার কলকাতায় মুক্তি পায় নিশোর সিনেমা 'সুড়ঙ্গ'। সিনেমাটির প্রচারণার জন্য কলকাতায় অবস্থান করছেন নিশো। সম্প্রতি ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন তিনি। সেই সাক্ষাৎকারে নিশো মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশে আমি তো সো কল্ড ওই হিরো না যে, বিয়ে করে বউয়ের কথা বলব না, বাচ্চার কথা বলব না।

সেই মন্তব্যের রেশ ধরে নিশোকে প্রশ্ন করা হয়, আপনার ইঙ্গিত কি বিশেষ কারও দিকে? জবাবে নিশো হেসে উত্তর দেন, আমি আমার দর্শনের কথা বলেছি। দর্শনে সংঘর্ষ আসতে পারে। আমি বিবাহিত হলে, সবাইকে বলেই দেব। হয়তো আমার স্ত্রীকে সর্বদা প্রকাশ্যে আনব না। তবে লুকিয়েও রাখব না। ব্যক্তিজীবনকে লুকিয়ে রাখায় বিশ্বাসী নই।

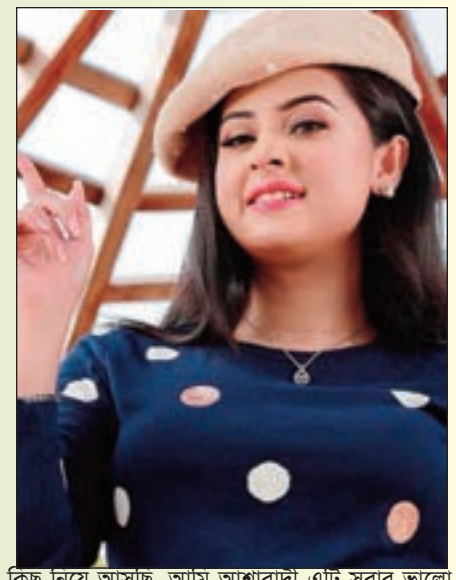
নিশোর মন্তব্যের এই পর্যায় পর্যন্ত অনেকে হয়তো শাকিবের প্রতি প্রচ্ছন্ন খোঁচার গন্ধই পেতেন। কিন্তু এর পর নিশো সরাসরি নাম উল্লেখ করেই একই বিষয়ের অবতারণা করেন, যেখানে বলা হয়েছে আরও দুই বাংলাদেশি অভিনেতা নিরব হোসাইন ও ইমনের নাম। নিশো বলেন, আমার বন্ধু নিরব, ইমন ব্যক্তিজীবনকে অন্তরালে রেখেছেন। সেটি তাদের ক্যারিয়ারে যে খুব সাহায্য করেছে, এমনটি নয়। সুপারস্টার, মেগাস্টার যাই হোক না কেন, তার সবটা মিলিয়ে দর্শক তাকে অনুসরণ করেন। আসলে হিরোর ধারণাটা শুধু আমাদের দেশে আছে। হিরো আসেন, বসেন, একটার জায়গায় পাঁচটা চেয়ার দেওয়া হয়। আমার কাছে হিরো বলাটা বড্ড ফেইক মনে হয়। হিরো এবং অভিনেতার মধ্যে বৈষম্য তৈরি করাটা আমার দর্শন অনুমতি দেয় না। কেউ যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে গায়ে মাখেন, সেটা দুর্ভাগ্যজনক।

আফরান নিশো, নিরব ও ইমন দীর্ঘদিন ধরেই একে অপরের ভালো বন্ধু। শোবিজ জগতে তিনজনের আগমনও প্রায় সমসাময়িক সময়ে। শূন্য দশকের প্রথম দিকে মডেলিং দিয়েই বিনোদন ভুবনে তাদের যাত্রা শুরু হয়। পরে ছোটপর্দা মাতিয়ে তারা সবাই চলচ্চিত্রে নাম লেখান। যদিও তিনজনের মধ্যে বড়পর্দায় নিশোই সবার পরে এসেছে। ব্যক্তিগতজীবনে তিনজনের মধ্যকার সম্পর্কটাও বরাবরই উষ্ণ। তবে ব্যক্তিগতজীবন নিয়ে নিশোর সাম্প্রতিক মন্তব্যে সেই উষ্ণতা কতদিন বজায় থাকবে কে জানে।

নিশোর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যে নিরব হোসাইন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। নিজের ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে নিরব বলেন, দেশের প্রতিটি মিডিয়া আমার বিয়ের নিউজ ও দুই সন্তান জন্ম নেওয়ার সংবাদ প্রকাশ করেছে যথাসময়ে। এই বিষয়টি নিয়ে আমি কখনই কোনো লুকোচুরি করিনি। সেটি মিডিয়ার সবাই জানে। আমার ভক্তরাও জানে, আমি আমার পরিবার নিয়ে কতটা ওপেন এবং হ্যাপি। সেটা আমার সোশ্যাল হ্যান্ডেল খুললেও যে কেউ দেখতে পারেন। অথচ আমার সেই সততাকে গলা টিপে ধরল আমারই বন্ধু নিশো। তাও আবার দেশের বাইরের একটা গণমাধ্যমে গিয়ে।

এর পরই আক্ষেপ করে নিশোর ছোড়া ইটের জবাবে পাটকেল মারেন নিরব। এ চলচ্চিত্র অভিনেতা বলেন, অথচ লজ্জার বিষয় আজ আর না বলেও পারছি না, আমার বন্ধু আফরান নিশো কবে বিয়ে করল, কয়টা বাচ্চা হলো; সেটি আমি আজও জানতে পারলাম না। ভক্তরা দূরের কথা, মিডিয়ার তেমন কেউ জানে বলেও আমার মনে হয় না। কারণ আমি ২০ বছরের পুরনো বন্ধু হয়েও জানি না। সেই নিশো এখন যদি অন্যদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে ফতোয়া দিয়ে বেড়ায়, তা হলে কেমন লাগে বলেন!

এবার আসছে বুবলীর 'তুমি যেখানে, আমি সেখানে'



বিনোদন ডেস্ক: ব্যক্তিগতজীবন নিয়ে টানাপোড়েন চললেও কাজ থেমে নেই বুবলীর। শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে তার নতুন সিনেমা 'তুমি যেখানে, আমি সেখানে'র শুটিং। সিনেমাটি পরিচালনা করছেন দেবাশীষ বিশ্বাস। নির্মাতা জানিয়েছেন, ৭ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে সিনেমাটির শুটিং। এফডিসি এবং ঢাকার আশপাশের লোকেশনে সিনেমার বিভিন্ন সিক্যুয়েন্সের চিত্রধারণ করবেন বলে জানিয়েছেন পরিচালক। বর্তমানে এফডিসির ফ্লোরে চলছে সেট নির্মাণের কাজ। ছোট-বড় মিলিয়ে পাঁচটি সেটের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। এ ছাড়া গানের শুটিংয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন পর্যটন স্থান, যেমন্তকক্সবাজার, সেন্টমার্টিন রয়েছে নির্মাতার পছন্দের তালিকায়। সিনেমার সংগীত আয়োজনে আছেন কলকাতার শ্রী প্রীতম। এরই মধ্যে সিনেমার একটি দ্বৈত গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সংগীতশিল্পী ইমরান ও কোনাল।

সিনেমাটি প্রসঙ্গে নির্মাতা জানান, 'দর্শকদের জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসছি, আমি আশাবাদী এটি সবার ভালো লাগবে।' এ সিনেমায় বুবলীর বিপরীতে অভিনয় করবেন চিত্রনায়ক রোশান। তবে সিনেমাটি মুক্তির তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন পরিচালক।

এবারের ঈদে 'ক্যাসিনো' ও 'প্রহেলিকা' নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন বুবলী। নায়িকা হিসেবে সিনেমার সংখ্যার বিচারে এবার তিনিই এগিয়ে। তবে অভিনয়েও যে বাজিমাত করেছেন, তা দর্শকের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট।

প্রসেনজিৎ-শ্রাবন্তীর শিক্ষক মিথিলা!



বিনোদন ডেস্ক: দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা অভিনীত সিনেমা 'মায়া' চলতি মাসেই টালিউডের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। ছবিতে তার অভিনয় বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে দর্শক ও সমালোচক মহলে। এবার এই অভিনেত্রী শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

টালিউড নির্মাতা শুভ্রজিৎ মিত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরানী'কে বড় পর্দায় নিয়ে আসছেন। এটা অবশ্য পুরনো খবর। তবে নতুন খবর হলো- সিনেমাটির সংলাপ কোচ হিসেবে যুক্ত হয়েছেন মিথিলা। টালিউডের 'মিস্টার ইন্ডাস্ট্রি' খ্যাত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়দের ভাষা শেখাবেন এই অভিনেত্রী।

নির্মাতা শুভ্রজিৎ মিত্র এ ব্যাপারে বলেছেন, 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমায় একেবারে প্রাচীন ভাষা তুলে আনলে সেটা সিনেম্যাটিক হবে না। তাই আমরা একটা মধ্যমপন্থা নেওয়ার কথা ভেবেছি। যেহেতু রংপুর থেকে এই গল্পটা শুরু হয়ে ক্রমশ বৃহত্তর বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে, তাই পূর্ববঙ্গের ভাষার পাশাপাশি পশ্চিমের ভাষাও রাখতে হবে। সেজন্য পূর্ববঙ্গীয় ভাষা সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ করাচ্ছেন মিথিলা এবং অন্যান্য তালিম দিচ্ছেন সোহাগ সেন।

এ বিষয়ে মিথিলা বলছেন, ছবিটার মূল পটভূমি হলো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। যা শুরু হয় বাংলাদেশের রংপুর থেকে। এর পর সেটা গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুবাদে সিনেমার বেশ কিছু চরিত্র বাংলাদেশের আঞ্চলিক টোনে কথা বলবে। সেই চরিত্রগুলোর জন্য সংলাপ লেখা এবং শিল্পীদের উচ্চারণ অনুশীলন করানোই আমার মূল কাজ।

তিনি জানান, এখন চিত্রনাট্য লেখা চলছে, আমি ভয়েস ক্লিপ দিয়ে ইনপুট দিচ্ছি। অক্টোবর নাগাদ সরাসরি ওয়ার্কশপ করব। কাজটি করার সুযোগ পেয়ে আমার ভালোই লাগছে।

শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় 'দেবী চৌধুরানী' ছবিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ধরা দেবেন ভবানী পাঠকের চরিত্রে। ছবিটি বাংলা ছাড়া আরও ছয়টি ভাষায় নির্মিত হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৪ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে টালিউডের সবচেয়ে বড় বাজেটের এই সিনেমা।

সেই মরিয়ম ও নূরের পাশে দাঁড়ালেন পরীমনি



বিনোদন ডেস্ক: বাবা রিকশাচালক রনি সিকদার ফিরোজ প্রতিদিন তার দুই শিশু সন্তান মরিয়ম ও নূরকে ঘরে তালাবন্দি করে রেখে যান। কারণ পরিবারে মা নেই, অবুঝ দুই শিশুকে দেখারও কেউ নেই। ফলে প্রস্রাব ও পায়খানা করে নোংরা করার পরও সেখানেই থাকতে হয় অবুঝ দুই শিশুকে। তবে মরিয়ম ও নূরকে আর এখন তালাবদ্ধ ঘরে থাকতে হচ্ছে না। ইতোমধ্যে রনি সিকদার ফিরোজকে আর্থিক সহায়তা করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। এ ছাড়া তাকে চার্জার রিকশা উপহার দিয়েছেন সহৃদয়বান এক ব্যক্তি। পাশাপাশি অসহায় দুই শিশুকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর পরিচালিত দিবাযত্ন কেন্দ্র দেখভাল করছে।



সহায়তার সেই তালিকায় এবার যুক্ত হলেন হালের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা পরীমনি। অসহায় শিশু মরিয়ম ও নূরকে সহায়তার জন্য বৃহস্পতিবার (২০ জুলাই) দুপুরে স্থানীয় কনটেন্ট নির্মাতা সাব্বির খানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে নিজের আগ্রহের কথা জানান অভিনেত্রী।

সাব্বির খান ও চিত্রনায়িকা পরীমনির ব্যক্তিগত সহকারী দীপু সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কীভাবে সাহায্য করবেন তা রিকশাচালক রনি সিকদার ফিরোজের সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কনটেন্ট নির্মাতা সাব্বির খান বলেছেন, রনি সিকদার ফিরোজের বাসা আর আমার বাসা খুব বেশি দূরত্বে নয়। তাকে নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচারের পর সচরাচর আমার মোবাইলে অনেকেই যোগাযোগ করেছেন। গতকাল এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এসে একটি রিকশা উপহার দিয়ে গেছেন।

তিনি আরও বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে চিত্রনায়িকা পরীমনি রিকশাচালক ফিরোজকে সহায়তার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মূলত তার দুই সন্তান মরিয়ম ও নূরকে তার ছেলে রাজ্যর সঙ্গে লালনপালন করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

সাব্বির খান আরও বলেন, পরীমনি ছোটবেলায় তার মাকে হারিয়েছিলেন, সেই স্মৃতিচারণও করেন। তিনি বলেছেন, শিশু দুটিকে তালাবদ্ধ করে রেখে যাওয়ার প্রতিবেদনটি দেখার পর রাতে তার ঘুম হয়নি। খুবই মর্মস্পর্শী ঘটনা। এ জন্য তিনি চাইছেন, অসহায় এই পরিবারটিকে সাহায্য করতে। সেজন্য প্রথমে রিকশাচালক ফিরোজের সঙ্গে কথা বলতে চান। আলাপ করে ফিরোজের যেটা সুবিধা হবে সেইভাবে সাহায্য করতে আগ্রহী তিনি।

এ বিষয়ে চিত্রনায়িকা পরীমনির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তার ব্যক্তিগত সহকারী দীপু পরীমনির সহায়তার আগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন রনি সিকদার ফিরোজের স্ত্রী মারজান। এ ঘটনায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা মামলায় ৪ মাস ১৮ দিন কারাবন্দি ছিলেন ফিরোজ। পরবর্তীতে প্ররোচনায় সম্পৃক্ত না থাকায় খালাস পান তিনি।

চতুর্থ সন্তানের বাবা হলেন অর্জুন রামপাল

বিনোদন ডেস্ক: পঞ্চাশ বছর বয়সে চতুর্থ সন্তানের বাবা হলেন বলিউড অভিনেতা অর্জুন রামপাল। গত ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তার প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়াডেস। এ প্রেমিক জুটির এটি দ্বিতীয় সন্তান। ইন্ডিয়া টুডে এ খবর প্রকাশ করেছে।

খবরটি জানিয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট দিয়েছেন অর্জুন রামপাল। তাতে তিনি লিখেন, 'আজকে আমি এবং আমার পরিবার আশীর্বাদস্বরূপ একটি পুত্রসন্তান পেয়েছি। আমরা চাঁদের আলোয় ভাসছি। মা-ছেলে দুজনেই সুস্থ আছেন। ডাক্তার ও নার্সদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এত এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।' হ্যাশ ট্যাগ দিয়ে এ অভিনেতা লিখেন, ২০-০৭-২৩।

২০১৮ সালে এক বন্ধুর মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকান মডেল-অভিনেত্রী গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়াডেসের সঙ্গে পরিচয় হয় অর্জুন রামপালের। পরে তা বন্ধুত্ব এবং প্রেমে রূপ নেয়। ২০১৯ সালে অর্জুন রামপালের সন্তানের মা হন গ্যাব্রিয়েলা। প্রথম সন্তানের নাম রেখেছেন অরিক রামপাল। ৪ বছর পর তাদের জীবনে এলো দ্বিতীয় সন্তান। দীর্ঘদিন ধরে লিভ-ইন করছেন অর্জুন-গ্যাব্রিয়েলা। ১৯৯৮ সালে বাঙালি মডেল মেহের জেসিয়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন অর্জুন রামপাল। ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দেন তারা। এ সংসারে মাহিকা রামপাল এবং মায়রা রামপাল নামে দুই কন্যাসন্তান রয়েছে।

১৩ মাস পর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক: ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘ ১৩ মাস এক জায়গায় আটকে ছিল বাংলাদেশ। ২০২২ সালের জুনে প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৯২তম স্থানে নেমে গিয়েছিল বাংলাদেশ। ১৩ মাস পর অবস্থানের পরিবর্তন হলো লাল-সবুজদের। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত ছন্দ দেখায় বাংলাদেশ ফুটবল জাতীয় দল। টানা ৫ আসর গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেয়া লাল-সবুজরা এবার সাফের সেমিফাইনাল খেলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিশ্বকাপখ্যাত টুর্নামেন্টে এটি ১৪ বছর পর সেমিফাইনালে ওঠে বাংলাদেশ। জামাল-জিকোদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের ছাপ পড়েছে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে। ৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল র‍্যাঙ্কিংয়ের সবশেষ হালনাগাদ প্রকাশ করে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। ১৮৯তম স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

রেটিং পয়েন্ট ৮৯২.৪। আগে ৮৮৯.৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ ছিল ১৯২তম স্থানে। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রথম ম্যাচে লেবাননের কাছে ২-০ গোলে হারে বাংলাদেশ।

এরপরই জামাল ভূঁইয়াদের দাপুটে প্রত্যাবর্তন। দ্বিতীয় ম্যাচে মালদ্বীপকে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করে বাংলাদেশ। এরপর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভুটানের বিপক্ষেও বড় জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। ৩-১ গোলে ভুটানকে হারিয়ে 'বি' গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা রাকিব-মোরসালিনরা শেষ চারে হেরে যায় শক্তিশালী কুয়েতের কাছে। সেমিতে হারলেও ম্যাচের অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত সমানতালে লড়াই করে বাংলাদেশ। মালদ্বীপ, ভুটান- দুই দলই র‍্যাঙ্কিংয়ের সামনের দল হওয়ায় তাদের হারানোয় পয়েন্ট বেড়েছে বাংলাদেশের। যার সুবাদে উন্নতি হয়েছে র‍্যাঙ্কিংয়ে। সাফের ফাইনালিস্ট কুয়েত র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি করেছে ৪ ধাপ। তাদের অবস্থান এখন ১৩৭। সাফজয়ী ভারত এক ধাপ এগিয়ে ৯৯তম স্থানে রয়েছে।



নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে কোনো পরিবর্তন হয়নি। শীর্ষে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। দুইয়ে ফ্রান্স, তিনে ব্রাজিল। এরপর যথাক্রমে ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস, ইতালী, পর্তুগাল এবং স্পেন রয়েছে সেরা দশে। ১৮৯তম স্থানে ওঠা বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ৮৯২.৪৪। এক ধাপ সামনে থাকা কুক আইল্যান্ডসের পয়েন্ট ৮৯৯.৩৩। র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি ঘটলেও সাফের সাত দেশের মধ্যে এখনো পাঁচে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। তালিকায় বাংলাদেশের পেছনে শুধু পাকিস্তান (২০১) ও শ্রীলঙ্কা (২০৪)।

কেবল ফিট থাকলেই খেলতে পারবেন তামিম

স্পোর্টস ডেস্ক: অবসরের নাটকীয়তা শেষে তামিম ইকবাল পেয়েছেন দেড় মাসের ছুটি। এরই মধ্যে সপরিবারে অবকাশ যাপনে গেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। এরপর ইংল্যান্ড যাবেন, নিজের ইনজুরির অবস্থা নিয়ে চিকিৎসক দেখাবেন। সেখান থেকে ফিরেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আলোচনায় বসবেন ওয়ানডে অধিনায়ক। কী আলোচনা হবে তার সঙ্গে! একটি সংবাদমাধ্যমকে তামিম ইকবাল জানিয়েছেন সেই আলোচনার ওপরই নির্ভর করছে অনেক কিছু! তবে বিসিবি ও নানা সূত্রে জানা গেছে সেখানে আলোচনার মূল বিষয় হবে তার ওয়ানডে নেতৃত্ব। এছাড়াও প্রধান কোচ হাথুরুসিংহে ও দলের সিনিয়র ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়েও। জানা গেছে সেখানেই তিনি জানিয়ে দিবেন এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে অধিনায়ক হিসেবে খেলবেন নাকি ওপেনার হিসেবেই দলের সদস্য হবেন। একটি সূত্রে জানা তামিম নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে সাধারণ ক্রিকেটার হিসেবেই খেলবেন। তবে আপাতত এর সবই গুঞ্জন। বিসিবি তার সঙ্গে আলোচনার অপেক্ষায় আছে। বিসিবি'র ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস আরো একবার জানালেন এমনটাই।



সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন, 'তামিম ২৬ তারিখ লন্ডন যাচ্ছে। ওখানে চিকিৎসার পর তার অবস্থা জেনে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তার পরিকল্পনা হলো ৩১ তারিখের মধ্যে সে দেশে ফিরবে। এরপর তার বর্তমান শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে পরবর্তীতে কী সিদ্ধান্ত আসবে।' অন্যদিকে জানা গেছে অবসর নিয়ে নাটকীয়তা, সবশেষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ- কোনটাই ভালো ভাবে দেখেনি বিসিবি। যে কারণে তামিম ফিট না থাকলে তাকে কোনভাবেই সুযোগ দেয়া হবে না এটা নিশ্চিত। তবে এমনটা জালাল ইউনুস সরাসরি না বললেও জানিয়েছেন তারা তামিমের সিদ্ধান্তের জন্যই অপেক্ষা করছেন। তিনি বলেন, 'আশা করি তার প্ল্যান অনুযায়ী সে ৩১ তারিখের মধ্যে দেশে ব্যাক করবে। সো লেট আস ওয়েট ফর দ্যাট, দেখি তার সিচুয়েশন কি দাঁড়ায়। তার বর্তমান স্বাস্থ্য কী বলে, সে যখন আমাদের জানাবে তখন আমরা সিদ্ধান্ত নেবো।' কোনও অনফিট ক্রিকেটার দলে জায়গা পাবে না বলেও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন জালাল ইউনুস। আর সেই ক্ষেত্রে বিসিবি'র মেডিক্যাল বিভাগের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

তিনি বলেন, 'এটা মেডিক্যাল বিভাগ সিদ্ধান্ত নিবে কোন ক্রিকেটারদের দলে রাখা হবে বা হবে না। যখন একটা দল খেলে তখন অবশ্যই ফুল ফিটনেস নিয়েই খেলে।' মাহমুদউল্লাহর ভাগ্য নির্বাচকদের হাতে অন্যদিকে জাতীয় দলে ফিরতে অনুশীলন শুরু করেছেন দলের সিনিয়র ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। তবে এই বছর মার্চে ইংল্যান্ড সিরিজের পর থেকে তিনি নেই জাতীয় দলে। গুঞ্জন রয়েছে তাকে বাদ দিয়েই হাথুরুসিংহে সাজাচ্ছেন তার এশিয়াকাপ ও বিশ্বকাপ দল। প্রায় ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ২১৮টি ওয়ানডে ম্যাচ। তবে তার ফিটনেস ও ফর্মের দিক বিবেচনায় এনে শেষ পর্যন্ত তাকে নীরবেই বাদ দেয়ার পরিকল্পনা হয়তো বিসিবি'র। তবে এ নিয়ে জালাল ইউনুস সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। রিয়াদের ভাগ্য তিনি সরাসরি ছেড়েছেন নির্বাচকদের হাতে। তিনি বলেন, '(মাহমুদউল্লাহ) এটা সিদ্ধান্ত নিবে নির্বাচক কমিটি।' ভ্রমণে কষ্ট জেনেও এসিসির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে বিসিবি অবশেষে এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশ করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি)। তবে আসরের আয়োজক দেশ পাকিস্তানের হাইব্রিড মডেল এর পরিকল্পনার কারণে নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে খেলা হবে শ্রীলঙ্কায়ও।

গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলে পরের ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হতে টাইগারদের উড়াল দিতে হবে পাকিস্তানে। ভ্রমণক্লান্তি তো আছেই, তার সাথে মানিয়ে নিতে হবে কন্ডিশন। সবমিলিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশ। জালাল ইউনুস জানিয়েছেন, ভ্রমণ সহজ করতে চার্টার্ড

মেসির গোলে কাঁদলেন বেকহ্যাম

স্পোর্টস ডেস্ক: লীগ কাপের ম্যাচে ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ড্র হতে চলা ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নামলেন লিওনেল মেসি। দেখালেন ম্যাজিক। শেষ মুহূর্তে ম্যাজিশিয়ান লিওনেল মেসি অবিশ্বাস্য এক ফ্রি কিকে খাদের কিনারায় থাকা ইন্টার মিয়ামিকে এনে দিলেন আকাঙ্খিত জয়। আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের এই গোলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি মিয়ামির মালিক ডেভিড বেকহ্যাম। ফোর্ট লডারডেলের ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে লীগ কাপের ম্যাচে প্রথমার্ধে ৪৪তম মিনিটে এগিয়ে যায় ইন্টার মিয়ামি। গোলটি করেন মিয়ামির ফিনিশ উইঙ্গার রবার্ট টেইলর। ৫৪তম মিনিটে বদলি হিসেবে নামেন লিওনেল মেসি। তার ১১ মিনিট পরই গোল খেয়ে বসে ইন্টার মিয়ামি।



ক্রুজ আজুলের হয়ে সমতাসূচক গোলটি করেন মেক্সিকান উইঙ্গার উরিয়েল অ্যান্তুনা। সেই গোলের পর নিজের শরীর চাপড়ে আফসোস করতে দেখা যায় মেসিকে। ম্যাচ যখন নিশ্চিত ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছিল তখনই ম্যাজিক দেখালেন আর্জেন্টাইন ম্যাজিশিয়ান। ৯০+৪ মিনিটে ফ্রি কিক আদায় করে নিয়ে স্বভাবসুলভ শটে কোণার জাল খুঁজে নেন মেসি। লাফিয়েও বলের নাগাল পাননি আজুল গোলরক্ষক আন্দ্রেস গুদিনো।

সেই গোলের পর গোটা ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ে। ফোটানো হয় আতশবাজি। কোচ টাটা মার্টিনোর চেহারায় দেখা দেয় চওড়া হাসি। তবে ইন্টার মিয়ামির কো-ওনার ডেভিড বেকহ্যাম দলের জয়ে বুনো উল্লাস করেননি। আবেগে কেঁদে ফেলেন মাঠে বসেই। ভিডিওতে দেখা যায়, স্ত্রী ভিক্টোরিয়ার হাত ধরে আছেন বেকহ্যাম। আর তার চোখ জোড়া আনন্দ অশ্রুতে ছলছল করছিল।

বেকহ্যাম কাঁদবেনই বা না কেন? নতুন স্বপ্ন নিয়েই যে লিওনেল মেসিকে ইন্টার মিয়ামিতে ভিড়িয়েছেন তিনি। আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে বরণ করে নিতে নিজে ক্রেনে চড়ে তার ম্যুরাল অঙ্কন করেছেন। আর বেকহ্যামের আস্থার প্রতিদান তো অভিষেকেই দিলেন মেসি। ম্যাচ শেষে ইন্টার বেকহ্যাম জানান, যখন ফ্রি কিক পেলো মিয়ামি, তার বিশ্বাস ছিল মেসি গোল পাবেন।

বেকহ্যাম বলেন, সত্যি বলতে, যখন দেখলাম আমরা ফ্রি কিক পেয়েছি, আমি ভাবছিলাম, এমন সুন্দরভাবেই (গোল) ম্যাচের শেষ হতে পারে।

মেসির সঙ্গে ইন্টার মিয়ামিতে অভিষেক হয় সার্জিও বুসকেটসেরও। বেকহ্যাম বলেন, 'বিশেষ করে মাঠে যখন মেসি এবং সার্জিওর (বুসকেটস) মতো খেলোয়াড় থাকবে... তারা দেখিয়েছে তারা কী পারে।' বেকহ্যাম বলেন, আজকের রাতটা আমাদের সমর্থকদের জন্য দারুণ রোমাঞ্চের। তারা সবাই এখানে এসেছে শুধু মেসির অভিষেক দেখতে। তার পারফরম্যান্সও দেখা হয়ে গেলো। সত্যি বলতে, বুসকেটসও দারুণ ছন্দ দেখিয়েছে।

এক মাস আগে ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেয়ার ঘোষণা দেন লিওনেল মেসি। আন্তর্জাতিক বিরতি এবং ছুটি শেষে সদ্যই যোগ দিয়েছেন এমএলএস ক্লাবটিতে। গত ১৬ জুলাই আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় ইন্টার মিয়ামি। তার ৬ দিনের মাথায় চোখ জুড়ানো পারফরম্যান্স দেখালেন মেসি।



‘কৃষ্ণসাগর শস্যচুক্তি’ ভেঙে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়বে অনেক দেশ



ঢাকা ডেস্ক, ২২ জুলাই : বিশ্বের অন্যতম প্রধান শস্য ও তেলবীজ উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত ইউক্রেন। সেই দেশের উৎপাদিত খাদ্যশস্য চাহিদা মেটায় প্রায় ৪০ কোটি মানুষের। শুধু তাই নয়, মোট খাদ্যশস্যের দুই-তৃতীয়াংশ আসে শুধু ইউক্রেন থেকে। এসব তথ্য জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ডব্লিউএফপি) থেকে ওঠে এসেছে।

এদিকে ইউক্রেনের ৯০ শতাংশ রপ্তানি হয় কৃষ্ণসাগর রুটে। এর বাইরে সমুদ্র পথে দেশটির বিকল্প আর কোনো পথ নেই। গত বছর ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে রাশিয়ার অভিযান শুরুর পর পরই দেশটি থেকে শস্য রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

এর পর জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় গত বছরের জুলাই মাসে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যেও কৃষ্ণসাগর শস্যচুক্তি নামে একটি চুক্তিসই হয়। এতে চালু হয় বিশ্বের ‘রুটির ঝুড়ি’খ্যাত ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি। খবর আলজাজিরা।

পরে আরও কয়েকবার উভয়পক্ষ চুক্তিটি নবায়ন করে। এ যাত্রায় গত সোমবার (১৭ জুলাই) ছিল চুক্তিটি নবায়নের শেষ দিন। রাশিয়া বেশ আগে থেকেই চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় মস্কো। পুতিন প্রশাসনের অভিযোগ, চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়ার সার ও শস্য রপ্তানি সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি।

এর আগে যুদ্ধের ফলে দেশটির এসব পণ্য রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্যের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। তবে শস্যচুক্তি খাদ্যপণ্যের দাম কমিয়ে আনতে বেশ সাহায্য করেছিল।

লেবানন, পাকিস্তান, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া ও ইয়েমেনের মতো দেশে সহায়তা হিসেবে জাতিসংঘে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) যে পণ্য পাঠিয়েছিল, সেখানেও ইউক্রেন ৭ লাখ ২৫ হাজার ২০০ টন বা দুই দশমিক ২ শতাংশ সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই চুক্তি ভেস্তে যাওয়ায় গোটা বিশ্বে খাদ্য সংকট সৃষ্টির পাশাপাশি লাগামহীন হয়ে পড়বে খাদ্যের দাম। ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে গম, আটা ও ময়দা ছাড়াও এসব পণ্যের তৈরি সব খাবারের দাম। চরম অনিশ্চয়তায় পড়বে খাদ্য নিরাপত্তা।

বৈশ্বিক খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা প্রোগ্রামের পরিচালক কেটলিন ওয়েলস এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ চুক্তি নবায়ন না হলে বিশ্বব্যাপী খাদ্যের দাম ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে আমদানি নির্ভর দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়বে। কেননা অন্য উৎস থেকে আমদানি আরও সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল হবে। ফলে খাদ্যের সংকট এবং দাম বৃদ্ধি অবধারিত।

চুক্তি থেকে মস্কোর বের হয়ে যাওয়া নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস এরই মধ্যে উদ্বেগ জানিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনের সঙ্গে করা শস্যচুক্তি থেকে রাশিয়ার বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে বিশ্বের কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ বিপাকে পড়বে।

যেসব দেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে

শস্যচুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে অবরুদ্ধ ইউক্রেনীয় শস্য রপ্তানির পথ সুগম করে বিশ্বের খাদ্য সংকট দূর করা। সবশেষ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত চুক্তির অধীনে ইউক্রেন প্রায় ৩ কোটি ২০ লাখ টন শস্য ও অন্যান্য খাবার সরবরাহ করেছে।

যুদ্ধের আগে ইউক্রেন সাধারণত ২ কোটি ৫০ লাখ থেকে ৩ কোটি টন শস্য রপ্তানি করত।

রাশিয়া চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোয় ইউক্রেনের খাদ্য শস্য রপ্তানি ও সরবরাহ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তার ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

সবচেয়ে বিপর্যয়কর প্রভাব পড়বে সেসব দেশের ওপর, যারা ইউক্রেনীয় শস্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ-সংঘাত ও অন্যান্য কারণে এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশই এরই মধ্যে চরম খাদ্য সংকট মোকাবিলা করছে।

বিশ্বে প্রতিবছর যত গম উৎপাদন হয় তার প্রায় ১০ শতাংশই উৎপাদন করে ইউক্রেন। আর ভুট্টা উৎপাদন করে ১৫ শতাশ। আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোই ইউক্রেনের এসব শস্যের প্রধান ক্রেতা। কম মাথাপিছু আয়ের এই দেশগুলোতে এরই খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘের তথ্য-উপাত্ত বলছে, ইউক্রেনের খাদ্যশস্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল দেশগুলোর তালিকার প্রথম দিকেই রয়েছে লেবানন, পাকিস্তান, লিবিয়া, ইথিওপিয়া, তিউনিশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো। মধ্যপ্রাচ্যের লেবানন ও এশিয়ার পাকিস্তান খাদ্য সংকটের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকটও রয়েছে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

পবিত্র কুরআন অবমাননা: সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করল ইরাক

ঢাকা ডেস্ক, ২২ জুলাই : সুইডেনে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর ঘটনায় বাগদাদে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছে ইরাক। এর আগে বাগদাদে সুইডেনের দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করেন শত শত মানুষ। আগুন দেওয়া হয় দূতাবাস ভবনে।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল-সুদানির দপ্তর থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলা হয়, সুইডেনের রাষ্ট্রদূতকে অবিলম্বে ইরাকের ভূখণ্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআন পোড়ানো, ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করা এবং ইরাকের পতাকায় আগুন দেওয়ার আয়োজনে অনুমতি দিয়েছে সুইডেন সরকার। এর প্রতিবাদে দেশটির রাষ্ট্রদূতকে ইরাক ছাড়তে বলা হয়েছে।

গত বুধবার রাতে কয়েকশ বিক্ষোভকারী বাগদাদে সুইডেনের দূতাবাসের সামনে জড়ো হন। একপর্যায়ে তারা দূতাবাস ভবনে আগুন ধরিয়ে দেন। তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের নর্দার্ন রেলওয়ে স্কয়ার নামে এলাকায় অবস্থিত তুরস্কের দূতাবাস। সম্প্রতি দূতাবাসের সামনে রাসমুস পালুদান নামের এক ব্যক্তি কুরআন শরিফে আগুন দিয়েছেন। পালুদান

ডেনমার্কের কট্টর ডানপন্থি রাজনৈতিক দল হার্ডলাইনের নেতা। পবিত্র কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে এ বিক্ষোভে নেমেছিলেন ইরাকের শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু মুক্তাদা আল-সদরের সমর্থকরা।



SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ল'অফিস অব
রুমা জান্নাতুল
ইমিগ্রেশন ল' অফিস
কানুন কার্যালয়

- ইমিগ্রেশন
  * গ্রীন কার্ড * সিটিজেনশিপ
  * এসাইলাম * আপিল
  * I-130 * বিজনেস ইমিগ্রেশন
- ডিভোর্স / ম্যাট্রিমনিয়াল
  * চাইল্ড সাপোর্ট * কাস্টডি
- এক্সিডেন্ট এন্ড ইনজুরি
- রিয়েল স্টেট ক্লোজিং
- ল্যান্ডলর্ড এন্ড ট্যানেন্ট
  * ইভেকসান
- সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস



৬ দিনই খোলা

এটর্নী জান্নাতুল রুমা
জুরিস ডক্টর
এটর্নী এ্যাট ল' (নিউইয়র্ক)

বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা প্রদান

(516) 549-6707
(718) 427-1233
37 11 74th Street,Suite # F2
Jackson Heights, NY 11372
rumalawny@gmail.com
www.rumalawny.com



তুরস্কে যাচ্ছেন নেতানিয়াহু, এরদোগানের সঙ্গে যেসব বিষয়ে হতে পারে আলোচনা

ঢাকা ডেস্ক, ২২ জুলাই : ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তুরস্ক সফরে যাচ্ছেন ২৮ জুলাই। এই সফরে তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের সঙ্গে বৈঠক করবেন। উভয় নেতার কার্যালয় বৃহস্পতিবার রাতে এই তথ্য জানিয়েছে।

ফিলিস্তিনি নেতা মাহমুদ আব্বাসও তুরস্ক সফরে যাচ্ছেন। ২৫ জুলাই তার তুরস্ক সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় এই তথ্য জানিয়েছে। অর্থাৎ মাহমুদ আব্বাসের তুরস্ক সফরের দিন কয়েকের মাথায় দেশটিতে যাবেন নেতানিয়াহু।

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, এরদোগান একই সপ্তাহে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট আব্বাস ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে তার দেশে স্বাগত জানাবেন। আলোচনায় থাকবে তুরস্ক-ফিলিস্তিন সম্পর্ক, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সবশেষ পরিস্থিতিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় নেতানিয়াহুর আসন্ন তুরস্ক সফরের তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। ২০০৮ সালে এহুদ ওলমার্টের পর এই প্রথম কোনো ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী তুরস্ক সফরে যাচ্ছেন।

তুরস্কের এ কূটনৈতিক তৎপরতা এমন একসময় এলো, যখন ফিলিস্তিন-ইসরাইল শান্তি প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়েছে। বাড়ছে সহিংসতা।

তুরস্ক-ইসরাইলের মধ্যে বেশ কয়েক বছর ধরে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। গত বছরের আগস্টে তারা পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় চালুর ঘোষণা দেয়।

গত এক বছরে তুরস্ক-ইসরাইলের মধ্যকার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এ সময় ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগসহ বেশ কয়েকজন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা তুরস্ক সফর করেছিলেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com









সুরের মূর্ছনায় নিউইর্য়কবাসী উপভোগ করলো বিপা'র মনোরোম সন্ধ্যা

আশরাফুল হাবিব মিহির: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)'র উদ্যোগে নিউইর্য়কের কুইন্সের উডসাইডের পি.এস ১২ এর অডিটরিয়ামে গেলো সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হলো বিপা কনসার্ট সিরিজ জলসা প্রেজেন্টস- সুরের মূর্ছনা। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শফিকুল ইসলাম, তানজিন আখতার সানি, অনন্ত প্রত্যয় ও অজেয় অর্ক।

বিপা'র আমন্ত্রণে ফ্লোরিডা থেকে এই সঙ্গীত পরিবারটি নিউইয়র্কে আসেন গান শোনাবার জন্য। শফিকুল ইসলাম ও তানজিন আখতার সানির সন্তান অজেয় অর্ক ও অনন্ত প্রত্যয়। আমেরিকার নিউইর্য়কে জন্ম এবং বড় হয়ে উঠা এই জমজ ভাইদের অসাধারন বাংলা গান, হলভর্তি দর্শক প্রাণভরে উপভোগ করলেন।

অনন্ত প্রত্যয় শোনালেন- দেখো আলোয় আলো আকাশ, যেতে যেতে পথে হলো দেরি, বোঝেনা সে বোঝেনা, তুম হি হো, আবার এলো যে সন্ধ্যা এবং অজেয় অর্ক গাইলেন- শোনো গো দক্ষিণ হাওয়া, কিসি নজর কো তেরা, মন মাঝিরে, ওরে প্রিয়া। বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে তারা প্রায় ১০টি গান পরিবেশন করেন।

আর শফিকুল ইসলাম গাইলেন- সেইতো আবার কাছে এলে, কেঁদে কেঁদে কি হবে, এই দিন থাকবেনা। শফিকুল ইসলামের কথা ও সুরে- ইশারায় আমায় যদি, তুমিতো বদলে গেছো দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশন করেন শফিকুল ইসলাম ও তানজিন আখতার সানি।

অনুষ্ঠান শেষে শফিকুল ইসলাম ও তানজিন আখতার সানি আয়োজক সংগঠন বিপা সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ফ্লোরিডা থেকে আমরা এসেছি প্রাণের শহর নিউইয়র্কে, প্রাণের মানুষদের গান শোনাতে। ভালোবাসার টানে, গানের টানে ভবিষ্যতে আবারও আসব।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিপা'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সেলিমা আশরাফ এবং উপস্থাপনার ছিলেন গোপন সাহা। এছাড়াও কি-বোর্ডে সাইফুল আলম মিঠু, গীটারে মো: ইমরান খান চন্দন, তবলায় পিনাক পানি গোস্বামী, অক্টোপ্যাডে মনতোষ দে মিথুন ও সাউন্ডে ছিলেন বিডি সাউন্ডের নিবিড় খান।

সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কে ৫ রুটে ফ্রি বাস সার্ভিস

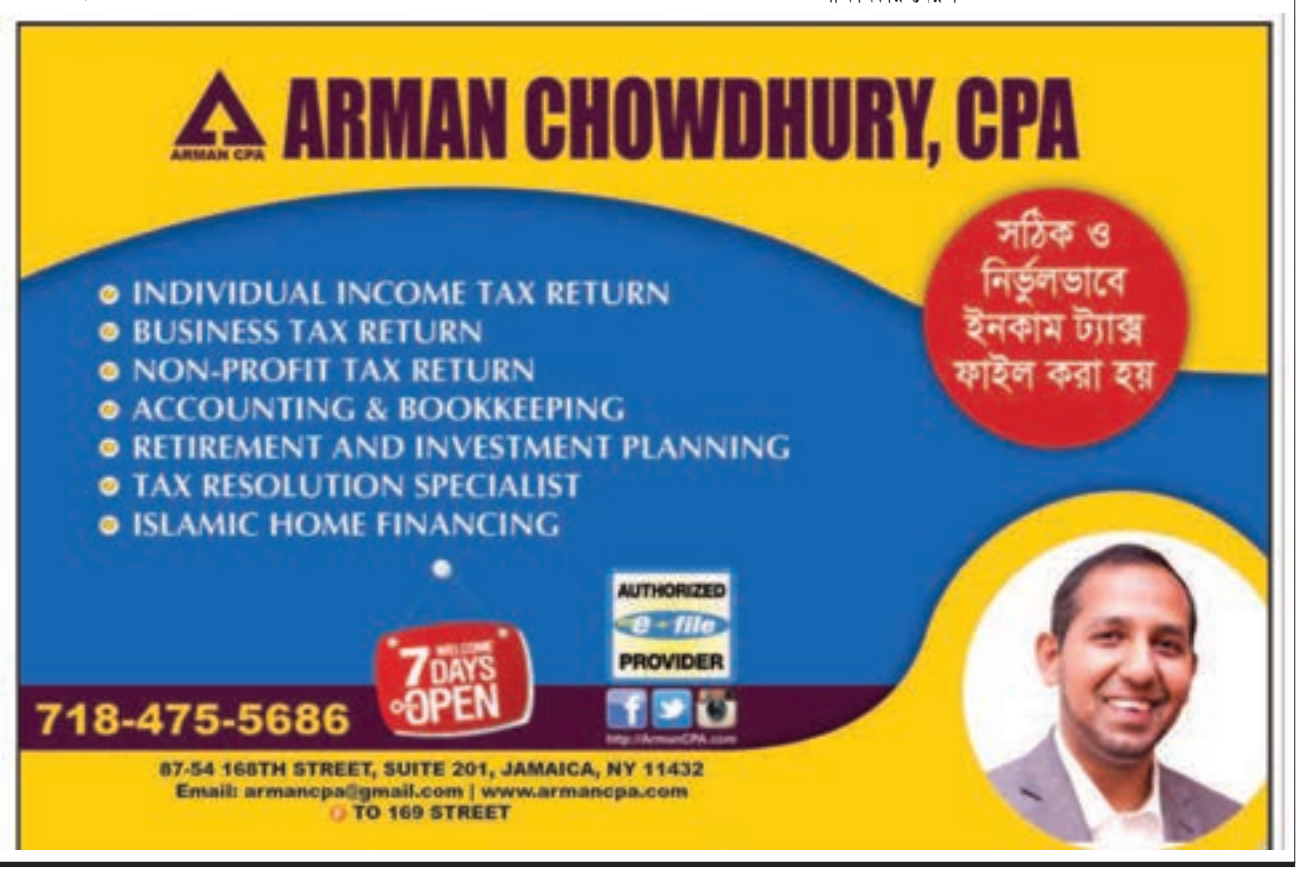
বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ গভর্নর ক্যাথি হোকুল সোমবার ঘোষণা দিয়েছেন যে, নিউইয়র্কে পাঁচটি বাসরুট চালু করা হবে যাতে বিনামূল্যে ভ্রমণ করতে পারবেন যে কোনো যাত্রী। পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে এই রুটগুলো চলবে। নগরের প্রতিটি বোরোতে একটি করে বাস বিনামূল্যে যাত্রীবহন করবে। এগুলো হচ্ছে বিএক্স ১৮ (এ এবং বি) বি ৬০, এম১১৬, কিউ৪ (লোকাল ও লিমিটেড) এবং এস৪৬ ও এস৯৬। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। এবং প্রাথমিকভাবে ৬ থেকে ১২ মাস এই পাইলট কর্মসূচি চলবে যার আওতায় ৪ লাখ ৯৩ হাজার যাত্রীকে প্রতিদিন সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। মেট্রো ট্রানজিট অথরিটি- এমটিএ এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।

এমটিএ-কে নিউইয়র্ক সিটির লাইফব্লাড হিসাবে উল্লেখ করে গভর্নর বলেন, আমি অত্যন্ত গর্বিত যে এমটিয়ে তার যাত্রির সংখ্যা ফের প্যানডেমিকের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এই বিনামূল্যের বাস পাইলট রুটগুলো চালু করে আমরা গোটা সিটি জুড়ে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতছি। আর এর মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কারদের জন্য ভালো যাত্রী সেবা ও সমতার সুযোগও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে, বলেন গভর্নর। এই বাসগুলো যখন চলবে তখন তাতে 'ফেয়ার ফ্রি' কথাটি লেখা থাকবে। এছাড়া থাকবে সবুজ ও কালো রঙের সাইনেজ, ডিজিটাল সাইনেজ, আর ফেয়ারবক্স ও ওএমএনওয়াই রিডারস কাভার দিয়ে ঢাকা থাকবে, বলা হয়েছে একটি বিজ্ঞপ্তিতে। অন্য বাস কিংবা সাবওয়ে ট্রান্সফার নেওয়া হলে তা বিনামূল্যে হবে না। বাসে জন চলাচল, ভাড়ার মূল্যায়ন, সেবার পর্যাপ্ততা, সমতা ও স্বল্পআয়ী মানুষের বসবাসের স্থানগুলো বিবেচনায় রেখে এই রুটগুলো চালু করা হয়েছে। নিউ-ইয়র্ক সিটি ট্রানজিটের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ড্যাভি বিবৃতিতে বলেন, আমাদের টিমগুলো কঠোর পরিশ্রম করে নিউ-ইয়র্কারদের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে এই রুটগুলো নির্ধারনে সহায়তা করেছে।

কাউন্টার টেরোরিজমে নারী ডেপুটি কমিশনার পেলো এনওয়াইপিডি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আমেরিকান পোলিসিংয়ের সবচেয়ে বড় কাউন্টার টেরোরিজম ইন্টলিজেন্স গ্যাদারিং অপারেশন তার নতুন নেতৃত্ব পেলো। এবং প্রথম কোনো নারী এই দায়িত্ব পেলেন। এনওয়াইপিডির ডেপুটি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন রেবেকা উইনার। চরমপন্থি, আইসিস, আল-কায়েদা কিংবা সাইবার টেরোরিজমসহ অন্যান্য অপরাধীদের জন্য সেটি অবশ্য নতুন কোনো নাম নয়। রেবেকা দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছেন জন মিলারের স্থলে। ২০০৬ সালে রেবেকা উইনার এনওয়াইপিডি'র গোয়েন্দা বিভাগে যোগ দেন এবং ক্রমাগত পদোন্নতির মধ্য দিয়ে জন মিলারের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এনওয়াইপিডির বর্ণ ও জাতিগত সঙ্কট মোকাবেলায় গঠিত বিশেষ স্কোয়াডে তিনি ছিলেন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি নাম। এনবিসির রিপোর্ট বলেছিলো, রেবেকার নেতৃত্বাধীন এনওয়াইপিডি অ্যানালিস্ট টিমই প্রথম ৬ জানুয়ারী হামলার তথ্য ক্যাপিটল পুলিশের কাছে পাঠিয়েছিলো। নাইন ইলেভেনের পরপরই এনওয়াইপিডিতে যোগ দেন রেবেকা। তখন থেকেই এইনওয়াইপিডির গোয়েন্দা তথ্যা বিশ্লেষণে করে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত করার দায়িত্ব পান। এছাড়া বন্দুক হামলা ও অপরাধী তৎপরতার বিরুদ্ধেও তার বিশ্লেষণগুলো এনওয়াইপিডিকে সহায়তা করে আসছে। এছাড়াও সন্ত্রাসবিরোধী বৈশ্বিক আলোচনা, সেমিনার কনফারেন্সগুলোতেও যোগ দেন রেবেকা উইনার। সংবাদ মাধ্যমে বেশ কিছু সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন তিনি। ৯/১১ এর ২০ বছর পূর্তিতে এনবিসি নিউজ তার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নেয়।





আলহামদুলি'আল্লাহ-এর মর্মকথা

(শেষের পাতার পর)

মালিক ।"(সুরা ফাতিহা:১-৩) আল্লাহর স্মরণের এটি দ্বিতীয় বাক্য । প্রথম বাক্যটি হলো, সুবহানা'আল্লাহ । যাকে ইসলামী পরিভাষায় তাসবীহ বলা হয় এবং আলহামদুলি'আল্লাহকে বলা হয় তাহমীদ বা কালিমাতুশ শোকর । আল্লাহর গুণাগুণ বর্ণনা করা প্রতিটি মানুষের জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির রীতি-নীতি । সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবার্যভাবে মানুষ কয়েকটি সুফল লাভ করতে পারে । এক: মানুষ অনেক খারাপ কাজ থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে । কারণ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে এ কথা চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, যথার্থই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সংগত অধিকার তার আছে কি না । দুই: বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নেবে । সে সব সময় নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে । তিন: এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে । তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে । শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে । বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ফিরে তখন আল্লাহও বান্দার দিকে ফিরেন, এটাই আল্লাহর রীতি । পৃথিবীতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন অসংখ্য নিয়ামতরাজি দান করেছেন যা গুণে শেষ করা যাবে না । আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও তাহলে গুণতে পারবে না । আসলে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময় ।"(সুরা নাহল:১৮) এই অসংখ্য নিয়ামতের জন্য যদি আমরা সারাজীবন তাঁর প্রশংসা করতে থাকি, তথাপি তাঁর একটি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা যাবে না । এ জন্য আমাদের জীবন ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, সারাক্ষণ কোন না কোনভাবে যেনো মুখ থেকে আল্লাহর যিকরের শব্দ বেরিয়ে আসে । যে কোন কথা-বার্তা ও কাজে-কর্মেচেতনে-অবচেতনে আল্লাহর নাম চলে আসবে । তবে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয় । কোন লোকের মধ্যে এরূপ অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টি হয় না যতক্ষণ তার হৃদয়ে আল্লাহর চিন্তা-খেয়াল সম্পূর্ণ দৃঢ়মূল হয়ে না যাবে । চেতনার স্তর হতে অবচেতন ও অনবচেতন পর্যন্ত আল্লাহর চিন্তা গভীর হয়ে গেলেই একজন লোকের এ অবস্থা হতে পারে যে সে যে কাজই করবে আর যে কথাই বলবে তাতে আল্লাহর নাম সে অবশ্যই উচ্চারণ করবে । যেমন খাওয়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ, খাওয়ার পর আলহামদুলিল্লাহ, বিছানায় যেতে এবং শয্যা ত্যাগের সময় আল্লাহকে স্বরণ করবে । সাধারণ কথা বার্তায় মুখে বারে বারে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশায়াল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহান'আল্লাহ, যাযাকা'আল্লাহ ও অনুরূপ অর্থের অন্যান্য শব্দ বা বাক্যবের হতে থাকবে । নিজের সকল ব্যাপারে আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের প্রার্থনা করবে । আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করবে । বিপদ-মুসিবত ও বিভিন্ন জটিলতার জন্যকেবলমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ করবে এবং আল্লাহরই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে । রাসুল স: যে কোন বিপদে-মুসিবতে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন । মোট কথা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে ও দুনিয়ার সব কাজ করতে আল্লাহর স্বরণ-আল্লাহর নাম করাই হবে তার স্থায়ী নিয়ম । প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে ইসলামী জীবনের প্রাণশক্তি ।

আল্লাহর শোকর গোজার করবেন, নয়তো কুফরে লিপ্ত হবেন, এ দূয়ের মাঝে তৃতীয় কোন অবস্থান কারো জন্য তৈয়ার করা হয় নাই । শোকর গোজার অর্থ হলো, আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর মহানত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের স্বীকৃতি সর্বোপুরি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি । কেউ যদি শোকরগুজার না করে, তাহলে বুঝতে হবে সে মূলত: আল্লাহকেই অস্বীকার করছে । সে তার মহান প্রভু সম্পর্কে মারাত্মক ধোঁকায় পড়ে আছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহান রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যে আকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন । কখনো না, বরং তোমরা শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের দিবসকে (আখেরাতকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো ।"(সুরা ইনফিতার:৬-৯) আসলে, আমাদের অস্তিত্ব নিজেই ঘোষনা করছে যে, আমরা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যায়নি । আমাদের পিতামাতাও আমাদের সৃষ্টি করেননি । বা আমাদের মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে মানুষ হিসাবে তৈয়ার হয়ে যায়নি । বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন । আমাদের সামনে অসংখ্য ধরনের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট । সুতরাং বুদ্ধির দাবী তো এই ছিল, এসব কিছু দেখে কৃতজ্ঞতায় আমাদের মাথা নত হয়ে যাবে এবং মহান রবের মোকাবেলায় কখনো নাফরমানী করার দুঃসাহস করবে না । আমরা এও তো জানি যে, আমাদের প্রভু কেবলসমাত্র রহীম ও করীম করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহ্হার-মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও বটে । এত কিছু জেনেও যখন কৃতজ্ঞতার মাথা নত হয়নি, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে ।

তিনি দয়া করে আমাদের মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন । আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক নামক অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, তারপর তিনি আমাদের সরল সঠিক পথে চলার জন্য পথ দেখিয়েছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি । এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী ।"(সুরা আদ দাহর:৩) আল্লাহ মানুষকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেননি । বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছেন যাতে তারা জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোনটি এবং কুফরীর পথ কোনটি । এরপর যে পথই অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী । এ বিষয়টিই সুরা বালাদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-"আমি তাকে দু'টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি ।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর স্মরণ করো তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ থাকো তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন ।"(সুরা ইবরাহিম:৭) অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতসমূহের অধিকার ও মর্যাদা চিহ্নিত করে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, তাঁর বিধানের মোকাবেলায় অহংকারে মত্ত হতে ও বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ না হয় এবং তাঁর অনুগ্রহের অবদান স্বীকার করে নিয়ে অনুগত থাকে তাহলে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিবেন । এই অনুগ্রহ শুধুমাত্র বৈষয়িক অনুগ্রহ নয় বরং তাঁর সৎবৃত্তিকে আরো উন্নত করে দিবেন । তাঁর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দেবেন । আর যারা বিদ্রোহ করে আল্লাহ তাদেরকেও তাঁর নিয়ামত দিবেন বটে কিন্তু আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন । উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ সেই সংবাদই দিয়েছেন । "আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন ।" আল্লাহ যখন কোন জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেন এর জবাবে সংশ্লিষ্ট জাতি বিশ্বাস-ঘাতকতা ও বিদ্রোহ করে তখন এ ধরণের জাতির এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ পরিণামের ইতিহাস আমরা বনী ইসরাঈলদের হতে দেখেছি ।

কেউ আল্লাহকে মানুক আর না-ই মানুক তবু মানুষের সমগ্র সত্তা ও সারাটা জীবন আল্লাহর অনুগ্রহের সূতোয় বাঁধা । সে কেমন সব অকৃতজ্ঞ,অবিশ্বস্ততা,বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের মাধ্যমে নিজের উপকারী ও অনুগ্রহদাতা এমন ধরণের করুণাশীল ও সহিষ্ণু যে, এমন সব কার্যকলাপের পরও তিনি বছরের পর বছর একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে এবং শত শত বছর একটি বিদ্রোহী ও নাফরমান জাতিকে নিজের অনুগ্রহদানে আপ্লুত করে চলেছেন । এখানে দেখা যাবে এক ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বই অস্বীকার করে এবং তারপরও তার প্রতি প্রবল ধারায় অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে । অন্যদিকে আবার এক ব্যক্তি স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকার সব কিছুতেই অ-স্রষ্টাদেরকে শরীক করছে চলছে এবং দানের জন্য দানকারীর পরিবর্তে অ-দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এরপরও এখানে দেখা যাবে দাতা তাঁর দান বন্ধ করছে না ।

আমাদেরকে আল্লাহ মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, আল হামদুলি'আল্লাহ । আমাদের আলোর পথ প্রদর্শনের জন্য রাসুল ও কুরআন পাঠিয়েছেন এ জন্য আলহামদুলি'আল্লাহ । আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যেমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং তোমাদের থেকেই একজন রাসুল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনাবে, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সজ্জিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমনসব শেখায়, যা তোমরা জানতে না । কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ রাখো আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার নিয়ামত অস্বীকার করো না ।"(সুরা বাকার:১৫১-১৫২) এমনিভাবে তিনি আমাদেরকে দীন হিসাবে ইসলাম দিয়েছেন আলহামদুলি'আল্লাহ । আমাদের অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে অবগাহন করার শক্তি দিয়েছেন আলহামদুলি'আল্লাহ ।





৭ লেখককে সম্মাননা দিল ঠিকানা



























(শেষের পাতার পর)

১৬ জুলাই রোববার দুপুরে সেখানে আয়োজন করা হয় এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের। সঙ্গে ছিল পত্রিকাটির বিশিষ্ট লেখকদের সম্মাননা প্রদান। তাইতো ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়েও দুপুর হতেই ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনায় সমবেত হতে থাকেন সুহৃদ, স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীরা।

সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে অতিথিদের উপস্থিতি। একে একে আসতে থাকেন মূলধারার রাজ-নীতিবিদ, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-সাংবাদিকসহ প্রবাসের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। একটা সময় সবার প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বৃষ্টিস্নাত দুপুরে পরিচিতজনদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও গল্পে উপভোগ্য সময় কাটান অতিথিরা। সাত শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তারা ঠিকানাকে জানান ফুলেল শুভেচ্ছা।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা বলেন, প্রবাসীদের আস্থা ও বিশ্বস্ততার আরেক নাম ঠিকানা। পত্রিকাটি ছোট-বড় সকল মহলের পাঠযোগ্য। কেবল সংবাদ প্রকাশের মধ্যেই পত্রিকাটি নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি, প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটি বিনির্মাণেও প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। সত্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে ঠিকানার বিকল্প নেই। প্রবাসে বাংলাদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি তুলে ধরে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকানা। বক্তারা আগামী দিনেও ঠিকানার পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এই মিলনমেলায় বিশিষ্টজনদের সামনে ঠিকানার পক্ষ থেকেও সত্য প্রকাশে অবিচল থাকা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত অভিনেত্রী শিরীন বকুল এবং জনপ্রিয় উপস্থাপক ও সাংবাদিক আশরাফুল হাসান বুলবুল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নাশরাত আর্শিয়ানা চৌধুরী। ওইদিন দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে শুরু হয়ে অনুষ্ঠান চলে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে ছিল উদ্বোধনী পর্ব, উদ্বোধনী নৃত্য, স্বাগত পর্ব। অনুষ্ঠনের শুরুতে ঠিকানার পরিচিতি তুলে ধরা হয়। এর পরই আসে উদ্বোধনী ঘোষণা। বাজানো হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যানথাম। এ সময় উপস্থিত অতিথিরা দাঁড়িয়ে দুই দেশের প্রতি সম্মান জানান। অনেকেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে কণ্ঠ মেলান। এরপর মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদ এবং বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের প্রতি দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপরই ছিল উদ্বোধনী নৃত্য। এই পর্বে দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে নীলা জেরিন ডান্স একাডেমি। তাদের নৃত্য পরিবেশনা অতিথিদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান ঠিকানার পথচলা, সাফল্য এবং কমিউনিটি বিনির্মাণে ঠিকানার অবদানের কথা তুলে ধরেন। এরপর বক্তব্য দেন ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ফার্স্ট সেক্রেটারি প্রসূন চক্রবর্তী। তারা ঠিকানার সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন ঠিকানার সম্পাদকম-লীর সভাপতি ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন। তিনি তার বক্তৃতায় ঠিকানা'র পথচলা এবং ৩৪ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশনা অব্যাহত রাখার সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। ঠিকানা কমিউনিটির জন্য যে অবদান রেখে চলেছে, তাও উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করবেন বলেও উপস্থিত অতিথিদের অবহিত করেন এবং তাদের দোয়া কামনা করেন। আগামী নির্বাচনে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইউয়ানের পতন ঠেকাতে ডলার বিক্রি করছে চীন!



ঢাকা ডেস্ক, ২২ জুলাই : ইউয়ান কেনার জন্য অফশোর স্পট মার্কেটে ডলার বিক্রি করছে চীনের প্রধান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো। বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছেন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজন ব্যক্তি। খবর রয়টার্সের।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ইউয়ান পতনের গতি কমানোর জন্যই এসব রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো ডলার বিক্রি করছে।

বৃহস্পতিবার চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও একটি আন্তঃসীমান্ত অর্থায়নের নিয়ম শিথিল করার ঘোষণা দিয়েছে, যা দেশীয় সংস্থাগুলোর জন্য বিদেশি বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ করা সহজ করবে এবং ইউয়ান মুদ্রার অবমূল্যায়নের চাপ কমাবে।

অফশোর মার্কেটে ইউয়ান একই রকম ঊর্ধ্বমুখী ধারা অনুসরণ করে। কিন্তু এটি এখন গত বছরের একই সময়ে ডলারের তুলনায় বছরে প্রায় ৪ শতাংশ কম, যা ২০২৩ সালে এসে সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্সকারী এশিয়ান মুদ্রাগুলোর মধ্যে একটি করে তুলেছে।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

৭ লেখককে সম্মাননা দিল ঠিকানা

(৩৭ পাতার পর)

বিজয়ী হলে প্রবাসীদের জন্য কী কী ভূমিকা রাখতে চান, সেটাও উল্লেখ করেন। তিনি সংসদ সদস্য থাকাকালে যেসব কাজ করেছেন, তা তুলে ধরেন।

বক্তৃতার একপর্যায়ে আবেগপ্রবণ হয়ে এম এম শাহীন বলেন, রাজনীতি করতে গিয়ে আমি আমার আমেরিকার সম্পদ, ঢাকার সম্পদ এবং কুলাউড়ার সম্পদ বিক্রি করেছি। আমি মানুষের জন্য রাজনীতি করি, নিজের জন্য নয়। তাই আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের তার পাশে থাকার অনুরোধ জানান। তিনি ঠিকানা পরিবারের মুহম্মদ শামসুল হক, মুশরাত শাহীন অনুভা, শহীদুল ইসলাম এবং নাশরাত আর্শিয়ানা চৌধুরীসহ অন্য সবাইকে ঠিকানায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। ঠিকানা পরিবারের সবাইকে মঞ্চে ডেকে নেন। মূল বক্তব্যের পর অনুষ্ঠিত হয় ঠিকানা সম্মাননা পদক প্রদান অনুষ্ঠান

সাহিত্য, কবিতা ও ছড়া লিখে ঠিকানার পাতাকে সমৃদ্ধ করায় ঠিকানার পক্ষ থেকে সাতজনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সাহিত্যে এবিএম সালেহ উদ্দিন ও রোমেনা লোদী, কবিতায় কাজী আতিক, বেনজীর শিকদার ও রওশন হাসান এবং ছড়ায় মনজুর কাদের ও মামুন জামিল পুরস্কার লাভ করেছেন।

সম্মাননাপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নিউইয়র্কের স্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের ডেপুটি কমিশনার ফর ট্রেড ইনভেস্ট অ্যান্ড ইনোভেশন দিলীপ চৌহান, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিস অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেস চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাসার, সিটি মেয়র অফিসের এথনিক অ্যান্ড কমিউনিটি মিডিয়া এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিস্টার হোজে বেওনা এবং ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন ও প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান।

এর আগে পুরস্কারপ্রাপ্তদের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়। এরপর একে একে তাদের হাতে ফুলের তোড়া ও ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রদান শেষে তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সবাই ঠিকানার সাফল্য কামনা করেন এবং ঠিকানার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এরপর অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে অতিথিদের ফটোসেশন পর্ব। প্রবাসের জনপ্রিয় ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী পুরো অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র ধারণ করেন। পাশাপাশি পুরো অনুষ্ঠানটি তার ফেসবুক থেকে তিনি সরাসরি সম্প্রচার করেন। অনুষ্ঠানে দুই পর্বে খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবারের পর্ব শেষে ঠিকানার নতুন ওয়েবসাইট www.thikananews.com এর উদ্বোধন করা হয়। জেনিফার রাজকুমার এর উদ্বোধন করেন। তার সঙ্গে ছিলেন রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এমএ আজিজ প্রমুখ। এখন থেকে ঠিকানার নতুন ওয়েবসাইটে পাঠক ঠিকানার সর্বশেষ সব খবর পড়তে পারবেন।

এরপর আমেরিকায় বেড়ে ওঠা ও মূলধারায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন এমন দুজন ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করা হয়। 'বাংলাদেশীস ব্রেকিং বেরিয়ার অ্যাওয়ার্ড' শিরোনামে যে দুজন নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিকে সম্মাননা জানানো হয় তারা হলেন, নাবিল আলমগীর (সিইও, লাঞ্চ বক্স ডট আইও) এবং জিহান ওয়াজেদ (মূলধারার চিত্রশিল্পী)। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেনিফার রাজকুমার। ঠিকানার পক্ষ থেকে রুহিন হোসেন তাদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ঠিকানার এই আয়োজনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, ব্যবসায়ী নেতা, কবি, সাহিত্যিক, ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর, মর্টগেজ বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, আইনজীবী, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ঠিকানার শুভানুধ্যায়ী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিজ্ঞাপনদাতারা উপস্থিত ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসসহ বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত অতিথিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

নিউইয়র্কের স্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার ঠিকানাকে প্রক্লেমেশন উপহার দেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি ঠিকানার সাফল্য তুলে ধরে অব্যাহত পথচলা কামনা করেন। ঠিকানার পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, মূলধারার রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেবিবিএর প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, ট্রাস্টি আজিমুর রহমান বুরহান, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মূলধারার রাজনীতিক ফখরুল আলম। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, কার্যকরী সদস্য আখতার বাবুল, সাদি মিন্টু, ফারহানা চৌধুরীসহ সোসাইটির নেতারা।তারা সোসাইটিতে নিজ নিজ অবস্থান তুলে ধরে ঠিকানার সাফল্য কামনা করেন।

শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মর্টগেজ বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জন ফাহিম, ইমিগ্র্যান্ট এন্ডার হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী লায়ন্স ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ, ব্রঙ্কসের কমিউনিটি বোর্ড-৯ এর চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ ফিরোজ আহমেদ, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ কাজী সাখাওয়াত আজম, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজর মিজানুর রহমান, কমিউনিটি লিডার নাসির আলী খান পল, আল আমিন মসজিদের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, জুডিশিয়াল ডেলিগেট সাবুল উদ্দিন, খানস টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন নাঈমা খান, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সদস্য ফারহানা চৌধুরী, জেবিবিএর সেক্রেটারি জেনারেল ও মূলধারার রাজনীতিক ফাহাদ সোলায়মান, সিপিএ জাকির চৌধুরী, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সাধারণ সম্পাদক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মোহাম্মদ আলম নমি, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, কিউ টেকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফরিদ উদ্দিন, রাজনীতিক ও কমিউনিটি নেতা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার ভ্যাটেনার্স ১৯৭১ ইউএসএ ইন্ক-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট খোরশেদ আনোয়ার বাবলু, ভাইস প্রেসিডেন্ট মকবুল হোসেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবিএম জাকির হোসেন, ট্রেজারার মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, সেক্রেটারিয়েট মেম্বার আব্দুস সায়ীকি, অ্যাডভাইজর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম খান, সেক্রেটারিয়েট মেম্বার মোহাম্মদ মনির হোসেন প্রমুখ। এ ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক প্রথম আলোর সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী, সিলেট পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন চৌধুরী, কমিউনিটি লিডার কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, ভাইস প্রিন্সিপাল ন্যালী, অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, ডা. মুজিবুল হক, মাহবুব হোসেন, ডিএইচকেয়ার সিইও অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট শাহরিয়ার রহমান, আইবি টিভির সিইও প্রেসিডেন্ট জাকারিয়া মাসুদ জিকো, বর্ণমালা.কম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম, চ্যানেল আইয়ের যুক্তরাষ্ট্রের সিইও রাশেদ আহাম্মেদ, এটিএন বাংলার কানু দত্ত, সাংবাদিক ও অভিনেতা শামীম শাহেদ, লেখক ও সাংবাদিক ছন্দা বিনতে সুলতান, সাহিত্য একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন, বিপা'র পরিচালক এ্যানি ফেরদৌস, বাফা'র প্রতিষ্ঠাতা ফরিদা ইয়াসমিন, লেখক রুপা খানম, শিল্পী চন্দ্রা রায়, ফ্রেশ ফুডের কর্ণধার আল আমিন রাসেল, উৎপল চৌধুরী, ডালিয়া চৌধুরী, আমিন আহমেদ জাকির, খায়রুল কবির খোকন, ব্যবসায়ী লিটন আহমেদ, রিয়েলটর রিনা সাহা, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, সংগীতশিল্পী রানো নেওয়াজ, লেখক রওশন হক, কমিউনিটি নেতা সৈয়দ রাব্বী, বিয়ানীবাজারের সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা ও তরুণ সংগঠক আব্দুল বাতিন, টিবিএন ২৪ এর উপস্থাপক ও সাংবাদিক রানা আহমেদ, সাংবাদিক এস এম সোলায়মান, সাংবাদিক শামীম শাহেদ, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন, বাচিকশিল্পী মুমু আনসারী, শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, ধানসিঁড়ি রেস্টুরেন্টের কর্ণধার টিপু, লেখক সুফের মামা, লেখক সোনিয়া কাদির, খানস টিউটোরিয়ালের সিইও ডা. ইভান খান, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, শ্রী চিন্ময় সেন্টারের রঞ্জনা কে ঘোষ, মহাতপা পালিত, বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি অব টেক্সাস-এর কাজী চৌধুরী ও নাহিদা আলী ডেইজী প্রমুখ। কালিফোর্নিয়া থেকেও বেশ কয়েকজন অতিথি যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে ঠিকানাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব, সিলেট গণদাবি পরিষদের পক্ষে সভাপতি মাসুদুল হক ছানু, যুক্তরাষ্ট্র জাপার পক্ষ থেকে জসিম চৌধুরী, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, চট্টগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে অন্তবর্তীকালিন কমিটির অন্যতম সদস্য মাকসুদ এইচ চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সফল করতে সহযোগিতার জন্য ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়। এই পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন উদীপ্ত চৌধুরী ও জনপ্রিয় শিল্পী পলি সায়ন্তী। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ঠিকানার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান সম্পাদকম-লীর সভাপতি এম এম শাহীন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মিজৌরিতে সন্ত্রাসীদের

(শেষের পাতার পর)

স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীরা তার সঙ্গে থাকা গাড়ি ও নগদ অর্থ ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে মাথায় গুলি করে বলে জানা যায়।

নিহত ইয়াজউদ্দিন চট্টগ্রামের মীরসরাই ডিগ্রি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা সামছুদ্দিন আহমেদের ছোট ছেলে।

ইয়াজের বাবা মারা যাওয়ার পর তাকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসেন তার খালা রেহানা বেগম। এই তরুণ পার্কওয়ে সেন্ট্রাল হাইস্কুল থেকে স্নাতক শেষ করেন।

রেহানা বেগম বলেন, ইয়াজ খুবই দয়ালু ছিল। সে সব সময় মানুষজনকে সাহায্য করতো। এ ঘটনায় জড়িতদের বিচার চাই।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালের দিকে মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্টলুইস শহরের হ্যাম্পটন অ্যাভিনিউয়ের ১১০০ ব্লকের একটি গ্যাস স্টেশনে কাজ করছিলেন এক যুবক। এ সময় বাইরে দাঁড় করানো ইয়াজের গাড়ির কাচ ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে একদল সন্ত্রাসী। ইয়াজ তাদের বাধা দিলে এক বন্দুকধারী তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পরে পুলিশ এসে তাকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে জ্যাটাভিয়ন স্কট নামের ১৯ বছরের এক তরুণকে খুঁজছে পুলিশ। নিহত ইয়াজউদ্দিন ওই পেট্রল স্টেশনেই কাজ করতেন।

নিউইয়র্কে প্রবাসীদের নেতা কাজী নয়ন জানান, ইয়াজের দাফন-কাফনের বিষয়ে বৃহস্পতিবার সেখানে অবস্থানরত মিরসরাইয়ের লোকজন বৈঠকে বসবেন।

আল্লামা আরশাদ মাদানী

(শেষের পাতার পর)

আগামী ২ আগস্ট বুধবার মাদানী একাডেমী অফ নিউইয়র্ক ও দারুল উলূম নিউইয়র্ক এর যৌথ আমন্ত্রণে এক সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত সফরে যুক্তরাষ্ট্র আসছেন। তাঁর উক্ত সফওে নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, শিকাগো, মিশিগান ও বাফেলোসহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসার দ্বীনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করবেন। আল্লামা আরশাদ মাদানী হাফিজাহুল্লাহর প্রোগ্রাম সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে নিম্নে উল্লেখিত নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

ফোন: ৩৪৭-৭৩৭-৪৭৪০ অথবা ৩৪৭-৯৬৩-০২১৩ অথবা ৬৪৬-২৯৬-৭৬০৩।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ৭ টি খাবার

(শেষের পাতার পর)

সাহায্য করে। পাশাপাশি হৃদযন্ত্র এবং পেশি ভালো রাখার জন্যও ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানটি আমাদের দেহ নিজে নিজে তৈরি করতে পারে না। খাবারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে হয় আমাদের। ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের সংমিশ্রণ শক্তিশালী হাড়ের জন্য অপরিহার্য। ভিটামিন ডি শরীরে ক্যালসিয়ামের শোষণ বাড়াতে সাহায্য করে। ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের দৈনিক ১৩০০ মিলিগ্রাম, ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সীদের ১০০০ মিলিগ্রাম এবং ৫১ বা তার বেশি বয়সী নারীদের দৈনিক ১২০০ মিলিগ্রাম ও পুরুষদের ১০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন।

১। সয়াদুধ: সাধারণত এক কাপ সয়াদুধে ৩০০ থেকে ৪৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় যা দৈনন্দিন চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ পূরণ করতে পারে। অবশ্য ব্র্যান্ড ভেদে এই পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে। গরুর দুধের মতো সাত গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করে এই দুধ। সিরিয়াল বা স্মুদিতে মিশিয়ে খেতে পারেন সয়াদুধ।

২। গরুর দুধ: ১ কাপ গরুর দুধে ৩০৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। এটি দৈনিক ক্যালসিয়ামের চাহিদার ২৩ শতাংশ পূরণ করতে পারে।

৩। কমলার রস: এক কাপ কমলার রসে ৩৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম মেলে যা দৈনন্দিন চাহিদার প্রায় ২৫ শতাংশ পূরণ করতে পারে। এছাড়া ভিটামিন সি এবং ডি মেলে কমলার রসে।

৪। বিনজাতীয় খাবার: বিনজাতীয় খাবারে প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ভিটামিন সি এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট মেলে। আধা কাপ সয়াবিন থেকে পাওয়া যায় ১০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। ১ কাপ মটরশুঁটি থেকে মেলে ৮০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম।

৫। দই: দইয়ের সাথে বাদাম বা পছন্দের ফল মিশিয়ে খেতে পারেন। ফলের স্মুদিতেও যোগ করা যায় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ দই। প্রতিদিনের ক্যালসিয়ামের চাহিদার ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত পূরণ করতে পারে দই।

৬। বাদাম: বাদাম শুধু প্রোটিন সমৃদ্ধ স্ন্যাকস নয়, ক্যালসিয়ামের একটি দুর্দান্ত উৎস এটি। পুষ্টিবিদ আনসারি বলছেন, এক কাপ বাদাম থেকে মেলে ২৮৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। এক আউন্স বা ২৩টি আস্ত বাদামে পাওয়া যায় ৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৩.৫ গ্রাম ফাইবার।

৭। ব্রকোলি: অন্যান্য ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের সাথে প্রতিদিনের ব্রকোলি খান। আধা কাপ কাটা ব্রকোলিতে ১০.৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

মাহমুদউল্লাহর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার কি শেষ?

(শেষের পাতার পর)

কোনো জবাব নেই। আগেও কানাঘুষা শোনা গেছে যে, বিসিবির পক্ষ থেকে পরিস্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে- মাহমুদউল্লাহ আর জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নেই। এরপর তাকে জাতীয় দল থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। তাহলে মাহমুদউল্লাহর ক্যারিয়ার কি শেষ?

জাতীয় দল থেকে বেশ কিছুদিন আগে বাদ পড়লেও এখনো অবসর ঘোষণা করেননি মাহমুদউল্লাহ।

টেস্টকে তিনি আগেই বিদায় জানিয়েছেন, খেলছেন শুধু সাদা বলে। রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের কাছে মাহমুদউল্লাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, 'আমার জন্য বলা খুব কঠিন। এখন আমি বলতে পারব না। নির্বাচকদের সঙ্গে কথা না বলতে পারলে বলা কঠিন, সে কী অবস্থায় আছে।'

আসন্ন বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় মাহমুদউল্লাহ নেই বলেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। দেশের অনেক ভক্ত-সমর্থকেরাও তাকে ফিরে পেতে চান। তবে তাদের জন্য সুখবর দিতে পারেননি পাপন, 'এই (আফগানিস্তান বিপক্ষে) সিরিজটা যদি খেলত, খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারতাম। ও যেহেতু ছিল না, সে জন্য সে আসবে নাকি আসবে না, এ নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা আমার নেই। পারফরম্যান্স না দেখে বলে দেওয়া যে 'হ্যাঁ ও খেলবে', এটাও সম্ভব নয়। আমার পক্ষে বলাটা কঠিন।'

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns.
Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয় ।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৩ স্ট্রীট সাবওয়ের সন্নিকটে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীট হলিসে দুই ও এক বেডরুম এবং ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট হলিসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৮৮-৬৩৮২ মে-০৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

রুম ভাড়া

সুন্দর ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবী পুরুষদের জন্য বেড বিছানাসহ এক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমের চেয়ার টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন।

যোগাযোগঃ
৬৩১-২৩০-০২৩০
৭১৮-৩৪৮-৮৪২২।

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।

যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।
ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।

যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দুরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ **মোহাম্মদ তুহিন**

৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. f-06/14

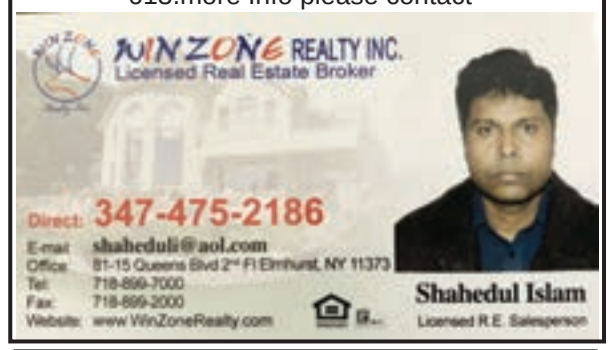
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444















বাংলাদেশে বেশ কিছু জনহিতকর প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে

নিউয়ইর্কে ফিরেছেন সমাজসেবী জাবেদ উদ্দিন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশে দুই মাস অবস্থানশেষে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরেছেন নিউয়র্কের এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ও মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'র সাধারণ সম্পাদক সমাজসেবী মো. জাবেদ উদ্দিন। গত ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার কুয়েত এয়ারলাইন্স এর একটি ফ্লাইটে তিনি নিউইয়র্ক ফেরেন।

বাংলাদেশে অবস্থানকালে মো. জাবেদ উদ্দিন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ও তার বক্তিগত তহবিল থেকে আর্ত মানবতার কল্যাণে বেশ কিছু জনহিতকর প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে গত ১৭ জুন মৌলভীবাজার জেলার খলিলপুর ইউনিয়নের কেশবচর এলাকায় স্থানীয় ৮শ দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদের উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে, জাবেদ উদ্দিন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে গোলাপগঞ্জ উপজেলার হেতিমগঞ্জ এলাকায় চকপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মাধ্যমে স্থানীয় ৬০টি পরিবার এর মধ্যে ঈদের উপহার বিতরণ করেন। এছাড়া, বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির সুবিধার্তে তিনি টিউবওয়েল ও ঘর নির্মাণের জন্য ঢেউটিন বিতরণ করেন। এছাড়া, স্থানীয় স্কুলে একটি শহীদ মিনার স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

দুই মাস দেশে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের কর্মসূচিতে অতিথি হিসেবে যোগ দেন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীকে দেয়া কংগ্রেসশনাল সার্টিফিকেট তিনি মেয়রের কাছে হস্তান্তর করেন। এ উপলক্ষে সিলেট নগর ভবনে এক সৌজন্য সভার আয়োজন করে সিলেট সিটি কর্পোরেশন। অনুষ্ঠানে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জাবেদ উদ্দিনকে শুভেচ্ছা ক্রেস্ট প্রদান করেন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। মেয়র ছাড়াও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী ও গণসংযোগ কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

১১'মে মৌলভীবাজার শহরে 'আমরা সবাই বাংলাদেশী' সামাজিক সংগঠন ও সাপ্তাহিক মৌমাছি কণ্ঠ এর উদ্যোগে জাবেদ উদ্দিনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

ঢাকাস্থ মৌলভীবাজার জেলা সমিতি মো. জাবেদ উদ্দিনের সম্মানে ৮ জুন সমিতির কার্যালয়ে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বক্তারা দেশে এবং প্রবাসে মানবতার কল্যাণে মো. জাবেদ উদ্দিনের নিরলস কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রসংশা করেন। এছাড়া, বিভিন্ন সংকটকালে মানবতার পাশে দাড়ানোর জন্য এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান।

কলকাতার 'হুব্বা'য় গ্যাংস্টার মোশাররফ করিম

(শেষের পাতার পর)

আছেন। কলকাতার আসন্ন চলচ্চিত্রে এমন লুকে ধরা দিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিম। সিনেমাটির নাম 'হুব্বা'। এটি পরিচালনা করছেন ব্রাত্য বসু। এর আগে অভিনেতাকে একই পরিচালকের 'ডিকশনারি' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল।

টালিউড সিনেমার পরিচালক ব্রাত্য বসু নির্মাণ করবেন সত্য ঘটনা অবলম্বনে রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার মিশেলে পলিটিক্যাল থ্রিলার 'হুব্বা'। এই সিনেমাতে গ্যাংস্টারের চরিত্রে অভিনয় করবেন মোশাররফ।

রোববার সিনেমাটির ফার্স্টলুক দিয়ে প্রচারণা পর্ব শুরু করলেন নির্মাতা-প্রযোজকরা। জানা গেছে, নব্বই দশকের শেষের দিকে উত্থান ঘটে হুব্বা শ্যামল নামক এক গ্যাংস্টারের। হুগলি জেলার অপরাধ জগতের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই শ্যামল। এমনই এক গ্যাংস্টারের জীবনকে কেন্দ্র করে সিনেমাটি তৈরি করেছেন ব্রাত্য বসু। সিনেমার নাম ভূমিকায় দেখা যাবে মোশারফ করিমকে।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে পরিচালক ব্রাত্য বললেন, থ্রিলার এবং কমেডির মিশেলে তৈরি করা হয়েছে এই ছবি। হুব্বা শ্যামল 'হুগলির দাউদ ইব্রাহিম' নামেই পরিচিত ছিলেন। খুন, জখম, ড্রাগ পাচার ইত্যাদি বহু অপরাধে অপরাধী। অজস্র পুলিশ কেস ছিল তার নামে।

এক সময় তিনি ভোটে দাঁড়াতেও চান। যতবারই তাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ, প্রতিবারই জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন। ২০১১ সালে বৈদ্যবাটির খালে হুব্বা শ্যামলের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। এই সিনেমার মাধ্যমে আমি পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অপরাধ জগতের চিত্রই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

'হুব্বা'র প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে প্রযোজনা সংস্থা 'ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন'। প্রযোজক বললেন, আমি বিশ্বাস করি, ভাল সিনেমা তৈরি হয় শুধুমাত্র বড় পর্দার জন্যই। বিশেষত 'অপরাজিত'র পর আমার দর্শক সেটাই প্রমাণ করে দিয়েছে। আর 'ডিকশনারি'র পর ব্রাত্যর সঙ্গে আমার এটা দ্বিতীয় কাজ। একটা সিনেমা তৈরির জন্য ব্রাত্য যে পরিমাণ পড়াশোনা করে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আশা করছি, দর্শক আমাদের এই দ্বিতীয় কাজও পছন্দ করবেন।

বিরোধীরা দু'টি ঘটনা সরকারের বিরুদ্ধে

(শেষের পাতার পর)

এরমধ্যে হিরো আলম 'মাইর' খেলেন। বিজয়ী মোহাম্মদ আলী আরাফাত টুইটারে একটি সুন্দর ষ্টেটমেন্ট দিলেন। হিরো আলম ঘটনার অনেকদূর এগিয়েছে, ঢাকায় বসে এক ডজন রাষ্ট্রদূত বিবৃতি (ব দিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী ড: মোমেন রেগেমেগে বলেছেন, এ বিবৃতি অগ্রহণযোগ্য। দু:খজনক হলেও সত্য, বিদেশিরা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে হাসাহাসি করে! নিউইয়র্কে শামীম ওসমান ঘটনার প্রেক্ষিতে নোয়াখালীতে বাদল মির্জার বাড়ীঘরে আক্রমণের কোন মানে নেই; এটি বহুল প্রচার পাচ্ছে।

বিরোধীরা দু'টি ঘটনা সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। দেশে পুলিশ বলে তারাই সরকারকে টিকিয়ে রেখেছে, তারা কেন সামান্য একজন হিরো আলমকে রক্ষা করতে পারলো না, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এ প্রেক্ষিতে একটি কাহিনী মনে এলো: অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া মুক্ত করতে রামচন্দ্র যখন লব-কুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত, এবং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হচ্ছে, তখন বাল্মীকি মুনি এসে উপস্থিত হ'ন, উভয়পক্ষ শান্ত হয়। বাল্মীকি রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'বালহট' মানায়, 'রাজ্হট' মানায় না'। এর অর্থ, বালকের হটকারিতা মানায়, কিন্তু রাজার হটকারিতা মানায় না! অর্থাৎ, অন্যরা উস্কানী দিলেও সরকার পক্ষকে শান্ত থাকতে হয় বটে?

উজরা জেয়া-ডোনাল্ড ল্যু'র সফরের পর বাংলাদেশ-আমেরিকার দুরত্ব হয়তো কিছুটা কমেছে, তবে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কানাডা যাওয়ার ভিসা পাননি। এ মাসের শেষে ঢাকা আসছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইমোন গিলমোর। প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জ্বালানি ও পরিবেশ বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জোসে ডব্লিউ ফারনান্দেজ, যদিও তার সফর এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে আসা-যাওয়া চলবে। তাই বলা যায়, নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত কথা বলার সময় এখনো আসেনি, এমুহূর্তে কারো খুশি হবারও তেমন কারণ নেই?

দিল্লি-কলকাতায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা আওয়ামী সরকারের পক্ষে সোচ্চার থাকলেও অন্যপক্ষ প্রশ্ন তুলছেন, ক্রমাগত একটি সরকারকে সমর্থন দিয়ে ভারত বাংলাদেশের জনগণের সমর্থন হারাচ্ছে কিনা? কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের জনগণ কখন ভারতের পক্ষে ছিলো? অনেক আগে লিখেছিলাম, 'ভারত কাপড় খুলে দিলেও' বাংলাদেশের মানুষের মন পাবেনা। এ সত্যও রাজনৈতিক দলগুলো অনুধাবন করছে যে, ভারতকে ডিঙ্গিয়ে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসা বেশ কষ্টকর হয়ে গেছে। চীনের সাথে প্রেম করে বাংলাদেশে ক্ষমতায় যাওয়া যাবেনা, বা ক্ষমতায় থাকা চলবে না! চীন হচ্ছে বিবাহ-বহির্ভুত বন্ধু, চীনের সাথে পরকীয়া চলে, সংসার নয়?

আওয়ামী লীগকে বুঝতে হবে তারা বিএনপি'র সাথে খেলছে না, বিপরীতে আমেরিকা এবং সভ্য দুনিয়া। র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা গুরুত্ব না দিয়ে মন্ত্রীরা উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলেছেন, যার কুফল হচ্ছে, ভিসানীতি। পররাষ্ট্র দফতর দেশ ও সরকারের স্বার্থ রক্ষায় ভীষণভাবে ব্যর্থ। ভারতের ওপর ভরসা করে কতদিন চলবে? আমেরিকা সবসময় ভারতের কথা শুনবে, তা তো নয়! মোদী কতটা আলগে রাখবে? মোদীও চ্যালেঞ্জের মুখে, ভারতে নির্বাচন ২০২৪-এ, তাঁর বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া' জোট গঠিত হয়েছে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা 'অপরাজিতা' চ্যানেল-২৪-এ সংবাদ পাঠ করে নুতন যুগের সৃষ্টি করেছে; সরকার তেমনি, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের একটি পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করলে, এসব সমস্যা থাকবে না! #

e-mail: guhasb@gmail.com;

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

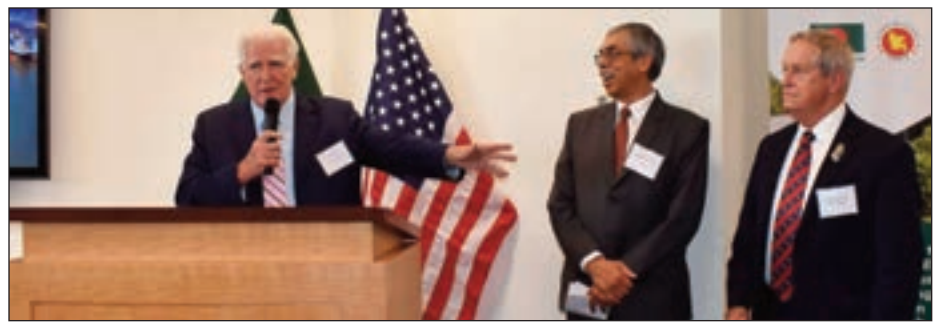
বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // July 24 // 2023

সুইডেনে আবারো কোরআনের অবমাননা হলো



ঢাকা ডেস্ক, ২২ জুলাই : সুইডেনে আবারো পবিত্র কোরআনের অবমাননা হয়েছে। আগেরবারের ঘটনা নিয়ে ব্যাপক প্রতিবাদ হওয়ার পরও বৃহস্পতিবার কড়া পুলিশ পাহারার মধ্যে স্টকহোমে কোরআন এবং ইরাকি জাতীয় পতাকার অবমাননা ঘটে। সুইডেনের রাজধানীতে ইরাকি দূতাবাসের সামনে বর্তমানে সুইডেনে বসবাসকারী ইরাকে জন্মগ্রহণকারী সালওয়ান মমিকা কোরআন এবং ইরাকি পতাকা মাটিতে ফেলে পদদলিত করেন। গত মাসে তিনিই স্টকহোমে কোরআন পুড়িয়েছিলেন। ঈদুল আজহার দিনে কোরআন পোড়ানো নিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল। সুইডেনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ইরাকের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে। দূতাবাসে প্রবেশের নিন্দা এদিকে সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাদগাদে তাদের দূতাবাসে হামলার নিন্দা করে বলেছে এটি ভিয়েনা কনভেনশনের একটি মারাত্মক লঙ্ঘন।

ঢাকা-ওয়াশিংটন দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব উদযাপনে বাংলাদেশ দূতাবাসের সংবর্ধনা





এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে: যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসের কো-চেয়ার কংগ্রেসম্যান জো উইলসন বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণ এবং উভয় দেশের জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আগ্রহী। দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান জো উইলসন গত ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্ব উদযাপন উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে একথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। মিজ এলিজাবেথ হর্স্ট, প্রিন্সিপাল ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী, ব্যুরো অফ সাউথ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া, স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং মিঃ ব্রায়ান লুটি, ডিরেক্টর ফর সাউথ এশিয়া রিজিওনাল অ্যাফেয়ার্স, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, হোয়াইট হাউস, সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান মিঃ জিম মোরানও এতে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশংসাকালে জো উইলসন ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে দেশের এগিয়ে যাওয়া এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ এবং এর জনগণ কঠোর পরিশ্রমী। মি. উইলসন বলেন রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করে এই সপ্তাহে প্রতিনিধি পরিষদে তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান তার বক্তব্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে 'বাংলাদেশ-মার্কিন' সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্যের জন্য কংগ্রেসম্যান জো উইলসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের চমৎকার আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন সরকার সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত ইমরান বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থন এবং মানবিক সহায়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মিজ এলিজাবেথ হর্স্ট তার বক্তব্যে বলেন, গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী ও ব্যাপক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে এবং এই অংশীদারিত্বটি একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য সহায়ক।

ডিরেক্টর ফর সাউথ এশিয়া রিজিওনাল অ্যাফেয়ার্স, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল মিঃ ব্রায়ান লুটি বলেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি- সবার সাথে বন্ধুত্ব এবং কারো সাথে বৈরিতা নয়, একে স্বীকৃতি দেয়, সম্মান করে এবং সমর্থন করে। তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের পাশাপাশি জাতিসংঘ সনদে সন্নিবেশিত আন্তর্জাতিক আইন ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক ড. আহমদ কায়কাউস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও সুদানের রাষ্ট্রদূতের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, মার্কিন সরকার ও পররাষ্ট্র দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের সদস্যরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী হস্তশিল্প প্রদর্শন এবং অতিথিদের জন্য ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী খাবার পরিবেশন করা হয়।





পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনায়

জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে ওআইসির পক্ষে নিন্দা জানালেন রাষ্ট্রদূত মুহিত

নিউইয়র্ক: 'বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের পবিত্র মূল্যবোধকে অবমাননা করে কিছু দেশে প্রকাশ্যে পবিত্র কোরআনের কপি পোড়ানোর ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই'। গত ২০ জুলাই জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে তার কার্যালয়ে ওআইসি গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে সাক্ষাৎকালে এ মন্তব্য করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। বাংলাদেশের নেতৃত্বে উক্ত বৈঠকে ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রের মধ্য থেকে মিশর, সৌদি আরব, মৌরিতানিয়া ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ওআইসির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ মহাসচিবকে বলেন যে, পবিত্র কোরআন পোড়ানোর এই ঘৃণ্য কাজটি শুধু বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকেই গভীরভাবে আঘাত করেনি, বরং এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং ব্যক্তি বিশ্বাসের নীতিরও পরিপন্থী। তিনি আরও বলেন যে, এই ধরণের ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা সহিংসতার জন্ম দিতে পারে এবং বিভিন্ন দেশে শান্তি ও নিরাপত্তাকে অস্থিতিশীল করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রদূত মুহিত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের কথা তুলে ধরেন যারা ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষের স্বীকার হয়ে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ মহাসচিবকে ইসলামফোবিয়া, বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য এবং পবিত্র কোরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতীক অবমাননাসহ সকল ধরণের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা মোকাবেলায় জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করার আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ওআইসি সদস্যদের সাথে গভীর সংহতি প্রকাশ করেন এবং ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক এই জঘন্য ঘটনায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি ওআইসি প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেন যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের ধর্মবিরোধী ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে বিশ্বব্যাপী চলমান প্রচেষ্টাকে জোরালোভাবে সমর্থন করার জন্য তিনি তার অবস্থান থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে রাষ্ট্রদূত মুহিতের নেতৃত্বে ওআইসির প্রতিনিধিগণ ১৪ জুলাই ২০২৩ তারিখে সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কোরোসি এবং ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত ডেম বারবারা উডওয়ার্ডের সাথে দেখা করেন। উক্ত বৈঠক সমূহেও তারা একই ধরণের উদ্বেগ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন।







যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র উদ্যোগে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

নিউইয়র্কে এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক: জাতীয় পার্টির প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ-এর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে গত ১৪ জুলাই শুক্রবার জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে বাদ মাগরিব বিশেষ মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের পূর্বে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, সাবেক এমপি শহীদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

এসময় জাতীয় পার্টির উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহ সভাপতি সবির লস্কও ও এস এম ইকবাল, কোষাধক্ষ্য আবুল কাসেম চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক শক্তি গুপ্তা , কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এন এস এন রুবেল, ডারাব ইউ জুলহাস, হেলাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের খতিব ঈমাম মোহাম্মদ আব্দুস সাদিক মরহুম এইচ এম এরশাদ-এর ইসলাম সহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতি যুগান্তকারী পদক্ষেপের প্রশংসা এবং দোয়া পরিচালনা করেন। ঈমাম তার দোয়ায় মহান রাব্বুল আল আমীন যেনো প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এইচ এরশাদকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন এবং বাংলাদেশের সূখ শান্তি কামনা করেন।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিল শেষে উপস্থিত মুসল্লীদেরকে যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টি শাখার পক্ষ থেকে তবারক বিতরণ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA

মিজৌরিতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাংলাদেশী নিহত



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে মিজৌরি অঙ্গরাজ্যে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ (২৩) নামে এক প্রবাসী তরুণ নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে সেন্টলুইস শহরের হ্যাম্পটন অ্যাভিনিউয়ের ১১০০ ব্লকের বিপিগ্যাস স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীরা তার সঙ্গে থাকা গাড়ি ও নগদ অর্থ ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে মাথায় গুলি করে বলে জানা যায়। **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নিউইয়র্কে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় সিটির জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, আসন্ন নির্বাচন ঘিরে বিএনপি-জামায়াত দেশ ও প্রবাসে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছে। নানা ষড়যন্ত্র করছে। বক্তারা বর্তমান সরকারের অধীনে সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন হবে উল্লেখ করে বলেন, বিএনপি-জামায়াতের সকল ষড়যন্ত্র রাজনৈতিকভাবে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

প্রথম নারী নৌপ্রধান পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র



বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো নারী প্রধান পেতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আমেরিকান নৌবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য লিসা ফ্রাঞ্চেতি নামের **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

আল্লামা আরশাদ মাদানী ২ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র আসছেন



রশীদ আহমদ: আমীরুল হিন্দ, ছদরুল মুদাররিছিন, দারুল উলূম দেওবন্দ ও সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ আল্লামা হাফেজ সাইয়্যিদ আরশাদ মাদানী হাফিজাহুল্লাহ **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**



৭ লেখককে সম্মাননা দিল ঠিকানা

নিউইয়র্ক: সকাল থেকেই আকাশের মন খারাপ। অঝোর ধারায় বইছে বৃষ্টি। ঘর থেকে বের হওয়ার জো নেই। প্রকৃতির এই বৈরীতার মধ্যেও বর্ণিল সাজে সেজেছিল নিউইয়র্কের কুইন্সের অভিজাত পার্টি হল ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনা। উপলক্ষ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত প্রাচীনতম ও বহির্বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র 'ঠিকানা'র জন্মদিন উদযাপন। পত্রিকাটির ৩৪ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে গত **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

ড. আবু জাফর মাহমুদ'র কলাম

পরিবেশ হায়েনাদের বিরুদ্ধে গড়ি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ



অনেকে যেভাবে দেখে আমি সেভাবে দেখিনা, দেখতে চাই না। শুধু কষ্ট পেয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাই না। বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে কিছুটা সময়ের জন্য নিজেকে নিবেদন করে দায়িত্ব শেষ করার তৃপ্তিও আমাকে পেয়ে বসে না। শুধু মনে হয় যুদ্ধের কথা। যুদ্ধই যে জীবনের ব্রত, সেই জীবনে যুদ্ধের বিকল্প কিছু নেই। যে স্বপ্ন ও অঙ্গীকার নিয়ে একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

শিতাংশু গুহ'র কলাম

বিরোধীরা দু'টি ঘটনা সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে?



উজরা জেয়া'র বডি ল্যাঙ্গুয়েজে আওয়ামী লীগ মহলে কিছুটা স্বস্তি নেমে এসেছে। বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা থেকে সরে আসছে, এবং নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকার চাইছে। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



আলহামদুলি'আল্লাহ -এর মর্মকথা

জাফর আহমাদ

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্ব-জাহানের রব। যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। যিনি প্রতিদান দিবসের **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

খেলার খবর

যা বললেন পাপন

মাহমুদউল্লাহর ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার কি শেষ?

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশের ক্রিকেটে বিখ্যাত পঞ্চপান্ডবের একজন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের কি ক্যারিয়ার শেষ? এখন পর্যন্ত এ প্রশ্নের **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

হেলথ টিপস

ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ৭ টি খাবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয় একটি খনিজ। উপাদানটি আমাদের হাড় শক্তিশালী রাখতে **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়**

বিনোদন

কলকাতার 'হুব্বা'য় গ্যাংস্টার মোশাররফ করিম

বিনোদন ডেস্ক: গলায় গাঁদা ফুলের মালা, পরনে লুঙ্গি, হাতে পিস্তল। দুই পাশে হাত জড়িয়ে সহকারীরা প্রায় একই ভঙ্গিমায় তাকিয়ে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক ২৬ আগষ্ট

নতুন সভাপতি শাহ নেওয়াজের উদ্যোগে 'মিট এন্ড গ্রিট' পার্টি



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নব নির্বাচিত সভাপতি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লায়ন শাহ নেওয়াজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ 'মিট এন্ড গ্রিট' পার্টি। ব্যতিক্রম এই আয়োজনে ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্য ছাড়াও দলমত নির্বিশেষে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com